সঙ্গীত পরিষদ গ্রন্থাবলী। ২য় সংখ্যা।

অভিসম্পাত

বা

সমাজকলঙ্ক।

(সামাজিক নাটক)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে

প্রণীত।

কলিকাতা,

৬৭।৯ বলরাম দের ষ্ট্রীটস্থিত

সঙ্গীত পরিষদ হইতে

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২৬ সাল।

[মূ[illegible] সিকা।

উৎসর্গ।

বিদ্যোৎসাহী অশেষগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

মহোদয়েষু।

পূজনীয় মহাশয়—

বহুদিন আপনার সহিত সৌহৃদ্য সূত্রে জড়িত আছি। আপনার অকৃত্রিম স্নেহরাশি ভুলিবার নয়। ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর নাটকখানি আপনার হস্তে দিলাম, অযোগ্য হ'লেও আপনি ইহা সস্নেহে গ্রহণ করিবেন—এটুকু ভরসা রাখি। ইতি।

ব্রজনাথ দত্ত লেন,
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

স্নেহানুগত।
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে।

কৈফিয়ৎ।

একটা কিছু না করিয়া ত বসিয়া থাকিতে পারা যায় না। কর্ম্ম সাধু হউক, আর অসাধু হউক—আমাদের পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি প্রেরণায় তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, আমরা একটা কিছু করিলেই বিশ্বমানবরূপ দাওয়ানজী মহাশয়, যাহার বৈঠক বাহিরমহলে, তিনি আমাদের কৃতকর্ম্মের একটি কৈফিয়ৎ হঠাৎ চাহিয়া বসেন! উদীয়মান শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মহাশয় যখন তাঁহার বইখানির কতিপয় মুদ্রিত ফর্ম্মা অনুগ্রহ করিয়া আমায় পাঠ করিতে দেন, আমি তখন সেইরূপ একটি কৈফিয়ৎ তাঁহার নিকট চাহিয়া বসিয়াছিলাম। ধীরেন বাবু আমাকে তখন বিশেষ কিছু বলেন নাই; কিন্তু পুস্তকখানি যেমন যেমন মুদ্রিত হইতেছিল, তেমনি পরে পরে এক একটি ফর্ম্মা পাঠার্থে আমায় পাঠাইয়া দিতেছিলেন। আজ পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিয়া ধীরেন বাবু আমার নিকট আসিলে, আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—"কৈফিয়ৎটা কই?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "নাটকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াও যদি আপনি কৈফিয়ৎ চান—তা'হলে আমি নাচার।" বাস্তবিকই বুঝিলাম, এ স্থলে তিনি নাচার। অজ্ঞাতকুলশীলেরই ভূমিকা বল, পরিচয় বল, গৌরচন্দ্রিকা বল,—সাধারণে একটি আশা করিয়া থাকেন। আমার নিকট যে ধীরেন্দ্রবাবু চির-পরিচিত; উপরন্তু আমি তাঁহার নাটকখানিও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, সুতরাং আমার কৈফিয়ৎ চাহিবার অধিকার আর কোথায় রহিল? তবে আমার অধিকার না থাকিলেও সাধারণে এই চিরন্তন প্রথার ব্যতিক্রম মানিবেন কেন? এই কথা বলিতে,

ধীরেন্দ্রবাবু আমারই স্কন্ধে তাঁহার কৈফিয়তের ভার ন্যস্ত করিলেন। কাজেই নিরুপায় হইয়া ধীরেন্দ্র বাবুর কৈফিয়ৎ আমি দিতেছি।

ধীরেন্দ্র বাবু একজন বহুশ্রুত ও বহুদর্শী শিক্ষিত ব্যক্তি। কি সনাতন, কি অধুনাতন, কি প্রাচীনতন্ত্র সম্মত, কি নব্যতন্ত্র সম্মত, নানাবিধ সামাজিক আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার তিনি যথেষ্ট অবসর পাইয়াছেন। এই পর্য্যবেক্ষণাবসরে সামাজিক আচার ব্যবহার পদ্ধতি প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তিনি সেইরূপ চিত্র তাঁহার বক্ষ্যমান নাটকে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে যাহার প্রতি নজর রাখিতে হইবে তাহা এই,—

১। নাটকে বিবৃত ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পরের একটা আবয়বিক সঙ্গতি, যাহাকে ইংরাজীতে Organic unity বলে, তাহাই আছে কি না এইটিই প্রথমে দেখিতে হইবে।

২। তার পর দেখিতে হইবে, নাটকের মূলে নিহিত আখ্যায়িকাটি স্বকপোলকল্পিত, না পরিদৃশ্যমান সামাজিক ব্যাপার সমুদ্ভূত ?

৩। আদর্শ সংঘটনকল্পে লিখিত, না ইহা সামাজিক আচার ব্যবহারের নিরপেক্ষ ছায়াপাত মাত্র ?

এই কয়েকটী বিষয় বুঝিতে হইলে, সংসারী জীবের সামাজিক চলাফেরা গতিবিধির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া মতামত প্রকাশ করিতে হইবে। নাটকখানি, আমার মনে হয়, না একান্ত-ভাবে বস্তুতন্ত্র মূলক—না একান্তপক্ষে ইহা স্বকপোলকল্পিত। ব্যক্তিগত জীবনেই বল, আর সামাজিক জীবনেই বল, সংসারে আমরা দুটী রকম মতি ও গতি দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পরিদৃশ্যমান বাস্তবকেই আদর্শ স্থানীয় করিয়া,

আপনাদিগকে তাহার সহিত খাপাইয়া চলা-ফেরা করিতে চাহেন। তাঁহাদের গতিবিধি প্রায় প্রবৃত্তিমুখী হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর লোক পরিদৃশ্যমান বাস্তবকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে সতত বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। ইঁহারাই সমাজে নিবৃত্তিমুখী সাধু বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কারণ পর-হিতৈক ব্রতই তাঁহাদের জীবন।

ধীরেন্দ্রবাবু তাঁহার নাটকখানিতে সংসারী জীবের এই দুইটি বিরুদ্ধ মতি-গতির পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত জীবন ভবিষ্যতে কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। আকর্ষণী বিপ্রকর্ষণী শক্তিদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমস্তাৎ ব্যাপ্ত নীহার-রাশীর যেমন চক্রাবর্ত্তে বিঘুর্ণন হইতে জ্যোতিষিক-সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ হইয়া থাকে, বক্ষ্যমান নাটকখানিতে বিবৃত চরিত্রগুলি সেইরূপ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই নাটকে বিবিধ চরিত্র-গুলির সহিত ইহার যে অবয়বাবয়বী সম্বন্ধ বজায় আছে, তাহা মানিতেই হইবে।

নগেন কন্যাদায়গ্রস্ত শিক্ষিত কায়স্থসন্তান। কন্যাদায় হিন্দু সমাজে যে কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—তাহা 'বলিদান', 'শাস্তি-কি-শান্তি' "বিবাহবিভ্রাট" প্রভৃতি নাটকে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বক্ষ্যমান পুস্তকটী তাহার ছায়াপাত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছে, অগ্রে তাহা চিন্তনীয়। মৃণালের শিক্ষা দীক্ষা সাধনা তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। বিরাজ মৃণালেরই ভগ্নী। এই দুইটী চিত্র পরিস্ফুটনের ছায়ালোকপাতে বেশ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর মনোবীণা আর হসিতা। সনাতন Renunciation ভাল, কি অধুনাতন Romanceকে আদর্শ বলিয়া পূজা করা ভাল—তাহা বিচার্য্য। উভয়ের উদ্দেশ্য মূলে এক,

কিন্তু প্রকাশ বিভিন্ন। সত্য বটে দুইটিই লোভনীয়। তবে কোনটি প্রেয় ও শ্রেয় তাহাই সাধারণের বিচার্য্য। দেশের নেতা গঙ্গাবাবু দ্বিতীয়পক্ষের পরিবার ত্যাগ করিয়া হসিতার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। রূপে মুগ্ধ ব্যক্তির পরিণাম যাহা ঘটে, গঙ্গার কপালে তাহাই ঘটিয়াছিল। লালসা চিরদিন সমান থাকে না। রূপের মধ্যে যদি স্বীয় অনুকূল গুণের সন্ধান আমি না করিতে পারি, তবে সে রূপের আগুনে আমাকে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেই হইবে। দীপ্তিকান্ত উদীয়মান কবি। আপনার মনে সোণার পৃথিবী গড়িয়াছিল; কিন্তু পড়িল ভেড়ার শিঙে, ভাঙে হীরার ধার। সদানন্দ নির্লিপ্ত সাধু। চরিত্রটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

বিবাহের পণপ্রথা উঠিবার নহে, উঠিতেও পারে না। কিন্তু একটাত সামাজিক ও সম্ভবপর মীমাংসা চাই। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতাকে যে ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, গ্রন্থকার তাহা বলেন না। "মৃণাল—থাক্ সে চিরকুমারী" মনোবীণার মুখ দিয়া এই কথা ব্যক্ত করিয়া, গ্রন্থকার আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা বাস্তবিকই একটা সামাজিক সমস্যা (Problem)। সত্য, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংযম গ্রন্থকারের মূলমন্ত্র। গ্রন্থকার এই রত্নচতুষ্টয় দ্বারাই সর্ব্বজয়ী হইতে চান।

নাটকখানিতে আরও একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে। তবে সেটা বেশ ফুটিয়া উঠে নাই। আমার মনে হয় সেইটা এই স্ত্রীপুরুষের ন্যায্য দাবী বা অধিকার। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

৩১শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি।

নিবেদন।

এই পুস্তকখানি মুদ্রণকালে আমার প্রিয় সুহৃদ কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি,-এ মহাশয় গ্রন্থখানি সত্বর সমাপ্তিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং পুস্তক লিখিবার কালে আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত সনৎকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার বহু বিষয়ে উৎসাহ দানে আমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নগেন্দ্র বসু	কলিকাতাবাসী অনৈক গৃহস্থ।
গঙ্গা মুখুয্যে	দেশহিতৈষী নেতা।
কেষ্টধন চাটুয্যে	বামা সোসাইটির অধ্যক্ষ।
দীপ্তিকান্ত	উদীয়মান কবি ও এডিটর।
সদানন্দ খুড়ো	আফিমখোর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রকান্ত দাস ওরফে—মিঃ সি, কে, ডোস্।	নগেনের বিলাত ফেরত জামাতা।
বিমল	নগেনের প্রথম পক্ষের পুত্র।
শচীন	বিমলের সহপাঠি।
জানকী বাবু	আদালতের কর্ম্মচারী।

কথকঠাকুর, প্রতিবাসীগণ, পথিকগণ, বাউলগণ, মুচি, উড়ে, আদালতের পেয়াদা, জেলের সিপাহী, পুরোহিত প্রভৃতি।

স্ত্রী।

বীনাপাণি	নগেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
বিরাজ	ঐ কন্যা (ডোসের স্ত্রী)।
মৃণাল	ঐ অবিবাহিতা কন্যা।
মনোবীণা	গঙ্গার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
হসিতা	উচ্চশিক্ষিতা মহিলা।
অধোবদনী	ঐ দাসী।

বামাসোসাইটীর মহিলা প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগেন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

নগেন্দ্র ও বীণাপাণি।

নগেন বাহিরে যাইবার জন্য জামা ইত্যাদি পরিতেছেন।

বীণা।—তা হ্যাঁ গা, মৃণালের বের কি খবর? তুমি যে বল্লে, রবিবারে এক রকম পাকাপাকির কথা হবে, তা কই কারুর সাড়া শব্দ ত শুন্‌ছি না।

নগেন—কি বল্‌ব বল! দেশে ঢেউ উঠেছে, বলে—পণপ্রথা উঠে গেল। ছেলের বাপ যদি পণ নেয়, তা হ'লে তাকে এক ঘরে করা হবে! এই ত গেল গেজেটের খবর!

বীণা—হ্যাঁ গা পণ উঠে গেল ব'ল্‌ছ! এই তো সে দিন ঘোষেদের ছেলের বে হ'ল। শুনলুম, তার বাপ আড়াই হাজার টাকা নগদ নিয়েছে, আর খাট বিছানা তখনও পর্য্যন্ত তৈরী হয় নি বলে' বের রাত্রে নাকি খুব কেলেঙ্কারী ক'রে ফের ৫০০৲ টাকা আদায় করেছে। পণ উঠে যাওয়া কি রকম বুঝি না!

নগেন—কি রকম উঠেছে জান? এই চন্দ্রপুরের মহারাজ-কুমারের

সঙ্গে শ্যামনগরের মহারাজ-কুমারীর বে হ'ল। ওতে কি আর দেনা পাওনার কথা কিছু ছিল। যাঁর যা খুসী তাই দিলেন। ওকেই বলে, পণ নেওয়া উঠে গেল। এ কি বুঝেছ? এ সব রাজা রাজড়ার ঘরেই চলে। গরিব গেরস্তর ঘরে এ সব নেই। আমাদের ঘরে ছেলের বাপেরা খালি—দেহি দেহি—ক'রে আকাশ ফাটিয়ে দেয়। আর যার আমার মত ঘরে ২।৪টী কাল সাপিনী আছে,—তারাই লোকের কাছে ফ্যা ফ্যা কোরে বেড়ায়। বিনা পণে গরিবের মেয়ে উদ্ধার বড়ই বিরল!

বীণা—তা তারা এখন কি বোল্‌ছে?

নগেন—ব'ল্‌বে আবার কি? তারা সাড়ে তিন হাজার চায়। টাকার যোগাড় এখনও ত হ'ল না। কি করি! ছেলেটা তো মামার বাড়ী থাকে, এণ্ট্রান্স পাশ করেছে মাত্র। বলে—দেশে বিষয় আশয় আছে। এ কথাটা বাদ দিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায়, পাত্র স্বয়ং ব্যতীত আর তার কিছু নেই। এইতেই ৩৫০০্ টাকা চায়। বাড়ী একবার বাঁধা প'ড়েছে। ফের বাঁধা দিলে মাথা গুঁজে থাকি কোথা। দেখি—বিমলকে শচীনের কাছে পাঠিয়েছি, কি খবর আনে। আহা! অমন ছেলে কি এ বরাতে জুটবে!

বীণা—হ্যাঁ গা, বাড়ী বাঁধা দেবার কথা আবার কি বলছ? দেখ—যদিও বিমলকে পেটে ধরিনি, তবু সে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়! আহা! বাছা আমার কত অনুগত। কখনও একটা কথা আমার মুখের উপর কয় না। তার একটা উপায় ক'র্ত্তে হবে। এই——সে ছেলে মানুষ। তাকে ভাসিয়ে বাড়ী ফের বাঁধা দিলে সে দাঁড়াবে কোথা!—না—না—বাড়ী আর বাঁধা দিও না। এই

প্রথম বারেই সুদে আসলে ৬০০০৲ টাকা হ'য়েছে। এর ওপর আর গলায় ঝুলিয়ো না!

নগেন—তুমি ত ব'লছ—বাড়ী বাঁধা দিও না। এ দিকে পাওনাদার নালিশ ক'র্ব্ব ব'লছে। বোধ হয় সে আর টাকা রাখ্‌বে না। আর ফের বাঁধাই বা দোব কি ক'রে। বাড়ীর দাম খুব বেশী হয় ত—৬০০০৲ টাকাই হবে! ভেবেছিলুম, মৃণালের বে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হব! কিছু কিছু ক'রে দেনা শুধব। তা সবই হচ্ছে। তা দেখ—আমি বলি কি, বৌমার গায়ে যা আছে, সেইগুলো নি'। এর পর তাঁকে গড়িয়ে দিলেই চল্‌বে।

বীণা—হ্যাঁ গা. তুমি কি ব'লছ! লোকে বোল্‌বে কি জান? সৎমা এই সব ক'রেছে! তার পর বৌমার গায়ে এমন কি আছে, যাতে এত টাকার যোগাড় হয়। আর তুমি ত ছেলের বে দিয়ে বৌ এনেছ। বড় জোর ৩০০৲। ৪০০৲ টাকার গহনা হবে। ছেলে মানুষ বৌ। আহা! তাকে একখানা দিতে পারলুম না, উল্‌টে দু একখানা যা গায়ে আছে, তাই নিতে বলছ! ছি ছি—লোকে গায়ে থুতু দেবে! অমন কাজ ক'র না! অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ। ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

নগেন—তুমি কি মনে কর—টাকা মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে আছে—গিয়ে তুলে নিয়ে আসবো! তোমার মেয়ের বে হবে! বাড়ী বাঁধা দিলে ছেলে ভেসে যাবে, পুত্রবধূর গহনা নিলে গায়ে থুতু দেবে! তবে যা ভাল হয় কর! সমাজ মেনে চল্‌তে হবে! লোকাচার ত ত্যাগ কোর্ত্তে পার্ব্ব না। যা খুসী তাই কর! আমি কোন উপায় দেখ্‌ছিনা!

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

বীণা—তা তুমি রাগ কোরে কোথা যাবে! এ যে বড় দৃঢ় বন্ধন! যেমন কোরেই হোক—মেয়ের বে হ'বে! ভেবে কি ক'র্ব্ব! সেই বিপদ-ভঞ্জন নারায়ণ মুখ তুলে না চাইলে—কার সাধ্য কি করে! হে হরি! হে বিপদবারণ! তুমি দয়া কর! এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর! এ লজ্জা নিবারণ কর! আমাদের ঘরে আইবুড়ো মেয়েগুলো কাল সাপের মত বাপ মাকে জড়িয়ে রাখে! হে নারায়ণ! আমি বিপদ বুঝি না, সম্পদ বুঝি না! সরল প্রাণে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ি,—যেন এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হই! আহা! বাছা মৃণাল! তোকে কি ক'রে পার ক'র্ব্ব! তুই যে আমার বড় আদরের মেয়ে! ভগবান! মুখ তুলে চাও,—যেন মান সম্ভ্রম বজায় থাকে! কর্ত্তা বলেন,—বৌমার গহনা নাও, এ কি একটা কথা! রামায়ণে পড়েছি, রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ওপর অনুরক্ত ছিলেন ব'লে রামচন্দ্রের বনবাস! অমাবস্যা চিরকাল অমাবস্যাই থাকে,—সে রাত্রে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে না! সৎমা সতীনপোর অনিষ্টকারিণী—এই আবহমান কাল চ'লে আস্‌ছে! যাক্ ভেবে কি কর্ব্ব! ভগবান্ পায়ে রেখ'!

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গাবাবুর বৈঠকখানা।

গঙ্গাবাবু কেষ্টধন ও দীপ্তিকান্ত।

কেষ্ট—শুনেছেন গঙ্গাবাবু, সেবকরাম লাইব্রেরিতে এক মহাধুম লেগে গেছে। এক প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক চল্‌ছে। শুন্‌ছি নাকি—কোন কোন মাসিক পত্রের সম্পাদক ও সই প্রবন্ধের জন্য হাজার টাকা offer কোরেছেন।

গঙ্গা—(আলবোলায় তামাক খাইতে খাইতে) প্রবন্ধটা কি ?

কেষ্ট—প্রাচীন ভারতে নাটকীয় কলা।

দীপ্তি—তবে আমরাও ওর জবাব দোব—গঙ্গাবাবু—কলার সৌন্দর্য্য ! কেমন ? জবাবটা ঠিক হবে না ?

কেষ্ট—So young a body with so old a head !

গঙ্গা—বা দীপ্তি, তোমার মাথাও ত বেশ, ঠিক বলেছ। এমন একটা জবাব লেখ—যার প্রত্যুত্তর আর না দিতে পারে।

কেষ্ট—তা দীপ্তি বাবুর জবাবটা গদ্যে না পদ্যে বেরুবে ?

দীপ্তি—পদ্যে লিখ্‌তে পারি, তবে একটু বিলম্ব হ'বে। এখন উপস্থিত একটা মহাকাব্য রচনা ক'র্ব্ব ব'লে কাল এক রিম্ কাগজ কিনেছি। তার মুখবন্ধ আজ রাত্রে আরম্ভ ক'র্ব্ব মনে কচ্চি।

গঙ্গা—মহাকাব্য কি সম্বন্ধে ?

দীপ্তি—প্রেম-বন্যা ও বাঁধ। অবশ্য তার ভেতর কবিতার স্তবক

থাক্‌বে—যথা প্রেমের মনোহরা, প্রণয়ের চন্দ্রপুলি, বিরহ দধি,—আঁখিবান চাট্‌নি ইত্যাদি।

কেষ্ট—আর বদ হজমে বিচ্ছেদ।

গঙ্গা—হাঁ হে দীপ্তিকান্ত। বলি, এক্‌বারেই মনোহরা আরম্ভ ক'র্ব্বে—না কলাপাতা হ'তে সুরু ক'রে পান পর্য্যন্ত ক'র্‌লে আমার মনে হয়,—মহাকাব্য খুল্‌বে ভাল। আর ছন্দও অটুট্‌ থাক্‌বে।

দীপ্তি—ছন্দ অটুট থাক্‌বে কি রকম?

গঙ্গা—আহা—হা—তুমি কবি মানুষ হে, এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লেনা। ছন্দ অটু-ট্‌—কিনা—ছন্দের অমিল না হ'লেই হ'ল। এই যেমন সবুজ পত্রেই অভ্যর্থনা আর সবুজ পত্রেই বিদায়,—অর্থাৎ কলাপাতার রঙে আর পানের রঙে ছন্দের গরমিল হবে না।

দীপ্তি ও কেষ্ট- হা—হা—হা বেশ বলেছেন।

গঙ্গা—ওহে কেষ্টধন, তোমাদের বামা ফণ্ডে কত উঠলো বলদিকি? দেখ, যদি ভবিষ্যতে কষ্ট পাবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে এই বেলা রিজার্ভড্‌ ফণ্ড একটা কর। এ বাবা বেড়ে মজা, বুঝলে? খাও—দাও - স্ফুর্ত্তি কর,—আর খেয়াল মত একটা একটা বক্তৃতা দাও। আমাদের সে দিন "কল্যাণ সভায়" ৪৮০০০্‌ হাজার টাকা উঠলো। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে। যে যেম্নি পেলে, লুটে নিলে বাবা—লুটে নিলে। এস না হে, একদিন তোমাদের ও আমাদের ফণ্ড থেকে কিছু দিয়ে একটা Garden party করা যাক্‌। শ্যামচাঁদ বাবুর বাগান নেওয়া যাবে। কি বল? আর আমরা হলুম - দেশের মাথা। আমরা পাব্‌লিক মণি (public money) কখনও খয়রাৎ কর্ত্তে পারি না, এ বিশ্বাস

জনসাধারণের আছে। চল বাগানে যাওয়া যাক্—বেড়ে ফুর্ত্তি করা যাবে।

কেষ্ট—ঠিক্ বোলেছেন। তবে কি জানেন, আপনাদের হচ্ছে পাকা মাথা। পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গতে আপনাদের মত এখনও পাকা হ'তে পারি নি।

দীপ্তি—তবে এরূপ গুরু মশাই সহায় থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব আয়ত্ত হবে।

কেষ্ট—public money সত্যি সত্যি খরচ ক'লে যদি public এ কৈফিয়ৎ চায়।

গঙ্গা—ওহে তোমাদের তরুণ মন। তাই এই সব কথা মনে জাগ্‌ছে। আমাদের সঙ্গে বেড়াও। চাঁদার খাতা হাতে ক'রে বাড়ী বাড়ী যাও। এডিটর্ ভায়াদের হাত কর। তখন দেখ বে—কি মজা।

দীপ্তি—ঠিক কথা।

কেষ্ট—গঙ্গাবাবু, টাকাটা এক সময় দেশের কাজে লাগ্‌তে পারত।

গঙ্গা—দেশের কাজ কি বল্‌ছ? দেশ কি? কোন্ শালার দেশ? আমাদের দেশ শুধু ঘুমন্ত নয়—মৃত।

দীপ্তি—

The sleeping and the dead
Are but as pictures ; it is the eye
Of childhood
That fears a painted devil.

কেষ্ট—তা হ'লেও দেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে।

গঙ্গা—কেন? কিসের কর্ত্তব্য? দেশে জন্মেছি ব'লে, কি একবারে

দেশকে মাথায় ক'রে নাচ্‌তে হবে! এই যে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দি—এই না দেশের বাপের ভাগ্যি! যাক্—এখন বল দিকি—তোমার বামা সোসাইটীতে কি রকম চিজ্‌ আছে?

দীপ্তি—তা বোধ হয় সবই সুইট্‌ চীজ।

কেষ্ট—একদিন চলুন। দেখ্‌বেন—কাঁড়ি কাঁড়ি কুঁড়ি বলুন, আধ্‌ফোটা বলুন, পুরো ফোটা বলুন—সবই আছে। তা আমি বলি কি, আপনাদের ফণ্ড থেকে উপস্থিত বাগানটা হোক্ না। আমি রামধনু রঙে বাগান সাজিয়ে দোব।

গঙ্গা—আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। তবে আজ মিঃ পাল্‌কে ডেকে একটা Estimate করা যাক্। Pelitti ও kelner ছাড়া বাগান পার্টির prestige রক্ষা হয় না। দেশের সব মাথা-গুলোকে বোল্‌তে গেলে ৫।৬ হাজারের কম হবে না।

দীপ্তি—(স্বগত) এঁরাই ত দেশের প্রকৃত হিতৈষী।

কেষ্ট—মিঃ মুখার্জ্জি, ৫।৬ হাজার যে নেবেন, এটা Public Money এত টাকা একবারে সরাবেন।

গঙ্গা—আরে ছোক্‌রা, কি বল! Famine Relief Fund এ প্রায় ৬৫০০০৲ হাজার টাকা উঠেছিল। তবে শুন্‌বে? এই লেক্‌চার দেবার জন্যে, আর যাতে জেলায় জেলায় চাঁদার খাতা খোলা হয়, সেই জন্যে আমরা ক-জন—Reserved গাড়ী ক'রে, এ দিকে আসাম, গৌহাটী, চাটগাঁ, ময়মনসিং, ঢাকা, রাজসাহী, ফরিদপুর,—এ দিকে রাঁচি, পুরুলিয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জায়গায় বেড়িয়ে ৫০০০০৲ হাজার টাকার ওপরে খরচ দেখিয়েছি। আর এই বাগানের জন্যে ৫।৬ হাজারের কথা শুনে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ! তবে শোন, এই Public Money

থেকেই Last Year এ এক Great Estern এর শুধু মাখনের বিল সাড়ে চার হাজার payment ক'রেছি। আর তুমি ভয় পা'চ্ছ কেন? বাঙ্গলা কি আবার দেশ! আমাদের লেকচার শুন্‌লে তারা নেচে ওঠে! ক্ষণজন্মা পুরুষ ব'লে আমায় পুজো করে! তা হ'লে যাও, শীগ্‌গির করে Ladies' List—একটা পাঠিয়ে দিও।

কেষ্ট—যে আজ্ঞে।

[কেষ্টর প্রস্থান।

গঙ্গা—তার পর দীপ্তিকান্ত—কি খবর বল। আমার কবিতা কোথায়?

দীপ্তি—আজ্ঞে এই যে। (পকেট হইতে কাগজ বাহির ও পাঠ)

ফণিপ্রিয় হিল্লোলিত চন্দ্রের কৈরবে।
অতি ছোট তারে বাঁধা ধীরে ধীরে ফোটে॥
কত আশা কত ব্যথা ক্ষুদ্র প্রাণে তার।
নিশা শেষে ঝরে যায় নিজ্জর্ন নীরবে॥

বসন্তের বনপ্রিয় নীপ শাখে বসি'।
এক স্বরে এক সুরে কত কথা কয়॥
ব্যথিত হিয়ার মাঝে দূরাগত বীণা।
শুনায় মধুর গীতি "বড় ভালবাসি"॥

গঙ্গা—(বুকে হাত দিয়া) Stop—stop—no more! Just to the point! O sweet love! Sweet lines! Sweet হসিতা! (দীপ্তির হাতহইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া ও

কাগজে চুম্বন করিয়া) Let me seal the poem with a holy kiss! দীপ্তি—দীপ্তি!!!

দীপ্তি—আজ্ঞে –

গঙ্গা—ওঃ তোমাকে টাকা দেবার কথা আছে, না? (পকেট হইতে টাকা লইয়া) এই নাও দিকি, কত টাকা দেখ।

দীপ্তি—এ ত ৫০৲ টাকা আছে।

গঙ্গা—আচ্ছা, আজ ঐ নিয়ে যাও ভাই!

দীপ্তি—সে কি? আজ যে ২০০৲ টাকা দেবার কথা ছিল।

গঙ্গা—আজ ঐ নিয়ে যাও। আর দেখ—কাল যেন্ আমাদের স্বদেশী কাজের বিশেষ সুখ্যাতি বেরোয়।

দীপ্তি—আজ্ঞে, তা আর ব'ল্‌তে হবে না। (যাইতে যাইতে) তোমায় পথে বসাব।

[দীপ্তির প্রস্থান।

গঙ্গা—(দাড়ি হাত দিয়া আঁচ্‌ড়াইতে আঁচ্‌ড়াইতে) হসিতা! আহা -- হসিতা! তুমি প্রেমময়ী সুন্দরি! তোমায় পাবার জন্যে গৃহ ত্যাগ ক'রেছি, স্ত্রী ত্যাগ করেছি! তবু তোমায় আমার ক'র্‌তে পার্‌লু্ম না! তোমার বাসন্তী-সুষমা-স্নাত অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে তাকালে তোমার সেই শত সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় দেহ লতিকার সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিলে,—আমার হৃদয়ের সমস্ত অস্পষ্ট-ছায়া প্লাবিত হ'য়ে যায়,—প্রভাতের মেঘ মুক্ত কিরণ স্পর্শে, আশার হাসির ন্যায়—আমার সুপ্ত হৃদয় জেগে ওঠে! আমি পৃথিবী ভুলে যাই! কিন্তু তুমি,—তুমি আমার এই পলিত কেশ ব'লে করুণ-নয়নে চাও কি না—জানি না! তোমার সন্তোষার্থে

আমি বিষয় সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়েছি—স্বদেশহিতৈষী সেজে সাধারণের কত পয়সা তোমার জন্য অকাতরে ব্যয় কর্‌ছি! কিন্তু তোমায় করতলগত কর্ত্তে পার্‌ছি না! তোমার প্রেম লাভ কর্‌লুম কৈ? হসিতা! তোমার সৌন্দর্য্যে গঠিত কমনীয় মুখ-ছবি—আমার হৃদয়ে যা অঙ্কিত হয়েছে, তা চিরকাল অটুট থাক্‌বে! হসিতা! হসিতা! তুমি কত সুন্দর! তুমি যে "নীল-স্নিগ্ধ-নভস্থল-শোভিনী" পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষা সুন্দর! তোমার সেই আবেগময় নয়ন মনোমুগ্ধকর মুখের দিকে চাইলে—মনে হয়, পৃথিবীতে যেন তার তুলনা নাই! সেই সস্মিত বিকশিত—ফুল্ল কমলরাজী তুল্য ঈষদ্বঙ্কিম চক্ষু দুটীর পানে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন যেন তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে! হসিতা! তুমি সৌন্দর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, তোমার কোন চিন্তা নাই!—তোমার অর্থ কামনা নাই! তোমার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা!—তুমি যে ভোগের উচ্চ শিখরে ব'সে আছ! কিন্তু হসিতা! হৃদয়ে আমায় স্থান দিয়াছ কি না- জানি না! তোমার হৃদয় আর কেহ অধিকার করেছে কি না, তাহাও জানি না! আমি যে পতঙ্গের ন্যায় তোমার প্রেমবহ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়িছি।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

(সদানন্দর বাটীর সম্মুখ)

কেষ্ট ও সদানন্দের প্রবেশ।

সদা—(হাই তুলিয়া) বাবা, বলি কাকে বল। বলে বাঙ্গালী মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌চে! কি কোর্‌বে বাবা! নিজেরই পরিবারের গহনা হবে, মোটরগাড়ী হবে, বাগান পার্টি হবে। আর কি কোর্‌বে। বড় জোর নিমন্ত্রণ-পত্রের নীচে লিখ্‌বে —"লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ।" ব্যাস্! বাবা বাঙ্গালী জাত্ চরিতার্থ। এ কথা বলি কাকে, বল। চিরকালই আফিমটা আসটা নেশা কোরে বেড়িয়েছি, কেউ মানে না। কারুর কাছে এগুতে পারি না। তা বাবা কেষ্টধন, কি বল্লে? সভা সমিতি খুব কর্চ্ছ। তা দেখ—আমরা সেই সেকেলে বারোয়ারীটাকে বড় ভাল জিনিষ মনে কর্‌তুম। বারোয়ারীতে তখন কি হ'ত জান? লোকহিতার্থে অতিথ্‌সেবা, পল্লীর রাস্তাঘাট তৈরী, পুষ্করিণি খনন, গরীবকে অন্নদান, বিধবাকে বৃত্তি দান,—এই সব কাজে তখনকার জনসাধারণ মেতে থাক্‌তো। তা, তোমাদের সভা সমিতিতে কি হয়?

কেষ্ট—খুড়ো! একদিন চলই না দেখ্‌বে কি ব্যাপার! এই বক্তৃতার স্রোত, যা শুন্‌লে শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ ছুটতে থাকে! চল, খুড়ো, একদিন দেখে আস্‌বে চল। এই সে দিন বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কত লেকচার হল। আগামী শনিবারে এক প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে মহা ধূম হবে। এক দিন চল

খুড়ো! তোমার ঝাপ্‌সা চোক্ ভাল হবে। "বামা সোসাইটী" যথার্থই—দেশের অনেক উপকার ক'চ্চে। আজকাল বামারা, সত্যি খুড়ো, যেন এক একটা পর্ব্বত শিখর! এক দিন চল খুড়ো!

সদা—বাবা! সে সব বিজলী বাতি, সেখানে জোনাকী পোকা কি থই পায়! লেকচারের ধূম ত গিয়ে দেখ্‌বো, ঘরে এসে খাব কি বাবা? ও সব আর আমার জান্‌তে বাকী নেই, বাঙ্গালীকে অনেক দিন চিনেছি। মড়া ফেলবার সময় খোঁজ নেই—শ্রাদ্ধ খাবার যম! ঐ যারা বক্তৃতা দেয়,—ও একটা তাদের সখ মাত্র। কর্ম্মী কে বাবা? তার পর পুরানো রীতিনীতি উল্‌টে—দিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় গা ভাসান দিয়েছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যে রাজার অনুকরণে দেশ নাচাচ্ছ—তাদের হৃদয় দেখ, প্রাণ দেখ, দেশের জন্য মমতা দেখ! আর তুমি,—তুমি যদি আমার ধনী প্রতিবাসী হও,—আমি দরিদ্র—তুমি প্রতিবাসী পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ কোর্ব্বে; উপরন্তু প্রতিবাসীর ভদ্রাসনটুকু নিজের গণ্ডীভুক্ত কর্ব্বার বিধিমত চেষ্টা, প্রতিবাসীর সুন্দরী স্ত্রীটিকে কিরূপে আচমণ কোর্ব্বে,—তার জন্য সদাই ব্যস্ত। এই ত তোমাদের সভা, সমিতি, সমাজ!

কেষ্ট—খুড়ো, তোমার এসব পুরোণো ভাব আর এখন—চল্‌বে না। নূতন উদ্যমে দেশের কাজ ক'র্‌তে হবে!

সদা—নূতন উদ্যমে দেশের আজ পর্য্যন্ত কি ক'রেছ? শুনতে পাই সভায় ইভ্জলিউশান্ সব পাশ হয়! আজ পর্য্যন্ত দেশের নিঃস্ব ভদ্র পরিবারের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেছ?

যারা পুত্র কন্যা নিয়ে একবেলা খাবার জোটাতে কাতর, অন্নের জন্য কত বিধবা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে,—তা কি তোমাদের সভার পটমণ্ডপে পৌঁছায়? আজ পর্য্যন্ত সভা সমিতি, জিজ্ঞাসা করি, কত নিরাশ্রয়া বিধবার অন্ন দিয়েছে, মেয়ের বে দিয়ে গরীব বাপ মাকে ঋণমুক্ত ক'রে মান সম্ভ্রম ইজ্জত বজায় রেখেছে,—কত গরীব ছেলেদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা ক'রেছে,—দীন দরিদ্রকে আশ্রয় দিয়েছে! জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কোন হিসেব আছে কিনা। আর ঘাটিও না বাবা! জানি সব, বুঝিও সব!

কেষ্ট—সে কি খুড়ো, কি বলছ? এই যে সে দিন দামোদরের বন্যাতে দেশ ভেসে গেল, তখন কত যুবক নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সেই বিপদসঙ্কুল প্রবাহে ঝাঁপ দিয়েছিল,—তা কি—তোমার মনে নেই?

সদা—হ্যাঁ বাবা, সব জানি। অনেক যুবক সে তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিল। পেছনে অনেক ট্রেড্ মার্কা মহাপুরুষেরাও ছিলেন। ট্রেড্ মার্কারা খালি খেয়ে ও আমোদ ক'রে ফিরেছেন। কিন্তু আসল কাজ সেই গেরস্ত-ঘরের ছেলেরাই কোরেছে। নিজের চোখে দেখে এসেছি,—পিঠে আড়াই মণি বস্তা নিয়ে,—সেই সোণার চাঁদেরা ফিরেছে। এরাই—মুখের গ্রাস হ'তে অর্দ্ধগ্রাস পর হিতার্থে সরল প্রাণে তুলে দিয়েছে! কিন্তু দেখ, দেশব্যাপী হাহাকারের ভেতর চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় মুষ্টিমেয় দান উল্লেখ যোগ্য নয়! সাতকোটি নরনারীর জীবনে একটা কাজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না জেনো!

কেষ্ট—খুড়ো, বেড়ে লেকচার দিয়েছ! ধীরে—ধীরে—পা—পা—ক'রে। একবারে নীচে থেকে ছাদে ওঠা যায় না। বুঝ্‌লে! আমাদের জাতীয়তা সুরু হয়েছে।

সদা—জাতীয়তা—জাতীয়তা ক'রে চীৎকার ক'চ্ছ। জাতীয়তার অর্থ কি বল্‌তে পার? আমি ত দেখ্‌তে পাই, সেই বারোয়ারী আমলে জাতীয়তা কতক পরিমাণে ছিল। আজকাল ত দেখ্‌তে পাই—জাতীয়তার বদলে মূর্ত্তিমান্ স্বার্থপরতা নবীন অবতার রূপে আধুনিক সমাজে জন্মগ্রহণ কোরেছে। যাক্, বাবা! এখন কোথায় যাচ্ছ?

কেষ্ট—আজ—"বামা সোসাইটীর" সাপ্তাহিক অধিবেশন হবে। আর দেরী ক'র্ব্বো না। চল্লুম।

[কেষ্টর প্রস্থান।

সদা—দেশ. একাকার কোল্লে বাবা! আসল কাজ কিছু হোক্—আর নাই হোক্—হুজুগে সব সার্‌লে। যাক্ অনেক দেখ্‌লুম—শুন্‌লুম। এখন একটু মৌতাত করা যাক্।

(বেঞ্চের উপর বসিয়া আফিম গ্রহণ)

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন—কি খুড়ো! কি হচ্চে? কি আপন মনে বকছ?

সদা—বক্‌বো আর কি বাবা! সভ্য হব ভাব্‌ছি।

নগেন—সে কি ঠাকুর? সভ্য হবে কি?

সদা—কেন বাবা? সভ্য হওয়া কি খারাপ? সভ্য হ'লে মেয়ে মদ্দে বাইরের আলোক দেখ্‌তে পাবে। আর ঐ যে কি বলে—বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হবে। তা কি জান?

নগেন—আহা, খুড়ো, তা কি আমি অস্বীকার কচ্ছি ? তবে কি জান ? বিশ্বপ্রেম ব'লে যে কথাটা প্রয়োগ ক'চ্ছ—সেটা বিশ্বে গড়িয়ে পড়্‌বার আগে নিজের ঘর দোর সামলালে ভাল হয় না ? যখন দেখি, পরিবারবর্গ, কঠোর দারিদ্র্যের নির্ম্মম আঘাতে উৎপীড়িত হচ্ছে, তখন বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণ কি সম্ভবপর ! যখন দেখি—মেয়েটার বে দেবার জন্য হৃদয় স্বতঃই আশঙ্কায় মথিত হয়, তখন কি বিশ্বপ্রেমের প্লাবন প্রবাহে ভাস্‌লে চল্‌বে খুড়ো ? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে Charity begins at home. আগে ব্যষ্টি তার পর সমষ্টি ! আগে এক, তার পর অনেক ! এক ছেড়ে অনেক হয় না। তোমার কি, খুড়ো ! নেশা ক'রে পৃথিবীটাকে গণ্ডূষ কোরে ফেল। সমাজ ভয়, লোকাচার কিছু মনে থাকে কি ?

সদা—ঠিক কথা নগেনবাবু ! ঠিক বলেছ। হ্যাঁ, তা তোমার ছোট মেয়ের বে'র কি হল ? কোথায় যোগাড় কল্লে ?

নগেন—না এখনও কিছু ঠিক হয়নি। গত রবিবার দিন কথা-বার্ত্তা একরূপ পাকাপাকি হবার ঠিক ছিল, তা হয়নি ।

সদা—দেখ নগেনবাবু, আমি আফিমই খাই—আর যাই করি। বাবা, স্পষ্ট কথা বরাবরই বলি। ঐ সমাজ ভয়ই বল—আর লোকাচারই বল। যে দিন দেখ্‌লুম বেহারী নাপ্‌তের মৃত্যু হ'ল, তার বৌ বেচারী কান্নাকাটী জুড়ে দিলে, কেউ মড়া ছুঁতে চায় না—তখন দেশের বিষয় মনে হ'ল, স্মারত্ত শাসনের কথা মনে হ'ল, সমাজ মনে হ'ল, লোকাচারও মনে হ'ল। আবার পরক্ষণেই একটু আফিং চড়িয়ে, বাবা,

মড়া ফেল্‌তে চল্লুম ! যখন দেখলুম কাঙ্গালী গয়লার ছেলের পথ্য হয় না, তখনই বাবা, তোমাদের পাঁচজনের কাছে কিছু ভিক্ষে ক'রে যোগাড় হ'ল—তাইতে তার ছেলের পথ্য কিন্‌লুম। তবু তোমরা পাঁচজনে—নেশা ক'রবো ব'লে দিতে চাও না। বাবা, নেশাই করি আর যাই করি, এ কলিকালে উচিত কথা বল্লে নিস্তার নাই। তার মূল-খেই ধ'রে চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে তামাকের শ্রাদ্ধ হবে, আর পরনিন্দা হবে। এই ত তোমাদের সমাজ, এই ত তোমাদের লোকাচার ! বাবা, মেয়ের বের জন্যে এত ভাবছ কেন ? তোমার মেয়ে বেশ সুশ্রী, কোন ভাবনা নেই। সভ্য ভাবে নব্য মতে বে দাও। কত বড় বড় ব্যারিষ্টার, ডাক্তার সব লুফে নেবে। কোন ভাবনা থাকবে না। আর তা না হ'লে কোথায় কুলীনের ছেলেটি হবে, চাল চুলো কিছু নেই। সম্পত্তির ভেতর নাকে চশমা আছে, ছোট বড় চুল আছে। আর পায় কে ? বরকর্ত্তা জানা কুটুম্ব ব'লে অতি কমে সমে চার্‌টি হাজার টাকার আকাশ-চুম্বিত বংশ-সম একখানি ফর্দ্দ দিলেন। আর ব'ল না, নগেন বাবু ! আর ব'ল না ! তবু দেখ, নব্য মতের ভেতর যাই থাক্‌, তাদের একটা বাঁধন আছে, একতা আছে। এটা স্বীকার ক'র্ব্বে কিনা ?

নগেন—(স্বগতঃ)—দুর্গা দুর্গা বেটার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি মর্‌ছি কন্যাদায়ে, বেটা লেক্‌চার দেয়, বলে কিনা নব্য মতে মেয়ের বে দাও। (প্রকাশ্যে)--তা সদা খুড়ো, এখন কোথায় যাওয়া হবে।

সদা—ঐ দক্ষিণ পাড়ায় জগন্নাথ সরকারের বাড়ী যাব। শুন্‌ছি না কি,

তার মায়ের গঙ্গাযাত্রা হবে। দেখি বাবা, একটু নেশার যোগাড় চাই ত।

[সদার প্রস্থান।

নগেন—সময় সময় ভাবি, আমাদের ঘরে মেয়ে—কেন জন্মায়! উঃ কি—যাতনা! বাপ মার মাথায় যেন খাঁড়া ঝোলে, কি কোরে কুল রক্ষা হয়, মান রক্ষা হয়, সমাজের চক্ষে ঘৃণাস্পদ না হ'তে হয়,—এই চিন্তা সদাই মনকে ব্যাকুল করে। কোনরূপে ঋণ ক'রে বড় মেয়েটার বে দিলুম। তা দেখ না—কি যন্ত্রণা! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! জামাই আমার বিলেত গেছ্লেন। মেয়েটার যথা সর্ব্বস্ব গেছে। সেখানে ব'সে চিঠি লিখ্লেন—খেতে পাচ্ছি না—টাকা দাও। কি ক'র্ব্ব। যেমন ক'রে হোক্ টাকা পাঠালুম। সাড়ে তিন বছর বাদে দয়া কোরে দেশে ফির্লেন। জিজ্ঞেস কর্লুম—বাবাজী কি শিখে এলে। বাবাজী নাক সিঁটকে প্যাণ্ট্লুনের পকেটে —দু হাত পুরে জবাব দিলে—Ho, I am a swimmer, but I find no field for me here, so poor a country you have! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! হায়! অদৃষ্টকে ধিকার দিয়ে কি ক'র্ব্ব, কত শত বঙ্গ-কুসুম এইরূপে উচ্চ ও গুণবান স্বামীর হাতে প'ড়ে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অহরহ দগ্ধ হচ্চে ও তাদের কঠিন কর নিষ্পেষিত হ'য়ে ছিন্ন দল সম ভূমিতলে লুটিতেছে—তা কে জানে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নগেনের বাটীর কক্ষ।

(মনোবীণার প্রবেশ)

মনো—(স্বগতঃ) উঃ আর পারি না! নদীতে স্নানের সময় মনে হ'ল,—সেইখানেই এ পাপ জীবনের অবসান করি! কিন্তু আমি পাপিনী! মা অধমতারিণী, পতিতপাবনী আমায় নিলেন না! কি পাপ দুর্ব্বলতা ও ভীষণ আতঙ্ক যেন আমার চুলের মুটী ধরে' ডাঙ্গায় তুলে দিলে! আমি ডুব্‌তে পাল্লুম না! হরি! জ্ঞানতঃ কি পাপ কোরেছি,—স্মরণ হয় না! তবে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ কল্লে'ন কেন! আমি যে তাঁর চরণ ব্যতীত আর কিছু জানি না! তাঁর চরণই আমার হৃদয়ে কৌস্তুভ রতন সম! "ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান স্বামীভক্তি!"—আমি সে স্বামীর চরণ ধ্যান কখন ভুলিনি! উঃ আর পারি না! নারী জন্ম কেবল তুষানলে দগ্ধ হবার জন্য! ভগবান! আমার স্বামীকে একবার দেখাও! আমি তাঁর চরণে একবার লুটিয়ে পড়ি! তারপর—তারপর তিনি যদি না দেখেন,—আর এ জীবনের মায়া রাখব না!!

(বীণার প্রবেশ)

বীণা—এস মা, এস। আহা! দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! (আসন পাতিয়া) ব'স মা, এখানে ব'স! তোমার বাড়ী কোথা মা?

মনো—মা, আমার বাড়ী ব'লে এ সংসারে কিছু নেই! এই বিশাল

ধরিত্রী বক্ষে যখন যেখানে স্থান পাব,—সেই আমার গৃহ প্রাঙ্গণ হবে! মা, আজ তবে বিদায় হই! তোমাকে মা বলেছি, আজ হ'তে তুমি আমার স্নেহময়ী জননী!—আমি তোমার অভাগী—কন্যা!

বীণা—সে কি মা, তুমি কোথা যাবে! এই তোমার সোমত্ত বয়স এ অবস্থায় পথে বেরুণো একেবারেই উচিত নয়। চারিদিকে যেন ব্যাধের চোখ! মা, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছ! এখন আমায় সব খুলে বল দিকি মা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা?

মনো—(চক্ষু মুছিতে মুছিতে) মা, আমায় কিছু জিজ্ঞেস্ ক'র না! আমি বড় অভাগী! ছেলেবেলাই বাপ মাকে খেয়েছি! সংসারে এক বুড়ো পিসি মা ছিলেন, তিনিই আট বছর বয়সে আমার বিয়ে দেন। আমার স্বামী দেবচরিত্র পুরুষ! তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ায় আমায় বিয়ে করেন। কি জানি কি পোড়া বরাত আমার! অনেক দিন তাঁর কোন খবর পাইনি! স্বামী ঘর—যার চাইতে আর পবিত্র তীর্থ কোথাও নেই,—সেই স্বামীগৃহ,—আদালতের পেয়াদা এসে দখল কর্‌লে! আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলুম! শুন্‌লুম আমার স্বামী কল্‌কাতায় আছেন। তাই মা, ঘরের কুলবধূ লজ্জার মাথা খেয়ে বাইরে এসেছি। হাতে একটি পয়সা নেই, পরণে এই বস্ত্র ছাড়া আর দ্বিতীয় পরিধেয় নেই!

(চক্ষু মুছা)।

বীণা—আহা! মা চুপ কর! আর কেঁদনা। বরাত ছাড়া পথ নেই!

তুমি এখানে থাক মা! আমরা গরীব হ'লেও তোমায় মাথায় ক'রে রাখ্‌ব! তোমার স্বামীর খোঁজ ক'র্ব্ব। মা বিরাজ, মৃণাল, যা ত মা তোরা। তোদের দিদির স্নান কর্‌বার আর খাবারের যোগাড় কর্‌দিকি!

মনো—আহা! এটি মা, তোমার ছোট মেয়ে বুঝি! আহা! যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। এমন শান্ত সদা হাস্যময়ী রূপ আমি কখনও দেখিনি। এখনও বে হয়নি দেখ্‌ছি!

বীণা—না মা, ওর বের যোগাড় এখনও পর্য্যন্ত কিছু ক'র্ত্তে পারিনি! কর্ত্তা এক জায়গায় ছেলে দেখ্‌তে গেছেন। আশীর্ব্বাদ কর মা! যেন তিনি সফল কাম হ'য়ে ফেরেন!

মনো—আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি মা! তোমার এ মেয়ে রাজরাণী হবে।

বীণা—নাও ওঠ মা, বেলা অনেক হ'য়েছে, স্নান ক'র্ব্বে এস।

বিরাজ—দিদি, এস আর দেরি ক'র না। মা, আমি তা হ'লে সব যোগাড় করিগে। আয় মৃণাল।

বীণা—এস মা।

মনো—হ্যাঁ মা এই যাই।

[বীণা কন্যাদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান।

পরমেশ্বর! কে বলে তোমার রাজ্য স্বার্থ ও কুটীলতায় ভরা! এই যে দরিদ্র গেরস্থ অজানা অচেনা হতভাগিনীকে আশ্রয় দিলে,—এ তোমারই করুণা! আমার হৃদয়ে এই বল দাও যেন তোমার করুণায় স্বামীপদ দর্শন পাই! হে স্বামিন্, আমি শান্তি চাই না,—সুখ চাই না! তোমার চরণ দর্শন পেলে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ ক'র্ত্তে কুণ্ঠিতা হব না! আমার

হৃদয়ে আর কি আনন্দ স্রোত বইবে! আমার সে আশা নেই,—সে ভরসা নেই! আমার চারিদিকে নিরাশা ও দুঃখের কুজ্ঝটিকা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে! আমি কূল দেখ্‌ছি না! আমি যে দুঃখের মহাসমুদ্রে প'ড়েছি! হে জীবিতেশ্বর! আমায় একবার দেখা দাও! আজ ১৪ বৎসর সংসারে এক মন প্রাণে তোমার সঙ্গে ছিলুম! হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝা এসে আমাদের সুখের হৃদয় ভেঙ্গে দিলে! স্বামিন্! তুমি যে আমার সুখের নিকুঞ্জ, সৃষ্টির অতীত, চিরার্জ্জিত তপস্যা! তোমাকে ছেড়ে দিলে আমার অস্তিত্ব কোথায়! স্বামিন্, হৃদয় দেবতা—প্রাণ যে হু—হু ক'রছে, হৃদয় যে শ্মশান হয়েছে! হে স্বামিন্!—তুমি একবার দেখা দাও! আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না! কি দোষে তুমি এ হতভাগিনীকে পায়ে ঠেল্লে! আমার এ কান্না, এ চোখের জল কি তোমার কাছে পৌঁছিবে না!!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

সদা খুড়োর প্রবেশ।

সদা—(হাই তুলিয়া তুড়ী দিতে দিতে) এবার সভ্য না হোয়ে আর ছাড়্‌ছি না বাবা! যাক্, জগন্নাথ সরকারের মায়ের গঙ্গা যাত্রা ক'রে মায় রাহাখরচ দিয়ে যথাস্থানে ডেস্‌প্যাচ্ ক'রে দিয়ে এলুম। পোষ্ট আফিসই বল, আর রেলই বল,—আমার বোধ হয়, এ জায়গা থেকে জিনিষ খোয়া যাবার ভয় নেই। এ দিকে জগন্নাথ ও তার বৈমাত্রেয় ভাই দুজনে মিলে ব্লটিং কাগজের মত মসী-শোষক না—না—রক্ত-শোষক মিত্রবর্গে পরিবেষ্টিত হ'য়ে সম্পত্তিরও গঙ্গাযাত্রা কর্ব্বার যোগাড় করেছে। এক গাই নিয়ে দু'ভায়ে লড়াই। গাই ছেড়ে দু'ভায়ের রণ যখন বেশ জমেছে,—তখন আর একজন এসে দুধটুকু দুয়ে নিয়ে গেল। কিছু থাক্‌বে না—বাবা, কিছু থাক্‌বে না। যাক্ এখন একটু মৌতাত করা যাক্।

[হাই তুলিয়া আফিম্ গ্রহণ]

(ডোস্ সাহেব ও উড়ের প্রবেশ)

এ—কে বাবা, আবলুসের ওপর ফ্রেঞ্চ পালিস। এই চেহারায় আবার সাহেব সাজা হ'য়েছে! কাল অঙ্গে কাল কোট মরি কি বাহার! সাদা দাঁতগুলো আর গলার ঐ সাদা বগলস্‌টা

যেন গয়ার পাথর বাটীতে থোড়্ কুচিয়ে রাখ্ছে! আহা! কি মানানই মানিয়েছে! রেলীর ছাতা যেন!

ডোস্—এ আদ্মি, টুমি বোল্টে পারে, নগেন্দ্র বোস্থ নামে একটা বাঙ্গালী বাবু এ ভবানীপুরে কোঠায় আছে?

উড়ে—(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

দণ্ডবৎ হউচি। বাবু মশাই, সে মোর সাহব খুঁজি খুঁজি ঐ বঙ্গাড়ী বাবুক পাও নাই। সে মু আড় চলি পাড়মুন্না। ক্রূপা করি ক। সে বাবু কেঁটি অছি। মোর সাহেব বহুবাজার কতরু চলি চলি থাকিচি। মু আর চলি পার মুনি।

সদা—(স্বগত) ও বাবা, বেটা যেন ভিস্তীর মশক। একে নিয়ে মাঠে তাঁবু গেড়ে ব'স্লে বেশ কিছু উপায় হয়। (প্রকাশ্যে সাহেবি টোনে) কি সাহেব বাবু, টুমি কি বোলছে। সে টোমার কাকে দরকার আছে। নগেন্দ্র বসুর কিছু ঠিকানা জানে?

ডোস্—আরে টোমরা বাঙ্গালী, বুড্ডি ঠাকিলেও বুড্ডি খেলে না। ঠিকানা হামি জান্লে টোমাকে কেনো জিজ্ঞাসা করটুম।

সদা—(স্বগতঃ) ও নগেন বোসের স াঁতার কাটা জামাই! (প্রকাশ্যে) না সাব্, আমি জানি না, তবে তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খুঁজে দিতে পার্ব্ব। (হাই তুলিয়া) তা সাহেব, আজ আফিমের খরচটা দিও বাবা।

ডোস্—(সদার পিট চাপড়াইয়া)

আচ্ছা আচ্ছা টুমি খুঁজে বার্ কর। টোমাকে হামী কুলী ভাড়া দিবে,—খুসী ক'রে দিবে।

উড়ে—মু আর চলি না পারুমু। একটু বসি কি দম্ মারি, সাব্।
ডোস্—কেয়া বোল্‌টা মেরা সাট নেহি যায়েঙ্গে শালা, টোম্‌কো হাম্ সুট্ করেঙ্গে। শালা টুমি কি হামাকে ভীরু বাঙ্গালী বাবু মিলা হায়। চল্ শালা মেরা সাট্ চল্। হাম্ কেয়া শশুর বাড়ী আর্দালী না হোলে যেতে পারে।
সদা— ও বাবা, সাহেব তুমি মথুরায় যাচ্ছ। তা হ'লে সেখানে হরেক রকম :—

চাঁদবদন, মুচ্‌কি হাসি, পদ্মমুখী পাছা।
সরভাজা, মতিচুর, বরধমানের খাজা॥
ভীমনাগ, নবীনদাদা, কেউ না যাবে বাদ।
আঁখি ঠেরে পরিবেশন বিছিয়ে প্রেমের ফাঁদ॥

তা সাহেব, চল বাবা, তোমার সঙ্গে ঘুরি, আমার কাজও তো এই ঘোরা॥
ডোস্—মাইরি বলছি—(জিব্ কাটিয়া) By Jove! what a nasty slip of the tongue! টা দেখো, হামি টোমাকে খুব খুসী কর্ব্বে। হামি এই সবে বিলাট্ হ'তে আসিছে। একজন Guide দরকার আছে। রাস্‌টা সব ত জানে না। আর দেখো, হাম বহুত আচ্ছা Swimmer হায়—Swimmer বোঝে? এই যাকে টোম্‌রা "সন্তরণকারী" বোলে—হামি সেই আছে। যদি টুমি কখন নডিটে ডুবে যাবে, হামি টোমায় রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে—আর কেউ পার্ব্বে না।
সদা—সে কি সাহেব! আমি নদীতে ডুব্‌তে যাব কেন? বাবা, আমি ত জলের সংস্পর্শ রাখি না। মাসে দেড় দিন স্নান

করি। সেই যে বছর বান্ এসেছিল—সে বছর বানের নাম শুনে ১১ মাস জল ছুঁইনি, আর তুমি কি না বল—আমি জলে ডুবে যাব?

উড়ে—(নমস্কার করিয়া) সাব মু আর চলি না পারমু।

ডোস্—দেখো শালা, কেয়া সয়টানি করতা! Come here, you man, দেখো টোম হিঁয়া বৈটো, হাম্ আতা হায়—॥

(সদা ও ডোসের প্রস্থান।)

উড়ে—সড়া চালি গলা। মু বঁচিচি। সড়া মু জীবন খাউচি। হে বাবা জগন্নাথ, হে বাবা বলেশ্বর, হে মু দেশ যাজপুর! কৃপা কর। মু এ সড়া কতির রইবি নাই। সড়া সাব হেইচি। তা পাথর গুটিয়ে পয়সা নাই। সড়া মতে কি মিতি রখিব। সে খবর কাগজ ওলা রোজ রোজ আসি তাগাড়া করুচি, সড়া তা পইসা দৌ নাই। মুচি জুতা বুরুশ করিচি, তা পইসা দৌ নাই। সড়া কউচি—টঙ্কা আসিলে দেমি। মু দেড় মাস কাম করিচি মতে গুটিয়ে পয়ষা দেই নাই। সড়ার কি জিনিষ অছি। মু নালিচি করি নেমি। হে বাবা ভদড়ক, কৃপা কর। মু রোজ জগন্নাথ ভুগ খাইবি, তিড়ক নাইবি, কটীতটে চন্দ্রহাড় নাইবি, কৃপা কর।

———

(ষষ্ঠ দৃশ্য)

হসিতার সজ্জিত কক্ষ।

(হসিতার প্রবেশ)

হসিতা—(সোফাপরি হেলান দিয়া উপবেশন)

অধোবদন ও অধোবদনী, একবার এদিকে আয় তো।

(অধোবদনী অন্তরাল হইতে "যাই" বলিয়া প্রবেশ।)

অধো—কি দিদি বাবু, কি বলছ?

হসিতা—দেখ্, অধো, শুনেছিস্—মহিলাদের জন্য এক Society তৈরী হ'ল। সেখানে রোজ বিকেলে যাব।

অধো—তা দিদিবাবু, আমিও যাব। দেখে আসব কেমন হ'য়েছে।

হসিতা—তা যাস্; এখন একটু নিয়ে আয় দিকি।

(অধোর প্রস্থান)

যাক্, জ্যোৎস্না কুমারের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখব না! সে আমার এ বুকে বড় তীক্ষ্ণ শেল দিয়েছে! জ্যোৎস্না-কুমার, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ! তোমাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়ে পূজা করেছি, বহু অর্থরাশি—তোমার চরণে অকাতরে ঢেলেছি! কিন্তু দেখলুম, সে সব বৃথা হয়েছে। তুমি কি মনে কর—যে আমি নারী ব'লে তোমার এ দারুণ অকৃতজ্ঞতা নীরবে সহ্য ক'র্ব্ব! তা মনেও ভেব না! তুমি নির্লজ্জ ভ্রমরের মত নিত্য নূতন ফুলে মধু আহরণ কর্ত্তে থাকবে, আর আমি স্থির প্রসন্ন নয়নে দেখব! তা নয়! আজ হ'তে

তুমি আমার শত্রু! আমি নিত্য নূতন ভাবে প্রেম আহরণ ক'র্ব্ব!

(অঘোর মদ ও গেলাস লইয়া প্রবেশ)

দে অঘো, খুব খানিকটা ঢেলে দে, আজ নূতন খেলা খেল্‌ব!

(মদ্যপান)

আঃ! কোন্ স্বর্গের সৃষ্টির মধ্যে এ সুধা তৈরী হ'য়েছে! এ সুধা পান কল্লে লোকে নিন্দা করে, মাতাল বলে! হায় মানব! তুমি ভুল বুঝেছ! এ সুধা-পান কর,—বুঝবে কি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী! যে সুধা ব্যাধি নিবারণ করে,—পুত্রশোক ভুলিয়ে দেয়,—সংসারের স্বার্থপরতা, কুটিলতা, মায়া, স্নেহ, মমতা দূর করে দেয়! যে সুধা স্বর্গ মর্ত্ত এক ক'রে দেয়! যে সুধা সুপ্ত আবেগকে উন্মাদ উচ্ছ্বাসে হৃদয়-সৈকতে মূর্চ্ছনা ও বিলম্পতের গভীর আনন্দ ঢেলে দেয়! যে সুধা নৈরাশ্যময় জীবনকে আশার সুমেরু শিখরে চড়িয়ে দেয়! যে সুধা পান কল্লে আহত প্রেমের ব্যাধি নিবারণ হয়! —তাহা লোকে নিন্দনীয় বস্তু ব'লে ঘৃণা করে! এ অপেক্ষা আর কি বিস্ময়ের বিষয় হ'তে পারে! অঘোবদনি! দে ভাই, আরও খানিকটা দে! হৃদয়ের নিভৃত সীমান্তে যে স্মৃতি অহরহঃ ধিকি ধিকি জ্বলছে, নীরব ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ব্যথিত কচ্ছে,—তা ভুলে যাই! (মদ্যপান) আঃ হৃদয় ভরে' এসেছে! এমন ঢল-ঢল-কূলকষা-শীকর-সম্পৃক্ত মলয়জসিক্ত সুধাপানে আমার প্রাণের ভিতর যেন মধুময়ী দামিনীলতা ঢেউ খেলে যাচ্ছে! জ্যোৎস্না কুমার! তোর স্মৃতি ভুলব!

তুই সুপ্ত সিংহিনীকে জাগিয়েছিস্! কাল সর্পের মাথায় পদাঘাত আর নিদাঘ সন্তপ্ত কুঞ্চিত কুসুম চরণে দলিত এক জিনিষ নয়—মনে রাখিস্! দে অধো, আবার দে!

অধো—কি ক'রছ দিদি বাবু, না আর খেয়োনা, তোমার অত দুঃখ কিসের? জ্যোৎস্না বাবু গেছেন, তা কি হ'বে! আবার তোমার প্রাণে কত চন্দ্রোদয় হবে দেখ'!

হসিতা—কি বল্লি অধো,—জ্যোৎস্না গেছে, আমার হৃদয়ে চন্দ্রোদয় হ'বে! তাই হোক্!

(নেপথ্যে "বেহারা' বেহারা")

অধো—কে ডাকে।

[নেপথ্যে "একবার বাহিরে আসিবেন"।
অধোর প্রস্থান ও কার্ড লইয়া প্রবেশ]।

অধো—দিদিবাবু, দু'জন বাবু এয়েছেন, এই কার্ড নাও।

হসিতা—(কার্ড পড়িয়া) যা অধো বাবুদের নিয়ে আয়!

অধো—দিদিবাবু, তুমি বড় বেয়াকৃতার্ হ'য়েছ! আমি বলি কি, বাবুদের এখানে এনে কাজ নেই, তাঁরা দেখে যাবেন তুমি এরূপ অবস্থায় পড়ে আছ। সেটা তোমার সম্ভ্রমের পক্ষে খারাপ। বরং কি দরকার আমি জিজ্ঞেস্ করে আসি।

হসিতা—(জড়িতস্বরে) অধোবদনী, you must know I am your mistress! আমি বল্‌ছি—বাবুদের এখানে নিয়ে আয়। আমার এখন any port in the storm! যা, নিয়ে আয়, (অধোর প্রস্থান) বলে—আমার সম্ভ্রম নষ্ট হ'বে! Damn your সম্ভ্রম্! ১০ দশ বছর বয়স থেকে প্রণয় সুরু করেছি,

তাতে কোন ক্ষতি হয়নি, আর আজ এই যৌবন জোয়ারে আমার Prestige নষ্ট হ'বে!—(গীত আরম্ভ) (জড়িত-স্বরে) এই প্রেম জোয়ারে বয়ার মত ভেসে চলেছি। যদি কেউ আঁখি ঠেরে নজর করে, এই আশায় আছি!

(নেপথ্যে—"দিদিবাবু"—অধো, কেষ্টধন ও শচীন্দ্রের প্রবেশ ও হসিতার বস্ত্র ঠিক করিয়া উপবেশন।)

হসিতা—(দাঁড়াইয়া) Good Evening, please take your seats. (উভয়ের "Good Evening" করা।)

কেষ্টধন—দেখুন, আপনি একজন আমাদের দেশের গৌরব। আপনি বঙ্গ-মাতাকে যে অলঙ্কারে শোভিত কচ্ছে্ন। তার তুলনা নেই। এখন আমাদের বামা-সোসাইটীর বিশেষ সভ্যাপদে নির্ব্বাচিত করা হবে, সেই জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে আসা। আমরা আশা করি, আপনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা কর্ব্বেন।

(কার্ড প্রদান)

হসিতা—(জড়িতস্বরে), নিশ্চয়, এ ত আমার সৌভাগ্যের কথা। কেষ্টধন বাবু, ইনি আপনার বন্ধু?

কেষ্টধন—হাঁ, ইনি বাবু শচীন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এ, বামা-সোসাইটীতে সম্প্রতি যোগদান করেছেন, আর খুব উৎসাহের সহিত কাজ কচ্ছে্ন।

হসিতা—(শচীন্দ্রের প্রতি)—প্রকৃতই আপনাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত কর্ম্মক্ষম যুবকগণ সহায় থাক্‌লে দেশের বলুন—সমাজের বলুন—অনেক আশা করা যায়।

শচীন্দ্র—না—না—কিছু না। তবে কি জানেন, আমাদের দেশে মেয়েরা শিক্ষা-সম্বন্ধে বড়ই উদাসীনা। তাঁরা যদি একবার শিক্ষা ক'রে মনোযোগ দেন। দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হয়।

হসিতা—(জড়ীতস্বরে কথা কহিতে কহিতে পতন)—

সকলে—আহা—কি হ'ল—কি হ'ল!

হসিতা—(সামলাইয়া) না-না-কিছু নয়। আজ একটু বেশী Brain Exercise করা হ'য়েছে ব'লে শরীরটা—বড়ই কাহিল হ'য়েছে। আচ্ছা, তাহ'লে আমি আগামী শনিবার আপনাদের সমিতিতে যাব।

শচীন্দ্রও কেষ্ট—(নমস্কার করিয়া প্রস্থান)।

(হসিতার পুনরায় মদ্যপান।)

হসিতা—(জড়িতস্বরে) অধো, কি দেখ্‌লি! আমার হৃদয় আজ অকস্মাৎ কনক-কিরণের ন্যায় লোহিতোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো! প্রভাতী রাগিণীর ন্যায়—একটা আনন্দের উল্লাস আমার মনের মধ্যে প্রবল প্রবাহে বয়ে যাচ্ছে! আমি স্থির হ'তে পার্চ্ছি না! নিরাশার অবসাদে, অতৃপ্ত তৃষ্ণায়, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায়, আহত প্রেমে আমি পলকে পলকে ছিন্ন বিছিন্ন হ'তে ছিলুম!—কিন্তু,—কি—দেখ'লুম! আহা! কি মধুর নাম—শচি—ইন্দ্র! প্রথম দর্শনেই হৃদয়ে মুদিত সরোজ দল উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো! ভ্রমর মুখরিত সরোবরে কুমুদ-কহ্লার ফুটে উঠলো! মরুভূমি নন্দন-কাননে পরিণত হ'ল! অধো—অধো—(বসিয়া পড়া) যা—দেখেছি—তা ভুল্‌তে পার্ব্ব না!

—আমার বিস্ময়, রহস্য, দেব দুর্লভ কামনা—হৃদয় পেতে ভিক্ষা ক'র্ব্ব! আহা! সে কি দেখ্‌লুম! মুহূর্ত্ত মধ্যে শিরায় শিরায় তড়িত প্রবাহ ব'য়ে গেল! যেন আজন্মের কত আশা, কত প্রেম অমৃতায়মান হ'য়ে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে জেগে উঠলো! কত মধুপের গান, বিহঙ্গ কূজন, চন্দ্রকর-চ্ছায়া এ নৈরাশ্যময় জীবনে ফুটে উঠলো! আমি এ জীবন, যৌবন, ঐশ্বর্য্য, ঐ শচীন্দ্র-পাদমূলে উৎসর্গ কর্ব্ব!

[প্রস্থান।

আধো—যা হোক্‌ বাবা, এমন অধৈর্য্যা মেয়ে মানুষ কোথাও দেখিনি। খালি—প্রেম—প্রেম। এখন যৌবনের তেজে যে নবীন যুবা দেখছ, তাকেই অবলম্বন কচ্ছ। কিন্তু শেষে যে কান্না—সেই কান্না। এই যে আমার পচাই বল—আর ধসাই বল—১৭ বছর একটানা প্রেমে কাটালুম ত।

(গঙ্গাবাবু কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে প্রবেশ)

গঙ্গা—এস নারী,—করুণায় বিভূষিতা হ'য়ে,
ধরণী চুম্বিত সেই বিমুক্ত অলকে——
(চমকিত হইয়া) একি, অধোবদনী যে! তোমার দিদিবাবু কোথা?

অধো—তিনি বেড়াতে গেছেন।

গঙ্গা—এঁ্যা, এত রাত্রি হ'ল, এখনও ফেরেন নি। আজ এক গভীর কবিতার বিষয় আলোচনা কর্ব্ব ব'লে এসেছিলুম—তাইত!

অধো—(স্বগতঃ) আহা, পোড়ার মুখো মিন্‌সে এক মুখ পাকা

দাড়ী নিয়ে মর্ত্তে আসেন। আমার দিদি বাবুর সঙ্গে প্রেম কর্ব্বেন। পোড়া কপাল আর কি !

গঙ্গা—তা হ'লে অধো, আজ আর দেখার আশা নেই। কি বল ?

অধো—হাঁ্যা মশাই—আমার তাই বোধ হয়।

গঙ্গা—(যাইতে যাইতে) তাইত—তাইত (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) দেখাটা হ'ল না। [প্রস্থান।

অধো—মিন্‌সে যেন ঢং। [প্রস্থান।
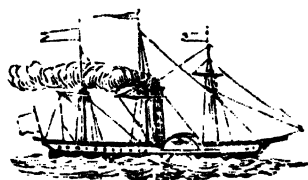
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগেনের বাটী।

(মনোবীণার প্রবেশ)

মনো—ঈশ্বর ! তোমার পায়ে এই ভিক্ষা কর্‌ছি। এ ক্ষুদ্র পরিবারের মঙ্গল কর ! এরা এত কষ্টেও আমার মত নিরাশ্রয়া হত-ভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছে। আমার স্বামীর কোনও খোঁজত পাওয়া গেল না। আর কত দিন এদের গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌ব। এদের স্নেহ, যত্ন, সেবা এ জনমে ভুল্‌ব না। আহা ! মেয়েটার বে দিতে পার্‌ছে না ব'লে, অহরহঃ স্বামী স্ত্রীতে চিন্তানলে দগ্ধ হ'চ্চে ! ভগবান্‌ ! এ ক্ষুদ্র পরিবারের মঙ্গল কর প্রভু !

(ডোস্‌ ও উড়ের প্রবেশ)

ডোস্‌—দেখো, এ বয়, এই হামার শ্বশুরবাড়ী আছে। (হঠাৎ সম্মুখে মনোবীণাকে দেখিয়া চকিতভাবে) Halloo Bengal lily ! A paragon of beauty ! Oh, it is the east and Juliet is the sun !

উড়ে—মা ঠাকুরুণ, মু দণ্ডবৎ হউচি।

মনো—(তাড়াতাড়ি যাইতে উদ্যত) এ কি আপদ! ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর এসে উপস্থিত।

ডোস্—(বাধা দিয়া) বিবি, I beg your pardon! হামি বড় ভুল ক'রেছে। কার্ড দিয়া ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তব্য ছিল, আর আপনি আমার সে ভুল Rectify করিয়া দিয়াছেন। হামার কার্ড সব ফুরাইয়া গিয়াছে—আদৌ নাই। আর আপনাদের ভিতর এ সব কায়দা হইয়াছে শুনিয়া বড় প্রীত হইলাম। বিলাতে কার্ড না দিয়া ভিতরে প্রবেশ—against all rules of etiquette. আপনারা কেনো একটা Slate আর Pencil রাখেন না।

মনো—(স্বগত) ইনি যে বল্লেন, এঁর শ্বশুরবাড়ী, তবে কি ইনি বিরাজের স্বামী।

[প্রস্থান।

ডোস্—It is a pity! (শুদ্ধ বাঙ্গলাভাষায়) বাঙ্গালীরা কবে মানুষ হবে। এই বাড়ীটা খুঁজতে আমার জান্ বেরিয়ে গেছে। ভাগ্যে সেই আফিমখোর বেটা বাড়ী দেখিয়ে দিলে—তাই রক্ষে। বিলেতে কিন্তু ঘরে ঘরে কেমন Tablet মারা—The Grove, The Honey shed, Peace Cot, Loving Fountain, Memory bower, Cherry union, Lover's Retreat &c. আর এ জাত্‌টার কিছু নেই। বড় বড় ঢাউস বাড়ী কর্ব্বে, কিন্তু একটা পাথরের Tablet মারতে পারে না। যাক্ এ রমণী

কে? আহা! what a loving face she has! বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল! আর দুটো—

(নগেন্দ্রের প্রবেশ)

নগেন—(ব্যস্ত হইয়া) এ কে চন্দ্র এসেছ। এস বাবা, কেমন আছ।

ডোস্—(টুপি খুলিয়া) Good Evening—Thanks. আপনি কেমন আছেন।

নগেন—আছি বাবা, অমনি এক রকম।

উড়ে—(নমস্কার করিয়া) বাবু মশাই।

নগেন—এ লোকটি কি তোমার সঙ্গে এসেছে?

ডোস্—Yes.

নগেন—(ব্যস্ত হইয়া) তাই ত, একখানা চেয়ার এনে দি। তুমি তা না হ'লে বসবে কি ক'রে।

ডোস্—Oh no—no, please don't discomfort yourself for me. I will make myself at home.

[নগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া চেয়ার আনিতে যাওয়া।

ডোস্—এ বয়. ইধার্ আও, Be loyal, বৈঠো। মেরা চেয়ার হো যাও।

উড়ে—সাব, মু মরি যিমি, সে তুম্ কি রকম মানুষ আছ, সে মোর দেহ উপর চড়িছ।

ডোস্—বৈঠো শালা, হাম আবি ঠড়্নে নেহি সেক্তা—বৈঠো।

(জোর করিয়া উড়ের পিঠে বসা)

উড়ে—সাব, মু মরি যিমি। মতে ছাড়ি দিয়।

(নগেন্দ্রের প্রবেশ)

নগেন—এস বাবা, বাড়ীর ভিতরে এস।

ডোস্—(উঠিয়া স্ফীত বক্ষে) এ বয়, তোম্ হিঁয়া পর বৈঠো। হাম বিবি সাব কা সাথ মুলাকাত করণে যাতা।

[নগেন্দ্র ও ডোসের প্রস্থান।

উড়ে—সাব মেম পাখকু গলা। মু কউঠাক যিবি, মোর এঠি কিরে অছি। সে মো কাঁন্ধ উপর হাত দেই মো মনকু বোদ করিব। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) ওহো! মো হিড়িম্বা রাণী—কন করুচি। ম মনরে করুচি সে হাঁড়ি সাড়ে বসি পখাড় ভাত খাউ থব। মু তা পাখরে থিলে কেতে গীত শুনান্তি।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গীত)

"সজনি আজি রজনী রমণী মণি বিসি কেশনে।
জড়দ্রপণ নিজরূপকু দেখুচি সখি রঙ্গ রঙ্গণি॥
কুমুদি সাড়ী পিনিচি, অতি যতনে আনন্দ মনে।
সজনি আজি রজনী রমণীমণি বিসি কেশনে॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গা বাবুর বৈঠকখানা।

(গঙ্গা বাবু চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছেন)

গঙ্গা—তাই ত কি করি, হরিশটা ত নালিশ ক'র্ব্বে বলে চিঠি দিয়েছে ; প্রায় ৮০০০ টাকা দেনা। এ দিকে চাঁদার টাকাও সব হ'য়ে গেল। কি করি। Insolvency file কর্ত্তে পারি না—বাজারে দুর্নাম হবে, একবারে ডুবব। তবে দেখি কি হয়, বাঁকড়োতে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি। দেখি কত দূর কি কর্ত্তে পারি।—হসিতার কাছে আজ কবিতা নিয়ে যাবার কথা আছে। এই যে দীপ্তিকান্ত—এস—

(দীপ্তিকান্ত ও কেষ্টধনের প্রবেশ)

দীপ্তি—(আপনার মনে)

তার পর—তার পর শোন কেষ্টধন,
হেরিলাম কত বন শৈল উপত্যকা—
মঞ্জুল বিটপী শ্রেণী—ঘন উপবনে,
উদার বাহিনী বক্ষে মনোরম সেতু,—
সর্ব্বোপরি হেরিলাম তব অবয়ব—

গঙ্গা—আরে কবিকান্ত—থাম হে। আপনার গন্ধে আপনিই বিভোর। এই যে কেষ্টধন এস। বাগান কেমন হ'ল বল দিকি।

কেষ্ট—আজ্ঞে, আপনারা দেশের মাথা। কোন কাজেই আপনাদের ত্রুটী হয় না। তার ওপর Public fund এর মবলগ টাকা

হাতে আছে। কোন অসুবিধা নেই। বাগানটা বেড়ে হ'য়েছে। কিন্তু বলুন দিকি কেমন জিনিস supply কোরে-ছিলুম।

গঙ্গা—হা—হা—তা আর বল্‌তে। সত্যই একেবারে আকাশের রামধনু নামিয়ে দিয়েছিলে। কেষ্টধন আর ব'ল না—এ বুড়ো বয়সে একেবারে —

কেষ্ট—তা একটাকেও কি নজরে ফেলতে পাল্লে'ন।

গঙ্গা—না ভাই,—ডালিম সুন্দরীকে দেখে—(দীর্ঘ নিশ্বাস) আর বল না—কেষ্টধন —

কেষ্ট—ডালিম সুন্দরী কে তা জানেন। উনি হচ্ছেন ডাঃ মিহিরের পরিবার। প্রসব হবার জন্য বিলেত গেছ্‌লেন। দু মাস হ'ল ফিরেছেন। ওঁর মত Ball dance ক'র্ত্তে ইংরাজ-মহিলাদেরও ভেতর বড় একটা দেখা যায় না। যাক্ আপনি তা হ'লে—আমাদের সমিতিতে আগামী শনিবার আস্‌ছেন।

গঙ্গা—নিশ্চয়।

কেষ্ট—তা হ'লে আজ আমি চল্লুম—আজ সন্ধ্যায় বামা সোসাইটির সাপ্তাহিক অধিবেশন হবে।

দীপ্তি—কেষ্টধন বাবু, তোমাদের সোসাইটিতে কি হয়—বল দিকি ? কৈ একটা রিপোর্ট ও পাঠাও না।

কেষ্ট—হাঁ হাঁ এইবার হ'তে আমরা Meeting এর Report তোমার কাগজে পাঠাব। আর বামা সোসাইটির কাজ কি জান ? —মহীয়সী—মহিলাগণের যাতে উন্নতি সাধিত হয়,—সেই বিষয়ে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বাল্য বিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ। মহিলাগণের

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য এ সভা স্থাপন।

দীপ্তি—(খুব উত্তেজিত ভাবে)

"অহো! না জাগিলে ভারত ললনা—
এ ভারত আর জাগেনা—জাগেনা!"
দাও শিক্ষা—দাও দীক্ষা—কম অবরবে!
উজ্জলে মধুরে মিল, চন্দ্রের কৈরবে!
নিশির শিশির মাখা শেফালি চিবুকে,
শুধু গন্ধ, শুধু মধু, জাগুক পুলকে!
শিক্ষার কনক কান্তি ভাতিল পুরষে!
এস ভগ্নী, এস গিন্নী—ভিয়াষা মিটিবে!
বন্ধন রেখ' না কোন স্নেহ নীড় মাঝে!
স্ফীত বক্ষে নেহারিবে বাহিরিয়া সাঁঝে!
করিবে ব্যায়াম শিক্ষা, গৃহস্থালী ফেলে!
নির্জ্জন নীরবে প্রেম, ক'রে কুতুহলে!
অহো শিক্ষা, অহো দীক্ষা, ধন্য হয়ে তুই!
সোহাগে ধরিবে তোরে—বিরহিণী সই!!!

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা—কি বাবা, স্ত্রীদের সব উন্নত কর্চ্ছ। তা বাবা ঘাড়ে চড়িয়ে ক্ষান্ত হ'য়ো না, মাথায় পর্য্যন্ত তুলো। যাক্, বাবা কেষ্টধন, তোমার মায়ের বড় ব্যায়রাম। এখনি যেতে হ'বে। ২ দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন।

কেষ্ট—তাইত খুড়ো, কি সংবাদ নিয়ে এলে।

(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) মার অসুখ—তাইত কি করি—এদিকে একটা মস্ত কাজও হাতে র'য়েছে।

সদা—কি বল্লে বাপ্, মস্ত কাজ হাতে আছে—সেই জন্য বোধ হয় যেতে পার্ব্বে না। কেমন না? তোমার মার ব্যাঝোটা অসময়ে হ'য়ে তোমার মস্ত কাজের, মস্ত ব্যাঘাত জন্মালে,—কেমন না?

কেষ্ট খুড়ো—তুমি জাননা—আমার কাছে—duty ছাড়া আর কিছু বড় নয়—আমি যে কাজে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি—

দীপ্তি—"আছিলাম ঘুম ঘোরে দেখিনু স্বপন"।

কেষ্ট—যাক খুড়ো—তুমি মাকে আমার দেখো। ঈশ্বরের পদে সমর্পণ করলু'ম—

দীপ্তি—(জানু পাতিয়া) Let Thy will be done!

গঙ্গা—আরে কেষ্টবাবু—কি পাগলামি কচ্ছ—মার অসুখ এখনি যাও।

কেষ্ট—গঙ্গাবাবু, আপনি জানেন না—কি Responsible work আমার হাতে আছে—এ ত আর স্বদেশী লেকচার দেওয়া নয়-খুসামত—২ চার কথা—ব'লে হাত তালি নিয়ে বাড়ী ফেরা।

গঙ্গা—ওঃ।

সদা—না বাবা তুমি যেয়ো না,—মা—সে ত প্রসব ক'রে খালাস! তার আর কি স্বত্ব—যে মৃত্যুশয্যায় তোমার সেবা পাবে! তুমি স্ত্রী শিক্ষা নিয়েই থাক বাবা। আহা—এতে যে বাপ্ আমার, অনেক মজা আছে! মা—সে ত ঘাটের মড়া! তাকে দেখ্বার জন্য যেয়ো না—বাপধন—যেয়োনা, পায়ে—পক্ষাঘাত হ'বে! এইখানে বসন্ত পবনে, জ্যোছনা নিগ্ড়ান

রাতে চোখের বালিদের কেবল—"দেহি পদ পল্লব মুদারম" কর! হায় হায়—কি শিক্ষাই দেশ পাচ্ছে!

কেষ্ট—খুড়ো—মাকে আমার দেখো—পরোপকারই মহাধর্ম্ম।

দীপ্তি—"জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন"।

সদা—আচ্ছা বাবা, চল্লুম—মায়ের সেবার জন্য এত বড় মস্ত কাজে মস্ত ক্ষতি ক'র না বাপ্! (ক্রুদ্ধ হইয়া) হ্যাঁরে মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার সন্তান—পাস্ কোরেছিস্—না পাঁশ খেয়েছিস্! মা—যা—হ'তে পৃথিবী দেখলি,—যে মার রক্ত তোর শিরে শিরে ব'য়ে যাচ্ছে,—যে মা জগতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দাতা—যে মা স্বর্গাদপি গরীয়সী,—সেই মা মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে আছে—আর তুই কিনা অক্লেশে, অম্লান বদনে—নির্ব্বিবাদে বল্লি—মস্ত কাজ আছে, কর বাবা—মস্ত কাজই কর! তুমি ম'লে তোমার ঐ সমিতির স্ত্রীবৃন্দেরা গড়ের মাঠে তোমারও একটা মস্ত মূর্ত্তি ক'রে দেবে!

দীপ্তি—(* চিহ্নিত প্যারাগুলি হাত যোড় করিয়া)

* ধরণী দেখালে মাতঃ তুমি গো আমায়,
এক অঙ্গ মনঃপ্রাণ তোমাতে আমাতে,
তোমার দেহের রক্ত—আমার শিরায়,
কেমনে পারিব মাতঃ তোমায় ভুলিতে!

কিন্তু মাতঃ তার চেয়ে কর্ত্তব্য সম্মুখে,
নারীর ব্যায়াম কার্য্য ন্যস্ত মোর 'পরে
কঠোর কর্ত্তব্য ত্যজি সদানন্দ খুড়ো
কহে মোরে যেতে গৃহে, তব সেবা তরে!

* ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা মাগো তুমি !
মুনি ঋষি বহু বটে দাতা নামে খ্যাত,
তোমার দাতব্য মাগো জানে অন্তর্য্যামী,
অধম সন্তান আমি কি বলিব মাতঃ !

কিন্তু মাতঃ বুঝিয়াছি তব মৃত্যু স্থির !
কি করিব সেথা গিয়ে কহনা আমায় ;
নির্ব্বাক নিশ্চল সে যে স্পন্দহীন দেহ,
কি কার্য্য সফল হবে, হেরিলে তাহায় !

* তুমিই দেহের রক্ত করিয়াছ ক্ষয় !
নিষ্ঠুর জগতে মাতঃ তুমিই দেবতা !
জন্মিবার আগে মাতঃ—করিলে সঞ্চয়—
সন্তানে করাতে পান—স্বরগের সুধা !

কিন্তু মাতঃ বঙ্গনারী যায় রসাতল !
তাদের উদ্ধার কল্পে স'পি মনঃ প্রাণ !—
এ সময় বাধা দিতে—সদানন্দ খুড়ো—
কেন গো আসিল হেথা অবোধ অজ্ঞান !

* দিয়াছ কপোলে কত স্নেহের চুম্বন,
মনি মুক্তা তার কাছে ধুলি সম জ্ঞান !
কত কষ্ট সহিয়াছ—সন্তানের লাগি—
তোমার করুণা মাগো—ঈশ্বরেরর দান !

কিন্তু মাতঃ পুরাতনে কে করে আদর ?
হেরিব আনন্দে হেথা—কত চোরা আঁখি !

গভীরা নিশীথে আহা! মলয় পবনে,
বিরহ কম্পিত দেহে—প্রেম রস মাখি!

* অধরের হাসিটুকু দেখিবার তরে
অকাতরে দাও বলি নিজ সুখ যত!
বিন্দু মাত্র স্বার্থ নাহি—তোমার স্নেহেতে,
বুক পেতে লও তাই পুত্রের দৌরাত্ম্য!

কিন্তু মাতঃ বিবেচনা কর এবে তুমি!
সংসারের সীমাবদ্ধ গৃহের প্রাঙ্গণে
ভালবাসা ঢেলেছিলে পুত্রের উপরে!
(এ যে) প্রেমে সিক্ত সারা বঙ্গ মধুর কাননে!

রসনায় ভাষা তুমি দিয়াছ প্রথমে,
অধরের হাসি মাগো তুমিই ফুটালে,
আকাশের চাঁদ ধরি দিয়াছ ললাটে,
করায়েছ কত খেলা তোমারি ও কোলে!

কিন্তু মাগো হেরিবার শক্তি কোথা তব,—
অযুত চন্দ্রের হাট—সম্মুখে আমার!
কত প্রেম কত সুধা পড়িবে ঝরিয়া
প্রণয়ের মধু বনে মধুর বিহার!

* স্বর্গাদপি গরীয়সী তাই তুমি মাতঃ!
চন্দন সমান জ্ঞান পুত্রের শমল!
নাহি ঘৃণা, নাহি বিঘ্ন, নাহি ক্রোধ ভাব,
উদার পবিত্র হৃদি নাহি কোন খল!

কিন্তু মাতঃ! পরলোকে দেখিবে স্বপনে,—
"কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি"—শাস্ত্রের বচনে!
গর্ব্বিত-নৃপতি-বক্ষে বঙ্গের ললনা—
বরেছে অধ্যক্ষপদে তোমারি নন্দনে!

সদা—বা—বা—বেড়ে কথা বলেছ বাবা,—বেঁচে থাক।

(প্রস্থান)

কেষ্ট—দাঁড়াও খুড়ো—দাঁড়াও, মাকে একখানা চিঠি দোব—নিয়ে যাও।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

গঙ্গা—দেখলে দীপ্তিকান্ত! কেষ্টা বেটার কাণ্ডটা দেখলে। তুই বেটা গরীবের ছেলে—তোর এ মতি গতি কেন। স্ত্রী শিক্ষা তোর মগজে কেন, ও ত বিলাস সজ্জিত সংসারের ঠাঁই ঠাঁনে লুকোচুরি খেলবে। যাক্, এখন কি খবর বল। শুনেছ বাঁকুড়োয়—দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে। এর কিরূপ চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি।

দীপ্তি—কাল থেকেই Editorial এ আরম্ভ ক'র্ব্ব। আজকে—টাকা দিন। ২০০টাকা দেবার কথা ছিল।

গঙ্গা—ভাই এই ১০০৲ টাকা আছে—আজ নিয়ে যাও কিন্তু কাল Editorial এ positively বেরুনো চাই যেন মনে থাকে।

দীপ্তি—যে আজ্ঞে—(যাইতে যাইতে) দাঁড়াও। তোমার হ'য়েছে কি। জেলে পুরবো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(হসিতার সজ্জিত কক্ষ)

হসিতা—চঞ্চল হৃদয়—কিছুতেই বাগ্ মানে না! এ যৌবন তরঙ্গ কোথায় কোন্ কূলে গিয়ে শান্ত ভাব ধারণ ক'র্বে, তা কে জানে! প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছি, দেখি কূল কোথা পাই! আহা! শচীন্দ্রনাথ! তুমি আস না কেন! তুমি সরল জীবন লইয়া এ পৃথিবীতে আসিলেও আমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর, অতি কঠোর হ'য়ে রয়েছ! তুমি কি জান না, হে শচীন্দ্র, আমার এই নব যৌবনে, এই প্রমোদময় চিরচঞ্চল জীবনে, কার চিন্তা, কার সেই স্নিগ্ধ-প্রীতি-শীতল নয়নাভিরাম রূপ, অন্তরের নিভৃত প্রদেশে "আমার শচীন্দ্র" বলিয়া উদ্বেলিত সাগরের ফেন পুঞ্জের তটাভিঘাতের ন্যায় শব্দ করিয়া প্রতি-ধ্বনি করে! হে প্রিয়, তুমি আমার! তুমি আমাকে ভালবাস কি না—জানি না; আর অ প্রত্যাশা ক'রে এ নিষ্ঠুর জগতে কে কবে সুখের চরম বিকাশে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছে—তাও জানি না! তবে সে আশা আমার নেই! আমি চাই, তোমার সেই কি জানি—কি—মাথান প্রেমময় মূরতির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া চিত্ত ও চক্ষু প্লাবিত করিয়া দি! আমার অযাচিত পূতপুষ্পাঞ্জলি তোমারই চরণোদ্দেশে বিক্ষিপ্ত ক'র্ব! তুমি কি তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'র্বে না? যদি না কর, হে শচীন্দ্র! তবে তোমার বিদ্যা মিথ্যা, তুমি মিথ্যা! তুমি ভেব না, শচীন্দ্র—"বিদ্যাই দুর্লভ অতি—প্রেম কি এতই

সুলভ"! শচীন্—শচীন্—আমি যে তোমার জন্য উন্মাদিনী—তুমি কি আমার ভালবাসা লইবে না! যখন সেই মৃদু-মধুরানিল সেবিত শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে, হে শচীন্দ্র—সেই মধুর প্রভাতে, তোমার মূরতিখানি আমার নয়ন সম্মুখে পড়ে—আমি মনে করি—এ পৃথিবীতে সমস্ত অকরুণ, তুমিই কেবল করুণ!

(হারমোনিয়ম লইয়া)

"সই পিরীতি বিষম মানি
এত সুখে এত, দুঃখ হবে ব'লে
স্বপনে নাহিক জানি
ওগো মোর সখা, নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥"

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা—এই যে হসিতা বাবু, কেমন আছেন? আপনি গান গাইছিলেন,—দূর হ'তে আমার মনে হ'ল—যেন অস্ফুট চন্দ্রালোকে জলরাশির পার হ'তে সমাগত কোন বীণার আনন্দ রাগিণী মৃদু মন্দ মধুর নিকণে আমার পিয়াস অধীর শ্রুতিবিবরে যাইয়া প্রীতি বিহ্বল প্রাণের তন্ত্রীটাকে মৃদু পেশল স্পর্শে জাগরিত করিল!

হসিতা—(ব্যঙ্গভাবে) তাই ত গঙ্গা বাবু, আপনার অভিধান সংগৃহীত বাক্যগুলি বেশ মর্ম্মস্পর্শী! এই রস পূর্ণ কথাগুলি শুনে' যেন

উত্তাল তরঙ্গময় ভীষণ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় আমারও হৃদয় প্লাবিত ক'রে—কত তরঙ্গোৎক্ষেপ, কত প্রলয় ব'য়ে গেল !

গঙ্গা—(হাসিতে হাসিতে) হসিতা বাবু, কি ব'ল্‌ছেন। আমরা আপনাদের মনোরঞ্জনকারী বাক্য বিন্যাস ক'রে আনন্দ উৎপাদন ক'র্ত্তে পারি—সে ক্ষমতা কোথায় ! কোন রূপে চুন সুরকীর তাগাড় মেখে ঢেলে দি ! যাক্, আর একটা কিছু গান্ ! এই এমন মধুর চন্দ্রালোক, এই স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ সাগর-মেখলা ! এ সময়, বলুন দিকি, হসিতা বাবু, কি ভাল লাগে ! হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ বনফুলের গন্ধের ন্যায় অজানিতভাবে নিবিড় প্রেমের আভায় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে !

হসিতা—(ব্যঙ্গভাবে) ঠিক ব'লেছেন গঙ্গা বাবু, আমাদের উভয়ের প্রেম বলুন, ভালবাসা বলুন, কেমন অজানিতভাবে পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌ছে !

গঙ্গা—(কাগজ বাহির করিয়া) আজ একটা কবিতা শুন্‌বেন। এটা কাল আরম্ভ ক'রেছি, এখনও শেষ হয়নি।

হসিতা—(অন্যমনস্কভাবে) হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলেন, কবিতা এনেছেন ? দেখুন গঙ্গা বাবু, কবিতা শুনে শুনে পাগল হ'য়েছি। কেবল সেই মামুলি কথা,—মৌলিকতা কিছু নেই ! কেবল বসন্ত পবন, মৃদু পবন বিকম্পিত মধুর জ্যোৎস্না, কোকিলের হৃদয়বিদারক কাকলী,—এই ত্র্যহস্পর্শ কবিদের আমোদ হ'তে পারে,—কিন্তু সাধারণের কি উপকার !

গঙ্গা—সে কি হসিতা বাবু ! আপনি একজন কাব্যামোদিনী, সঙ্গীত-রসগ্রাহিনী, প্রেমময়ী রমণী। আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না !

হসিতা—গঙ্গা বাবু, আজ আমার শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন, একটু বিশ্রাম ক'র্ত্তে যাই।

গঙ্গা—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নিশ্চয়—নিশ্চয়! এ কি কথা! আপনার শরীর যখন অসুস্থ, বিশ্রাম একান্তই প্রয়োজন। আপনি যেরূপ পরিশ্রম করেন, আমার ভয় হয়, কোনরূপ অসুখে না পড়েন।

হসিতা—তা হ'লে আপনি বসুন। কিছু মনে কর্ব্বেন না।

[হসিতার প্রস্থান।

গঙ্গা—কিছু বুঝলুম না! এ দিকে বেশ কথাবার্ত্তা কয়, কিন্তু আমায় চায় কি না, আমার জন্যে পাগল কি না,—কি ক'রে বুঝবো! নিশ্চয়ই সে আমায় চায়! আচ্ছা, আমি কি অপ্রেমিক, আমি কি ওর প্রেম লাভের যোগ্য নই। না—না—তা হ'তে পারে না! (দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) এই ত এমন খাসা চেহারা, এমন প্রিয় চোরা আঁখি! তবে একটু বয়স হ'য়েছে। হা—হা—তাতে কি? কবিরা বলেন, যাঁদের পলিত কেশ কি বলিব হায়! জলো দুধ ম'রে যেন ক্ষীরেতে দাঁড়ায়! আমার অবস্থা এখন দুধটুকু ম'রে ক্ষীরটুকু! এই ত প্রেমের উপযুক্ত সময়! এমন কবিতা, এমন প্রেমালাপন, এ সব কিছু কি তার হৃদয় অধিকার করে না! নিশ্চয়ই করে! কিন্তু হসিতাকে যদি না পাই, আমি ম'র্ব্ব! ও দিকে মনোবীণা ম'রেছে কি বেঁচে আছে, জানি না! আর সে পাড়াগেঁয়ে ভূত স্ত্রী নিয়ে আমার চ'লবে না! যাই, ব'সে আর কি ক'র্ব্ব! রূপের স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফিরি! হসিতা—হসিতা! তুমি যে চাঁদের জ্যোৎস্না,—ফুলের গন্ধ! তোমায় কি পাব না! [প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য।

নগেনের বাটী

বীণাপাণি, মৃণাল ও মনোবীণা।

বীণা—না মা, তাকি হয়! তুমি এখন কোথা যাবে। তুমি গেরস্তর বৌ। তোমার রাস্তায় বেরোন ভাল নয়। মা, তুমি নিজের বাড়ী মনে ক'রে থাক, কোনরূপ সঙ্কোচ ক'র না মা।

মনো—মা এখানে মাতৃস্নেহের অফুরন্ত ভাণ্ডার হাতে পেয়েছি, আমার এ স্থান ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু মা, তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে, তোমাদের সুখ ও শান্তির ব্যাঘাত ক'র্ত্তে আমার প্রাণ আর চায় না। মা, আমায় বিদায় দাও।

মৃনাল—না দিদি, তুমি যেয়ো না, তোমার কাছে কত মধুর গল্প শুনি, রামায়ণের কথা শুনি, তুমি চলে গেলে, এ সব আর যে শুন্‌তে পাব না দিদি।

মনো—দেখ্ বোন্, সংসারে এক মায়া ছিল, বন্ধন ছিল। ভগবান্ তা হ'তে আমায় বহুদূরে ফেলে দিয়েছেন! আর আমার সংসারে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে। তোমাদের সংসারে থেকে আর মায়ায় বদ্ধ হ'ব না! মা, আমায় বিদায় দাও।

বীণা—মা, তুমি কোথায় যাবে? তোমার এই সোমত্ত বয়স। এ সময় কি ঘরের বাইরে পা' দিতে আছে। মা, যতদিন ইচ্ছা থাক, তোমার স্বামীর খবর আস্‌বেই।

মনো—মা, মন্‌কে আর কি ক'রে প্রবোধ দোব! অনেক দিন যে স্বামীর চরণ দর্শন পাইনি। (চক্ষু মুছা) নারী জীবনের সব সুখ জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে! মা, আমায় আর বাধা দিও না। আমি যাই।

বীণা—আচ্ছা মা এক কাজ কর। যদি একান্তই যাবে, ঠিক করেছ। মৃণালের বে পর্য্যন্ত থাক। তারপর যা ভাল হয় ক'র।

মনো—আচ্ছা মা তাই হবে। হ্যাঁ মা, মৃণালের বের পাকাপাকি সব হ'ল কি?

বীণা—এক রকম হ'য়েছে। কিন্তু মা, কর্ত্তা টাকার জোগাড় এখনও ক'র্ত্তে পারেন নি! আজ আমার ভাসুরের কাছে গেছেন, তিনি খুব বড় লোক। দেখি ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান! তবেই ভরসা,—নইলে বড়ই বিপদ!

(নগেনের প্রবেশ)

এই যে কর্ত্তা আস্‌ছেন। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ গা, টাকার কি হ'ল? টাকা পেয়েছ?

নগেন—(উৎকণ্ঠিত ভাবে) হাঁ৷ টাকা পেয়েছি! তোমার বড় আদরের মেয়ের খুব ঘটা ক'রে বে দেবে! তুমি দেখ্‌বে, আমি দেখব, আত্মীয় স্বজন দেখবে! আমোদের স্রোতে দিন বেস্ কেটে যাবে! কেমন না!

বীণা—হ্যাঁ গা, তা কি হ'ল বল না। অত অস্থির হ'লে চলবে কেন! একটু ঠাণ্ডা হও! দেখ, ভগবানের ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি জগতে কাহাকেও বিমুখ করেন না,—কারও অমঙ্গল করেন না! তবে মানুষ ভুল ক'রে ঠিক কাজ করে

না! তাই এত কষ্ট, এত যাতনা! নইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির ভেতর কোন অমঙ্গল নেই!—এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস!

নগেন—হ্যাঁ তাই বলে' মনকে প্রবোধ দাও! আমি আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না! উঃ আমার মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি! আমি কিছু ব'লৃতে পাচ্ছি না! তাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা ঠিক ক'রেছি! কিন্তু এখনও টাকার যোগাড় হ'ল না! মান সম্ভ্রম হীন হ'য়ে সমাজচ্যুত হব!—কি হবে,—কি হবে—!!!

(বুকে করাঘাত)

বীণা—(নগেনের হাত ধরিয়া) স্থির হও—স্থির হও! কি কর! মেয়ে জন্মেছে,—বে হবেই। ঈশ্বরের করুণাময় আশ্বাসবাণী আমার হৃদয়ে জাগছে! কে যেন ব'ল্‌ছে—নিরাশ হ'য়ো না! মেঘ ওঠে—আবার কেটে যায়! তুমি অত উতলা হ'য়ো না! একটু স্থির হও!

নগেন—না—আর সহ্য হয় না! লোকের কাছে আর ভিক্ষে কর্ত্তে পারি না! সে মেয়েটাকে আজ জ্যান্ত কেটে ফেল,—সব কষ্ট যন্ত্রণা দূর হ'য়ে যাক্!

বীণা—(নগেনের মুখ হাত দিয়া চাপিয়া) কি ব'লৃছ! মৃণাল যে এখানে দাঁড়িয়ে! একটু চুপ কর!

নগেন—এ্যাঁ কি ব'লছ! মৃণাল এখানে আছে! কই?—(পার্শ্বে ফিরিয়া) আয় মা, তোকে একবার বুকে নি'! পিতৃ-স্নেহের নির্ঝরে তোকে ডুবিয়ে দি'! উঃ! জগতে কি এমন লোকের জন্ম হয় না,—যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করে! একজন

শাণিত ছুরিকা নিয়ে আর এক জনের হৃদপিণ্ড ছেদন ক'রে রক্ত পান করে! এর কি প্রতীকার নেই,—আইন নেই,—বিচার নেই,—রাজদণ্ড নেই!!!

বীণা—(মনোবীণার দিকে ফিরিয়া) মা, মৃণালকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

(মনোবীণা ও মৃণালের প্রস্থান)

নাও ওঠ, মুখ হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হবে চল। ভেবে কি হবে!

নগেন—হ্যাঁ ঠাণ্ডাই হব! এখন আমার ঠাণ্ডা হওয়াই প্রয়োজন! এমন ঠাণ্ডা হব যে, শ্মশানের চিতা ভিন্ন আর দেহে উত্তাপ আস্‌বে না।

বীণা—হ্যাঁ গা, কি সব অলক্ষণে কথা ব'লছ! নাও ওঠ।

নগেন—তুমি যাও। আমার শরীর আজ বড়ই খারাপ! ওঃ! সহোদর—এক মায়ের পেটের ভাই! ধনকুবের! ব'ল্লে—টাকা নেই! ওঃ কি কর্ব্ব!

(মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

বীণা—দেখ, তুমি কি এইরূপ ভেবে ভেবে একটা ব্যায়রামে পড়্‌বে! তখন সংসার কে দেখ্‌বে! চল, ঠাণ্ডা হও। অত অধৈর্য্য হ'লে চলবে কেন!

নগেন—তুমি ঠিক বলেছ! অধৈর্য্য হ'লে চ'লবে কেন! হ্যাঁ, দেখ, স্ত্রীলোক তুমি, তোমাকে রাত্রি অবসানে রাস্তায় বেরুতে হয় না! চক্ষু লজ্জার ভয় নেই! সমাজ ভয় নেই! আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে এ সব ভাব্‌তে হয়! আর ভেবে ভেবে জীবনও তুষানলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়! দেখ,

আমার কি মনে হচ্ছে জান? পুত্র শোকাপেক্ষাও কন্যাদায় বড়ই ভীষণ,—বড়ই জ্বালাময়! এ চিন্তার কি সান্ত্বনা জান! —মেয়েটাকে কেটে ফেল,—সমাজের বুকে তার রক্ত ছড়িয়ে দাও !!!—দেখ যদি তাতে সয়তানদের পিপাসা কিঞ্চিৎ মেটে !!! দাও, কন্যাকে বলি দাও!!! দেখি এ উৎসর্গে কোন নূতন জগৎ ফুটে ওঠে কিনা!!! স্বর্গের হাসি, দেবতার অমৃত, তপোবনের শান্ত ও স্নিগ্ধছায়া আজ স্নেহনীড়ে হত্যা হোক্!!! দেখি—তা হ'তে কোন সুধীম প্রস্রবনের সৃষ্টি হয় কি না!!! উঃ- কি আক্ষেপ! প্রীতির জিনিষ,—যা কেবল মাত্র হৃদয় বিনিময়ে পাওয়া যায়,—তাকে তুলাদণ্ডে মাপ্‌তে হবে! ধিক্ সমাজ, ধিক্ সমাজ-সংস্কার, ধিক্ কন্যার পিতা মাতাকে,— আর ততোধিক্ সেই সয়তানদের,—যারা লোলুপ দৃষ্টিতে দুধের বালিকাদের হত্যা দেখ্‌তে ব'সে আছে! ভগবান! —একটা বজ্রে এ জাতির সমাজকে ধ্বংস করে দাও!— সমাজের পাপ সমূলে উৎপাটন কর!!!

[নগেনের প্রস্থান।

বীণা—ভগবান! রক্ষা কর!

(বীণার প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

ডোস্ সাহেবের বাটী।

(ডোস্ সাহেব একাকী বসিয়া মদ্যপান।)

ডোস্—তাইত কি করি! wife এর গয়না নিয়ে বিলেত পালালুম। সাড়ে তিন বছর রইলুম। ফিরে এসে কিছুই সুবিধে হচ্ছে না। আর ত দিন চলে না। কোন কাজ কর্ম্ম পাচ্ছি না যে, একটা অবলম্বন ক'রে দাঁড়াই। সহজে কোন কাজ জুটবে বলে বোধ হচ্ছে না। বিলেতের শিক্ষা দীক্ষা Free life এর ওপর নির্ভর করে। Free land এর শিক্ষা যে রকম উপযোগী, তারা সেই রকমই শেখে। সেখানকার Industry, agriculture training আর আর যেরূপ Enterprising ব্যাপার আছে, এখানে তার কিছুই নেই। তাই ভাবছি কি ক'রে একটা কাজ কর্ম্ম জোটাই! এমন ভাবে আর ত দিন চলে না। আবার without a lady none can be a fine gentleman—এই ভেবে বিরাজকে নিয়ে এলুম। মনে কল্লুম, তাকে একটা English Education দিয়ে তাদের views গুলো Broadened ক'রে নেব। তাদের Duties and rights ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে We shall carve out a path for ourselves. She would be the pioneer of the suffragist movement here. বাস্তবিক, মেয়ে মানুষ কিসে ছোট? আমাদের চেয়েও কিসে হীন? এইটে

সমাজকে বেস ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে একটা Revolution create ক'রে নিজের পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। But who is to bell the cat? যাক্, সে পরের কথা, এখন চালাই কি ক'রে সেইটেই ভাবনা। আচ্ছা - ডুবেছি না ডুবতে আছি—বিরাজ—বিরাজ—

(বিরাজের অন্তরাল হইতে কথোপকথন)

বিরাজ--কেন?—কি বলছ?

ডোস্—এদিকে এস, একটা কথা বলি, শোন।

বিরাজ—বাইরে যাব কি? এখানে এসে বল।

ডোস—ভাল বিপদ! এদিকে এস না, তার পর যা বলবার বলছি।

(বিরাজের প্রবেশ।)

আচ্ছা এত ক'রে বোঝাচ্ছি, তবু বুঝতে পার না। আলোয় এলে Enlightened হবে। আর ঘরের কোণে থাকলে যে তিমিরে—সেই তিমিরে। এটুকু ত বোঝো!

বিরাজ—আলো তিমির অতশত বুঝি না। একা একা এ সব কাজ হয় না। পাঁচ জনের সঙ্গে ত চলতে হবে।

ডোস্—আরে ঐটেই ত বন্ধন! ঐটেই ত পায়ের বেড়ী! প্রাণ যেদিকে চায়, সেদিকে যাব না। মুক্ত বায়ু সেবন ক'র্ব্ব না। আদান প্রদান ক'র্ব্ব না। এই সব কুসংস্কারগুলোই দেশকে মজিয়েছে। তোমাকে না বল্লুম যে Romantic movement ব'লে একটা ব্যাপার আছে। তার ফলে আজ স্বাধীন দেশে কত ভাল ভাল সৃষ্টি হচ্ছে, তা কি জান?

বিরাজ—রোমানটিক্ মুভ্‌মেণ্ট অত বুঝি না। যা আমাদের পাঁজি পুঁথিতে নেই, সে পথে চলব না।

ডোস্—দেখ ও সব কথা ছাড়। পুরাতনের গণ্ডী কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে। একটা নূতন কিছু কর্ত্তে হবে,—তবে আমাদের উপায় হবে। দেখ, বেস ভাল ক'রে বুঝে দেখ। আমি বিলেত ফেরত। যা শিখে এসেছি, তাতে এখানে পয়সা উপায় হয় না। সেই জন্যে নিজের পথ নিজে কেটে বার কর্ত্তেই হবে।

বিরাজ—আমি বাইরে বেরুলেই তোমার পথ পরিষ্কার?

ডোস্—ওগো, না—না—তা কেন। আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সংসার যাত্রার উপায় বার কর্ত্তে হবে। এ একটা কাজকে কাজ,—টাকাকে টাকা—দুইই। আর দেখ, তোমরা ছোট্ট কিসে? তুমি রূপবতী—বুদ্ধিমতী। তুমি যদি সমস্ত স্ত্রীলোককে তাদের নেয্য দাবী বুঝিয়ে তাদের সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিকে উন্মত্ত ক'রে তুল্‌তে পার,—তা হ'লে একটা কাজ হয়! দশ জনে মান্‌বে, তোমারও আয় হবে। তা না হ'লে কি ক'রে চালাব বিরাজ! আজ না হয় কোন রকমে কাটালে, কাল কি ক'রে হাঁড়ি চড়াবে বল!

বিরাজ—সে ত বুঝলেম্। এখন আমাকে কি কর্ত্তে বল?

ডোস্—বলব আর কি। মৃণালের বের জন্যে তোমার বাবা নিশ্চয়ই কিছু টাকা জোগাড় ক'রেছেন। ১৫ দিনের—নিদেন পক্ষে - এক সপ্তাহের কড়ারে শ' দুই টাকা ধার ক'রে নিয়ে এস। তারপর যা কর্ব্বার— আমি কচ্ছি।

বিরাজ—হ্যাঁ গা কি বলছ ? বাবার আমার যে কি অবস্থা, তা তুমি কি জানবে। গলায় আইবুড়ো মেয়ে ঝুলছে। টাকার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন। দেখ, এ সব পাগলামী ত্যাগ কর। এত বড় বাড়ী কি দরকার ? চল বাঙ্গালী পাড়ায় থাকিগে। কাজ কর্ম্মের চেষ্টা কর। সুখে দুঃখে দিন কেটে যাবে।

[মুচির প্রবেশ ও বিরাজের প্রস্থান।

মুচি—হুজুর, হামারা পয়সাটো দে দিজিয়ে। বহুত রোজসে ঘুম ঘুম যাতা হ্যায়। গরীব আদমি হুজুর—

ডোস্—(মুখে চুরুট দিয়া) কেট্যা হুয়া ?

মুচি—হুজুর—সাড়ে চার আনা।

ডোস—(পকেট হইতে ব্যাগ বাহির) আচ্ছা, বয়কা পাশ সে লে যাও। খুচরা পয়সা নেহি হ্যায়। রূপেয়া তোড়ানে হোগা।

মুচি—রূপেয়াকা পয়সা হাম দেগা হ্যায়।

ডোস—নেহি নেহি, আবি দিগ্ মাত্ করো। বয়সে লে যাও।

মুচি—এ কেয়া, হুজুর, জবরদস্তি বাত্ হ্যায়। গরীব আদমি কাম কিয়া, আওর এক মাহিনা সে আপ চার আনা পয়সা দেনে নেহি সেকৃতা।

ডোস—যাও, নিকাল যাও। পয়সা নেহি দেগা।

মুচি—কাহে নেহি দেগা ? আলবৎ দেনে হোগা।

ডোস—শূয়ার কা বাচ্ছা। নিকালো।

মুচি—দেখো সাব, মুখ সামালকে বাত্ কহো।

(ডোস মারিতে উদ্যত ও মুচি বুরুশ বাহির করিয়া ডোসের মুখে ঘসিয়া দিতে উদ্যত ও "হুস্ বাড়ী আছ"

বলিয়া সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা—এ কি!

ডোস—(মুচিকে মারিয়া) দেখো সদানন্দ বাবু, এ শালাকো হাম্ পুলিশমে দেগা।

সদা—এই বেটা মুচি। সাহেবের সঙ্গে মারামারি।

মুচি—হুজুর, এক্ মাহিনাসে শালা পয়সা নেহি দেতা।

সদা—আচ্ছা, (পয়সা দিয়া) তোম্ বাহার আও।

[সদা ও মুচির প্রস্থান।

বিরাজ—(সহসা বাহিরে আসিয়া) হ্যাঁগা, এ সব কি! মুচির সঙ্গে মারামারি।

ডোস—(মুখ বিকৃতি করিয়া) কদিন ধরে খোসামোদ কচ্ছি। কিছু টাকা—তা হ'লে এ সব ঘটত না!

(মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

বিরাজ—(স্বগতঃ) তাই ত! ভগবান্ কপালে এই লিখেছিলে! শেষকালে মুচির হাতে অপমান! আহা! এক্‌বারে মুচ্‌ড়ে গেছেন! আমারই কপাল দোষে এ সব হচ্ছে। বাবার কাছ থেকে যদি কিছু টাকা আনতুম, হয় ত এ অপমান আমাকে চোকে আজ দেখতে হ'ত না! কিন্তু কি করি! বাবা যে আমার পাগলের মত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন! (চিন্তা করিয়া) ঠিক্ বটে! আমার কি! তিনি পাগলের মত

বেড়ালেই বা! আমার তাতে কি! তাঁর দেখে শুনে কে দেওয়া উচিত ছিল! যদি অক্ষম জামাতা দেখেছিলেন, বে দিলেন কেন! যদি দিলেন, ত বিলেত ফেরত জামাইকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন! আমাকে স্বামী ঘর কর্ত্তে উপদেশ দিলেন কেন! না দিলে, এ সব অপমান ত চোখে দেখ্‌তে হত না। যাই, দেখি বাবার কাছ থেকে ১৫ দিনের কড়ারে শ' দুই টাকায় এ ধাক্কা সামলাতে পারি কি না! উনি যা বলেন—সে ত ঠিকই! যার ভাত নেই, তার জাত নেই! এমন কোন কাজ নেই, যাতে তার অধিকার নেই! লোকে কথায় বলে—

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা—"উদর নিমিত্তং বহুকৃত বেশ"।

[বিরাজের জিব কাটিয়া প্রস্থান।

হুস্, এ সব কি বাবা! বেটীর বরাত জোর তাই বেঁচে গেলে! নইলে মুচির হাতে আজ প্রাণটা খোয়াতে!

ডোস—দেখো খুড়ো, ও শালা বহুত বদ্‌মাস আছে।

সদা—আবার বুলি বাঁকা হ'ল কেন বাবা! জাহাজ থেকে ত অনেক দিন নেমেছ। এখনও যে বদহজম হ'য়ে ঢেকুর মারছে। বাবা, ভাঙ্গ ত মচকাও না। আচ্ছা, ও বেটীর কি দশা হবে! এখনি দেখলুম, কি বকছিল। আর চোখ্ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রোচ্ছিল। একটা কিছু মতলব এঁটেছে। দেখে মনে

হ'ল,—যেন বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ,—কিন্তু কি কর্ব্বে! বেচারা অবলা!

"বদন থাকিতে বলিতে না পারে
তেঁই সে অবলা নাম।"

১৫০৲ মাসে বাড়ী ভাড়া। দেনায় চুল বিকিয়ে রয়েছে। সত্যিত কি কর্ব্বে বল?

(কেষ্টধনের প্রবেশ।

কেষ্ট—Good day Mr. Dose. এ কি খুড়ো যে। এখানে কি মনে কোরে?

সদা—স্বার্থ যেখানে বাবা, সন্ধান সেখানে। নেশার জোগাড়ে আছি বাবা, নেশার জোগাড়ে আছি।

কেষ্ট—তা খুড়ো, তোমার নেশা ত চীনে পাড়া। এখানে কেন বাবা?

সদা—সঙ্গী জোটাতে।

কেষ্ট—Mr. Dose. এই নিন্ এ Form খানা Mrs. Dose এর স্বাক্ষর ক'রে দেবেন।

(ডোসের Form গ্রহণ ও পাঠ)

সদা—দেশ একাকার কল্লে বাবা। সোনার প্রতিমে সব পাঁকে ডোবালে।

কেষ্ট—সাধে কি খুড়ো, তোমায় চীনে পাড়া যেতে বলি। এ সব কি বুঝবে? মহিলা—যাঁরা সমস্ত সমাজের শিরোভূষণ,—সেই তাঁদেরই উন্নতি সাধনে আমরা নিযুক্ত। আমরা সভ্য জগতের

চোকে একরূপ বর্ব্বর ব'লে অভিহিত হই। নারী—সমস্ত জগতে বরণীয়া। নারীর কি জান তুমি !

সদা—কিছু না! জানি কেবল রমণী হৃদয় মণি! বুকের জিনিষ বুকের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে জানি, তোমাদের মত বিলিয়ে দিতে জানি না।

কেষ্ট—ছিঃ খুড়ো, একটা বিরাট মিথ্যে বলছ! নারী তোমাদের কাছে কেনা দাসী। অহোরাত্র ব্যাপী তাদের কাজের হিসেব খতিয়ে দেখ্‌লে বুঝবে—নারী দিবায় দাসী,—রাত্রে প্রেয়সী।

সদা—বলি বাবা, নারী—নারী ক'রে পাগল হ'লে যে। ঐ নারী উচ্চ শিক্ষা পেয়ে যখন নাড়ী ছেড়ে দেবে, তখন তোমাদেরই ঊর্দ্ধ-নয়নে বসে ভাবতে হবে।

ডোস—যাক্—কেষ্টধন বাবু, Stop please. খুড়োর সঙ্গে—

কেষ্ট—Oh no Mr Dose. এই কুসংস্কারপূর্ণ লোকগুলোকে বোঝান দরকার। এদের সব কি Narrow vision. কি স্বার্থভরা হৃদয়। নিজে লেখা পড়া শিখবে, তাদের শিখতে দেবে না। নিজে আলো হাওয়া খুঁজবে, তাদেরকে একটা ছোট লাণ্ঠান বা পাখা দেবে না। খুড়ো, আমাদের দেশে মহিয়সী বামা-গণের উপযুক্ত ক্ষেত্র থাক্‌লে দেখ্‌তে কত Florence Night-angle, কত Marie Corellie, কত George Elliot তৈরী হ'ত !

সদা—(ব্যঙ্গ করিয়া) আর বিরহ জ্বালায় ছটফট্‌ কর্ত্তুম। আর দেখতুম—ঐ নীল আকাশ, ঐ মাধবী লতা, ঐ পুষ্পভরা নিকুঞ্জ, ঐ বিহঙ্গের প্রণয়োচ্ছাসব্যঞ্জক মধুর কূজন !

কেষ্ট—আরে থাম খুড়ো, নেশার পয়সা পেয়ে থাক ত সরে পড় না। Good-bye, Mr. Dose, please return the form duly signed by Mrs. Dose.

ডোস্—Oh yes.

(কেষ্টর প্রস্থান)

সদা—আহা!

ডিসে ডিসে দিচ্ছে,
ওরা সব খাচ্ছে ;
শুধু বসে দেখছি।
নিয়ে গেল খেল্‌না,
আমাকে ত দিলেনা,
তাই আমি ভাবছি॥

বাবা হস্ এই নাও। মেয়েটাকে যেন শুকিয়ে মের না।

(কাগজে মুড়িয়া পয়সা প্রদান ও প্রস্থান)

ডোস্—একি খুড়ো, চ'লে যে! (মোড়ক খুলিয়া) তাইত খুড়ো আমার kind-hearted old father. আমার অবস্থা বুঝেছে! সবে সাড়ে এগার আনা,—আঠার আনা হলে হত ভাল। যাই চুপি চুপি শুঁড়ীর দোকানে। আর দেখি বিরাজ টাকায় কি করে।

(ডোসের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য—

—গঙ্গার বাটী—

দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলান আছে।

"দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা।"—"ডিপার্টমেণ্ট অফ্ চাঁদা আদায়"

গঙ্গা ও কেষ্টধন বাক্স লইয়া বসিয়া আছেন।

পার্শ্বে দীপ্তি কান্ত দাঁড়াইয়া আছেন।

গঙ্গা—কি হে, হিসেবটা দেখ্‌লে। কাল পর্য্যন্ত কত টাকা আমদানী হ'ল বল দেখি।

কেষ্ট—কাল পর্য্যন্ত যা আমদানী হ'য়েছে, সমস্তই ত Newspaper এ acknowledge করা হ'য়েছে। এই দেখুন না—

(খবরের কাগজ প্রদান)

গঙ্গা—ইস্! মোটে ৩॥০ হাজার! তাইত হে, কি ক'রে কি কর্ব্ব বল দিকি। হাঁ হে দীপ্তি একটু ভাল ক'রে লেখ। তোমার আজ কাল বড়ই গাফিলী হচ্চে।

দীপ্তি—আজ্ঞে, কদিন অন্য একটা বিষয় নিয়ে বড়ই ব্যস্ত আছি।

কেষ্টধন—তা হ'লে তুমি যদি এখন লিখতে না পার, আমরা অন্য Editor এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করি। কেন না, এই গরম গরম লিখতে না পাল্লে চাঁদা আসা বন্ধ হবে।

গঙ্গা—না—না—অন্য Editor আবার কি! দীপ্তি—কাল থেকে আরম্ভ কর। আর এই নাও ২০০৲ টাকা।

(টাকা প্রদান)

দীপ্তি—আজ্ঞে, ত্রুটী হবে না।

গঙ্গা—অন্ততঃ ২।৫ দিনের মধ্যে ২০,০০০৲ টাকা আসা চাই, কিছু হরিশ বোসকে Payment কর্ত্তে হবে। Motor Repair প্রভৃতি কিছু petty দেনা আছে—সে গুলো কিছু payment কোর্‌তে হবে। তার পর এবার এক বার বাকড়ো যেতেই হবে—কি বল? শুনেছি, সেখানকার জল হাওয়া বড় ভাল। হসিতাকেও নিয়ে যেতে হবে।

(নগেনের প্রবেশ)

কেষ্ট—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) আসুন—আসুন। (চাঁদার খাতা হাতে দিয়া) এই নিন্, সহি করুন। মশাই, এক দিনেই দেশ বড় হয় না। যাক্, এবার দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটা জানেন ত?—অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু বিবেচনা ক'রে সহি কর্ব্বেন। এমন হৃদয় বিদারক দৃশ্য পূর্ব্বে কখন ঘটে নি!

(চক্ষু মুছা)

গঙ্গা—দেখুন, অন্ততঃ ৫০ ০০০৲ টাকার কমে কিছুতেই থই পাব না। যেমন যেমন পাচ্ছি, অমনি সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি! তবে আমাদের জোর নেই, সাধ্যমত দেবেন আশা করি।

কেষ্ট- নিজের পরিবারবর্গকে দেখা যেমন কর্ত্তব্য, দেশের জন সাধারণ দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের দেখাও তেমনি কর্ত্তব্য!

নগেন—এই নিন্ একটি আনি আছে।

কেষ্ট—The owl did not shriek at thy birth—an evil sign!—কি দিচ্ছেন মশাই, দেশব্যাপী হাহাকার, আর কিনা—একটা আনি!—আপনার কি উদারতা!!

নগেন—কি কর্ব্বো মশাই! আমার অবস্থা বড় খারাপ!

কেষ্ট—তা এখানে না এলেই পার্ত্তেন।

নগেন—(উৎকণ্ঠিতভাবে) মশাই শুনেছি, আপনারা দেশের নেতা। আমার একটা আইবুড়ো মেয়ে আছে,—বে দিয়ে দিতে পারেন!

গঙ্গা ও কেষ্ট—এই কথা- খুব খুব। কিন্তু চাঁদা চাই।

গঙ্গা-দীপ্তি, কালই কাগজে বের ক'রে দাও।

নগেন—না, কাগজে বের কর্ব্বার মতন নয়! আমার মেয়ের বের সব ঠিক ঠাক্ হয়েছে! কিছু টাকার দরকার, তাই ভিক্ষে কর্ত্তে এয়েছি!

কেষ্ট—টাকা! টাকা কি হবে? মেয়ের বে—তা টাকা কি কর্ব্বেন?

নগেন—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) আজ্ঞে ঐটেই বুঝতে পারিনি,—তাই আপনাদের দ্বারে এসেছি!

গঙ্গা— যান, যান, এখন যান!

নগেন—মশাই, যদি দয়া কোরে এ গরিবের কথা শোনেন, জানি না, আপনাদের দয়ার্দ্র হৃদয় বিগলিত হবে কি না! শুনবেন? আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, যদি টাকা জোগাড় কর্ত্তে না

পারি—ঘুমন্ত মেয়েকে কেটে ফেলব! সমাজের পাপ উপড়ে ফেলব! আপনারা দেশের নেতা! (চরণে ধরিয়া) এই আপনাদের পায়ে ধর্চ্ছি, আপনারা কি জানেন না—দুখের মেয়ে গুলো সমাজের পাপে কি যাতনা ভোগ করে! পরোপকারই আপনাদের ধর্ম্ম!—জিজ্ঞাসা করি, গরিব বাপ মাকে বাঁচাবার কি ব্যবস্থা করেছেন!

গঙ্গা—গরিবকে অন্ন দানই আমাদের ধর্ম্ম। অন্য সাহায্য দানে ব্রতী নই।

নগেন—যদি গরিবকে অন্ন দানই ধর্ম্ম হয়,—শরণাগতকে বিমুখ করাও অধর্ম্ম!

কেষ্ট—O, A Daniel is come to judgment! মশাই, এখন সরে পড়ুন। একদিন মেয়েকে নিয়ে বামা Society তে যাবেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের তর্ক করা যাবে। মেয়েটির বয়ষ কত? আমরা সভ্য ক'রে—নোব। পারেন ত একখানা ফটো—পাঠিয়ে দেবেন।

নগেন—(উচ্চৈস্বরে) কি বল্লেন! আপনারাই না দেশ হিতৈষী,—এ কি কথা বলছেন! আমার মর্ম্মদাহ যদি আপনাদের হৃদয় স্পর্শ কর্ত্তে পার্ত্ত,—হয়ত এমন ব্যঙ্গ, উপহাস কর্ত্তে কুণ্ঠিত হ'তেন! স্বদেশ হিতৈষীর মুখোস পরে আছেন,—তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই!—ছিঃ ছিঃ—নন্দন কাননে প্রেতের আবাস! গঙ্গাজলে শৈবাল কীটাণু! দেবতার নির্ম্মাল্যের ভেতর এমন নরকের আবর্জ্জনা! ওঃ কি মর্ম্মভেদী শ্লেষ!!!

গঙ্গা—I warn you, don't trespass upon our valuable time Please do go away!!

নগেন—(যাইতে যাইতে) জগদীশ্বর! তোমার সৃষ্টির মধ্যে এত রহস্য কেন!!! সংসার শ্যামলা ধরিত্রীর মত ফুল ফলে সাজান থাক্‌লেও তারই জঠরে আগ্নেয়গিরি লুকানো আছে! জগদীশ্বর! এ সংসার কি সাপের বিষ দিয়ে তৈরী!!! এখানে দয়া, মায়া, প্রীতি, পবিত্রতা কি কিছু নেই!!!

(নগেনের প্রস্থান।)

দীপ্তি—(স্বগত) O! An inexorable dog!

A stony adversary, an inhuman wretch,

Uncapable of pity, void and empty

From any dram of mercy.

গঙ্গা—What a rogue he is!

কেষ্ট—আরে মশাই, জানেন না। গোটা কতক লোকের পেশাই হচ্ছে,—আজ কন্যাদায়, কাল পিতৃদায়,—এই রকম ক'রে কিছু আদায় করা।

দীপ্তি—(হাসিতে হাসিতে) আর আমরা হচ্ছি সব—cultured rogues.

গঙ্গা—ওহে, বন্ধ কর। চল একবার শ্রীমতী হসিতা নন্দিনী দেবীর কাছে যাই। আহা! দেবী ছাড়া আমি সবই অন্ধকার দেখি! হ্যাঁ দীপ্তি, তুমি বোধ হয় আমার দেবীকে দর্শন করনি! আজ চল—চল,—দেখবে কি জিনিষ!—কি মনোহর! কি অভূতপূর্ব্ব! আহা! (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)—সখি রে—

দীপ্তি—(তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া মাথায় হাওয়া করা)

"বন অতি রমিত হইল, ফুল ফুটনে।

পিককুল কল কল, চঞ্চল অলিদল,

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগেনের অন্দর বাটী

মৃণাল নিদ্রিত

নগেনের বঁটি হস্তে প্রবেশ।

নগেন—উঃ কি যন্ত্রণা! কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির জীবন কি বিড়ম্বনা! কেউ মুখপানে তাকায় না! নিজের সহোদর ভাই—ধনকুবের—বল্লে—"টাকা নেই"! দেশের নেতাদের কাছে গেলুম.—দূর করে দিলে! না,—আজই মেয়েটাকে কেটে ফেলব! সব যন্ত্রণার অবসান হবে!

(ধীরে ধীরে মৃণালের নিকট অগ্রসর হইয়া)

আহা! আধ মুকুলিত গোলাপ! পবিত্রতার আবাস ভূমি! কনক কিরণ প্লাবিত উষার আলোক! তোকে হত্যা কর্ব্ব বলে—এসেছি! তুই আমার শত্রু! (বঁটি হস্তে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া) কাল সর্পিনী,—না—না—কি বলছি! এ যে আমার আনন্দের চিরনিকেতন, আঁধারের আলো, হৃদয়ের রক্ত! উঃ—কি ক'রে সদ্যোজাত প্রফুল্ল প্রসূনের বুকে এ আগুন দোব! কি ক'রে এ বাসন্তী সুষমায় হলাহল ঢেলে দোব! কি ক'রে ঐ কোমল হৃদয়ের অমৃত নির্ঝর একেবারে বন্ধ ক'রে দোব! না—না—এ যে হৃদয় দৌর্ব্বল্য!—না

কোমল হব না!—কাল বা[illegible] পর[illegible] ওর বে দিতে হবে! টাকা নেই! আজ[illegible] ঝর্ত্তে হবে! আহা! (স্নেহসিক্ত দৃষ্টি স্থাপি[illegible]) "ললিতস্নিগ্ধ হসিতচ্ছবি!" আমার আনন্দময় স্নেহের মৃদুল মূর্চ্ছনা! তোর ঐ সরলতা বিজড়িত প্রশান্ত মুখে একটা চুম খাই (মুখ চুম্বন করিতে গিয়া)—না—না—ওই গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠে সাপের বিষ্ মাখান আছে! যাক্—আর দেরি কর্ব্ব না! (খুব চীৎকার করিয়া) পাষাণি!—এই ত্যাখ্—

মৃণাল—(তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এঁ্যা এঁ্যা—এ কি বাবা!—

নগেন—(চক্ষু আরক্ত করিয়া) উঠেছিস্! আর একটু থাক্তে পার্লি না!

মৃণাল—বাবা—বাবা—কেন বাবা—(কান্না)

নগেন—কাঁদ্‌ছিস্. কাঁদ অভাগিনি!—বাপমার সমস্ত কান্না সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা! আজ তোর সমস্ত যন্ত্রণার চিরনিবৃত্তি হবে! তুই জুড়ুবি, তোর গর্ত্তধারিণী জুড়োবে, আমি জুড়োব!

মৃণাল—(কাঁদিতে ২) কি বলছ বাবা! আমায় কাট্‌বে! আমি কি ক'রেছি বাবা—

নগেন—এখনও বুঝিস্ নি! (কাঁদিতে ২) আজ তোর বে! কার সঙ্গে জানিস্! সংসারের হিংস্র নরপশুর সংমিলনে নয়! সমাজের পূতিগন্ধময় কোলাহলে নয়! পণ্যবীথিকার তুলা-দণ্ডে নয়! এ বড় সুন্দর বে! নিস্তব্ধ রজনী! (মৃণালের হাত ধরিয়া জানালার দিকে লইয়া গিয়া) চেয়ে দেখ্ দিকি! উন্মুক্ত ঐ তারকা খচিত নীল আকাশের নীচে আজ তোকে সম্প্রদান ক'র্ব্ব! কি পনে আজ তোকে সম্প্রদান ক'র্ব্ব বুঝেছিস্! স্নেহ মমতার বীজ উপড়ে ফেলব!

লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করা বন্ধ ক'র্ব্ব! তোকে কেটে সভ্য সমাজকে উপহার দোব! বুঝেছিস্!

মৃণাল—কেন বাবা আমায় কাট্‌বে? আমি কি করেছি বাবা! না বাবা আমায় কেট না! আমায় কেটনা! আমার বিয়ে দিও না বাবা—বাবা—

নগেন—না মৃণাল - না,—'বাবা' বলে আমায় আর দুর্ব্বল করিস্ নি! মেয়ে হোয়ে জন্মেছিস্,—পরের ঘরে যাবি বলে ত? তা আজ পরপারে যাবার জন্য তৈরী হ':

মৃণাল—ও—বুঝেছি! উঃ কি কুক্ষণেই জন্মেছি—আমিই তোমাদের কণ্টক! না—বাবা, খুন করো না! এতে যে সকলের হাতে দড়ী পড়্‌বে—তোমায় ফাঁসী যেতে হবে! আমায় বিষ দিলে না কেন! আমি যে হাস্‌তে হাস্‌তে মরতে পার্‌তুম! আর তোমরাও জুড়োতে, আমিও জুড়োতুম! (কান্না) বাবা—বাবা—

নগেন—(দূরে সরিয়া) ঐ না,—ঐ ত বটে! ঐ যে "ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা" চোখের ভেতর থেকে স্নেহের উৎস্ উথলে উঠ্‌ছে! ঐ যে করুণা মাখা মুখখানা হৃদয়ের নিভৃত সীমান্ত মুচড়ে দিয়ে কি বলছে! ঐ যে অবিন্যস্ত কুন্তল কেশ পাশের ভেতর থেকে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য ফুটে বেরিয়ে আমাকে কি বলছে! ঐ যে মৃদু কম্পিত মুগ্ধ অধরে 'বাবা—বাবা' বলে আমার মর্ম্মন্তুদ যাতনার স্তূপকে গলিয়ে দিয়ে কি বলছে! ঐ—ঐ ত বটে!!! (মুখ ফিরাইয়া) না—না—কাটব না! কি ব'ল্লে? হাতে দড়ী পড়বে,—ফাঁসী যেতে হবে! কিন্তু এই কি পিতৃস্নেহ! মরতে

প্রস্তুত কিন্তু পাছে আমার হাতে দড়ী পড়ে—তাই বারণ কর্চ্ছে। কি পবিত্র কোরকে অশনিপাত কচ্ছিলুম! প্রীতির ওপর কালসর্প! পিতৃহৃদয়ের কি এই আশীর্ব্বাদী শান্তি জল! জগদীশ্বর!—সৃষ্টির কি প্রলয় উপস্থিত! পৃথিবী কি কেঁপে উঠ্‌ছে! স্বর্গ নরক কি এক হ'য়ে গেছে!

মৃণাল—বাবা—বাবা—মা—ও মা—(কান্না)।

(বীণাপাণি ও বিমলের প্রবেশ)

মা—মা—(কান্না)

বিমল—(হাত হইতে বঁটি কাড়িয়া লইয়া) এ সব কি বাবা!—ঠাণ্ডা হন!

বীণা—এঁ্যা—একি! সন্তান হত্যা!—কি সর্ব্বনাশ! ওগো! তোমার পায়ে পড়ি! একি কাল সাপের ফণা তুলেছ! (মৃণালকে বুকে ধরিয়া কান্না)

বিমল—(রুক্ষস্বরে) মা তুমি চেঁচিও না—সকলে শুনবে—মৃণালকে এখান থেকে নিয়ে যাও। বাবা—কি কচ্ছেন? পাগল হলেন নাকি—শান্ত হন! যাও তোমরা চলে যাও!

নগেন—(চক্ষু আরক্ত করিয়া) দেখ্, বাধা দিস্‌নি! তোর কি,—সমাজে যে মুখ দেখাতে পারি না!

বীণা—ওগো! তোমার পায়ে পড়ি,—তুমি শান্ত হও, মায়ের যাতনা তুমি কি বুঝ্‌বে!

"পুরুষ বিষয়ে রত, কেমনে জানিবে তত,
জেনেছ কি জান্থ পেতে প্রসব বেদন॥"

নগেন—না—সরে যাও! আমার যাতনা তুমি কি বুঝ্‌বে! "নৈরাশ্যের ভৈরবী ছায়া,"—দারিদ্র্যের তীব্র ভ্রুকুটি,—সর্ব্বনাশী সমাজের ভীষণ প্রহার—না—না—তোমরা সরে যাও—সরে যাও—মেয়েকে আজ বলি দোব!!!

বীণা—মেয়ের বে দিতে পারেন নি ব'লে মেয়েকে কাট্‌তে এসেছেন! ছি! ছি!!—খুন করে সমাজের কাছে মুখ রক্ষা কর্ব্বেন! এতে লোকে তোমাকে পূজো কর্ব্বে! হ্যাঁগা, কে তোমাকে এ মন্ত্রণা দিলে! সমাজ, সমাজ করে পাগল হ'য়েছ! তাই মনে করেছ কেটে কুটে সমাজের মাথা রাখ্‌বে! সত্য সত্য কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে?

বিমল—বলছি গোলমাল করো না! মৃণালকে সামনে থেকে নিয়ে যাও! পাড়ার লোকের সামনে কি একটা ঢলাঢলি করবে।

(বীণা মৃণালকে লইয়া প্রস্থান)

নগেন—(বসিয়া পড়া) উঃ জগদীশ্বর!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—হসিতার বহির্বাটী—

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা—এবার সভ্য না হোয়ে আর ছাড়্ছিনা। এ কলকাতার হাওয়ায় দেখ্ছি বেশ জমাটি নেশা ধরেছে। তোফা জায়গা বাবা! তোফা বেড়াও, স্ফূর্ত্তী কর। বেটা ঠিকই বলেছে,—"হেসে নাও দুদিন বইত নয়"। আচ্ছা, এই যে এ বাড়ীতে হসিতা ব'লে, একটা ছুঁড়ী আছে, শুনেছি সেটা না কি পোদের মেয়ে। কলকাতা—এমনি জায়গা বাবা, সেও পাথরে লিখে রেখেছে—শ্রীহসিতা নন্দিনী দেবী। যাক্, কেষ্টা বেটার মায়ের সপিণ্ডকরণের সময় হ'য়ে এল। বেটাকে খোঁজ ক'রে বলে যাই। আর বলেই বা কি হবে। সে বেটা কি ও সব মানবে। আহা! মাগী মর্ব্বার সময়ে বেটাকে দেখ্বার জন্যে কতই না ছট্‌ফট্ কল্লে। বেটা চামার! একবার গেল না! যাক্, (একটু অগ্রসর হইয়া) এ বাড়ীতে কেষ্টধন আছ,—ও কেষ্টধন।

হসিতা—(উপরের জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া) আপনি কাকে খোঁজেন?

সদা—আপনার নাম শ্রীমতী হসিতা নন্দিনী দেবী?

হসিতা—হ্যাঁ, আমারই নাম—শ্রীহসিতা নন্দিনী দেবী—"শ্রীমতী" নয়।

সদা—সেই ব্যাকরণ বিভীষিকা! "শ্রীমতী" উঠে গেছে। যাক্, একবার অনুগ্রহ করে যদি নীচে আসেন।

(হসিতার নীচে আগমন)

হসিতা—(বৈঠক খানার ভিতর হইতে) আসুন, ভেতরে আসুন।

(সদানন্দের ভিতরে প্রবেশ)

সদা—এখানে আমার ভাইপো—কেষ্টধন—যাওয়া আসা করে, শুনেছি ; তার খবর কিছু বল্‌তে পারেন।

হসিতা—কি খবর চান ?

সদা—তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এই শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে তার মায়ের সপিণ্ডকরণ হবে। একবার দেখা করে বলে যাব। তারপর যা হয় সে করুক। আমি ব'লে খালাস।

হসিতা—কি বল্লেন ? তাঁর মাকে suspend করেছে ? কে ? কবে ?

সদা—সপিণ্ডকরণ হয় নি। একাদশীতে হবে, তাই বল্‌তে এসেছি।

হসিতা—Suspend হয়নি, হবে—তাই বলতে এসেছেন। হা—হা—আপনার বাড়ী কোথা ?

সদা—কেন, আপনাদের জীবদ্দশায় পিণ্ডী দেওয়া হয় না কি ?

হসিতা—আমি আপনার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। কেষ্টবাবুর mother suspend হননি, তবে একাদশী তে কি হবে ?

সদা—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিণ্ডদান করতে হয়। নইলে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার হয় না। বুঝেছেন ?

হসিতা—Oh, now I understand, his mother will take pudding on the 11th day of the moon. ভাল, বসুন—আমি বুঝেছি।

(গঙ্গাবাবু, কেষ্টধন ও দ্বীপ্তির প্রবেশ)

Halloo, Kristodhone babu, your mother will take pudding. Here is her ambassador.

কেষ্ট—(স্বগত) কি আপদ! (প্রকাশ্যে) এখানে কি মনে করে!

সদা—এই বাবা, জোয়ারের জলে ময়লার মত ভেসে বেড়াচ্ছি, দেখি—কার শিরোভূষণ হই। একাদশীতে সপিণ্ডকরণ মনে আছেত?

গঙ্গা—খুড়ো আমাদের বেশ লোক্। মনে কোন কারচুপি নেই। তারপর হসিতা বাবু, কেমন আছেন?

হসিতা—ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

গঙ্গা—আমাদের কঠোর শরীর এক ভাবেই চলে। জোয়ার ভাঁটা নেই।

হসিতা—(হাসিয়া) পুণ্যের শরীর কিনা!

দ্বীপ্তি (আপনার মনে আকাশের দিকে তাকাইয়া)

আর কি বাজিবে বাঁশী যমুনা পুলিনে।
আর কি আসিবে শ্যাম "রাধা রাধা" ব'লে॥
হৃদয়ের রেণুবাস প্রস্ফুট নলিনে।
আর কি বসিবে সখি! সে যে গেছে চলে॥

গঙ্গা—আরে কবিচরণ, একটু ধৈরজ ধরে—ন। এ ত গন্ধর্ব্ব লাইব্রেরী নয়।

হসিতা—গঙ্গা বাবু, ইনি আপনার বন্ধু, বোধ করি। আপনার ন্যায় ইনিও একজন সুকবি।

গঙ্গা—আজ্ঞে—

দীপ্তি—নিশি জাগি কাব্য লিখি নাম "কোলাকুলি"।
প্রবাসে রেখেছি নাম লিখি "জলাঞ্জলি"॥
লিখিয়াছি "বাদুড়ের যামিনী ভ্রমণ"।
"বোল্‌তার হুল" আর "নিঠুর পবন"॥
"আত্মতত্ব" "প্রত্নতত্ত্ব" "সঙ্গীতের রস"।
"চর্ব্বিত-চর্ব্বণ" কাব্যে পাইয়াছি যশ॥

হসিতা—গঙ্গা বাবু, কবি মানুষগুলো নিজেরাও পাগল হয়, আরা যারা কবিতা পাঠ করে, তারাও সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়—এ এক রকম মন্দ নয়।

সদা—ঠিক কথা মহাশয়। কবি কবিতা আর পাঠক পাঠিকা,—যেন একাধারে—জীবন-যৌবন, কপোত-কপোতী, শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্র!

কেষ্ট—কি খুড়ো, শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্র কি বলছ? আজ মৌতাত বুঝি এখনও হয় নি।

সদা—বাবাজী, খুড়ো তোমার আঁকা বাঁকা কথা কয় না। যে টুকু খাঁটি কথা—তাই বলে। শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্র—বুঝেছ?

কেষ্ট—খুড়ো, স'রে পড় এখান থেকে। আমাদের সৎ উদ্দেশ্য পণ্ড করে দিও না। সরে পড়।

হসিতা—আহা হা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কটু বলবেন না। আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমার নিন্দা হ'তে পারে।

কেষ্ট—সরে পড় খুড়ো, সরে পড়। এ তোমার দেশে চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক পোড়ান নয়! এখানে কাজ—কাজ—কেবল কাজ! বুঝলে—

দীপ্তি— বাজে কাজে প্রাণনাথ যেওনা কখন।
যাইলে ত্যজিবে প্রাণ অভাগিনী দাসী॥
তুলে লও অশ্বপৃষ্ঠে বগল ধরিয়া।
ওই শুন ভেরী নাদ হানিছে পবন॥

কেষ্ট- খুড়ো, যাও এখান থেকে। তোমার সেই দেশের চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে যাও। পরস্ত্রী দর্শন, আর পরনিন্দা কখন প্রাণ ভরে করগে।

সদা—কি বল্লি কেষ্টা, চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আমি পরস্ত্রী দর্শন কর্ব্ব।

দীপ্তি— দরশনে হরে দোষ, পরশনে মুক্তি
সত্যযুগ হ'তে এটা শাস্ত্রের যুকতি॥

কেষ্ট—খুড়ো—

গঙ্গা—খুড়ো, আর কেন বকাও। কেষ্টধন যখন এত বল্‌ছে, তখন যাওই না কেন।

সদা—হাঁ বাবা যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা ব'লে যাই। ভেজালের দেশে সাঁচ্চা কি চলে বাবা? এ যে সবাই শালগ্রাম, কেউ নুড়ি নয়। দেশের কাজ, স্ত্রী শিক্ষার ভান ক'রে এঁকে নিয়ে কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি কর্চ্ছ,—অথচ দেশের আইবুড়ো মেয়েগুলোর বে হয়না।

হসিতা—Fie, hold your tongue, you old brahmin!

কেষ্ট—(ক্রুদ্ধ হইয়া) খুড়ো—

দীপ্তি— "ম'রেও না মরে রাম এ কেমন বৈরী"।
ছেড়েও না ছাড়ে প্রেম, কি জিনিবে তৈরী ॥
[সদার চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।

গঙ্গা—আচ্ছা পাগল!

কেষ্ট—মিস্ হসিতা সুন্দরী, তা হ'লে আপনি বামা Societyতে যোগদান কর্চ্ছেন!

হসিতা—With all my heart, আমাদের দেশে মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌লে এত দুর্দ্দশা হ'ত না।

দীপ্তি— সরলা অবলা বালা, গঙ্গা ঘাটে যায়।
ফিঙ্গে ছোঁড়া পিছে লেগে করে হায় হায় ॥
ইষ্টিশনে, রেলে, তীর্থে নাহি লাজ ভয়।
আঁখি ঠেরে গুপ্ত বাঁশী কত কথা কয় ॥

গঙ্গা—কি হচ্ছে দীপ্তি, লেডীদের সাম্‌নে তোমার রসনা সংযত হওয়া উচিত।

দীপ্তি—None but the brave. none but the brave,
None but the brave, deserves the fair.
ঠিক কথা গঙ্গা বাবু, আর এমন হবে না। আমি Her Holinessএর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্চ্ছি।

(নতজানু হইয়া)

কাফ্‌-স্কীন্ জুতা হ'তে দেহ ধূলা রাশি।
পরম পবিত্র সে যে গণি সম কাশী ॥
মহিলা ফেবারে (favor) আজি ধন্য হব আমি।
শিক্ষিতা রমণী সে যে পুরুষের স্বামী ॥

ফল্গুনদী সম ওগো! হৃদে প্রেম ভরা।
দু'হাতে বিলাতে চায়, যে বা দেয় ধরা॥
অয়ি বামা, অয়ি রামা, অয়স্কান্ত মণি।
ক্ষমা কর এ অধীনে, কেটে যাক্ শনি॥
কেমনে বর্ণিব আমি কত তব গুণ।
তোমার কৃপায় ওগো! দেহে ধরে ঘূণ॥
বাবুদের "বাবু" তুমি, প্রণয়ের খনি।
"সরমের শরভাজা" খাঁটি দুধে ননী॥
"আঁখি ঠেরে দাও তুমি প্রাণনাথে ফাঁসী"।
তোমার চরণ তলে, গয়া গঙ্গা কাশী॥

কেষ্ট—Bravo, Bravo! মিস্ হসিতা সুন্দরী, এখন চলুন, অন্য সময়ে এ সম্বন্ধে কথা কইব।

[কেষ্টর প্রস্থান।

গঙ্গা—দেখ্‌লেন হসিতাবাবু, কেষ্টধনের দেমাক্ দেখ্‌লেন। কেন আমরা আছি বলে, ওঁর কাজে বড়ই বিঘ্ন হচ্ছিল।

হসিতা—কি ক'রে বলব বলুন। পুরুষ মানুষের কথা পুরুষ মানুষেই বল্‌তে পারেন।

দীপ্ত—একি কথা কহ কান্তা নিঠুর পুলকে।
রমণী পরশ মণি বলে তাহা লোকে॥
পুরুষ চরিত্র বুঝে কর প্রেমদান।
চীবর ছুড়িয়া ফেলে নব পরিধান॥

হসিতা—গঙ্গাবাবু, এ নবীন কবিটির নাম কি?

দীপ্তি—মম নাম নিতম্বিণী, শুনিতে বাসনা।
কহি এবে সত্য কথা নাহিক ছলনা॥
আমার প্রকাশে বাজে ধরণীর বীণা।
সর্ব্ব জাতি করে মোরে নিত্য উপাসনা॥
একাধারে কবি আমি প্রেমিক রতন।
সমগ্র মেদিনী মম রসেতে মগন॥
ওই হের মম নাম স্বর্ণ পটে লেখা।
পূরবে পশ্চিমে ওহো! পড়ে গেছে রেখা॥

[দীপ্তির ছুটিয়া প্রস্থান।)

গঙ্গা—হসিতা বাবু—

হসিতা—আজ্ঞে—

গঙ্গা—(গদ গদ ভাবে) বড় পিপাসিত আমি! এই নিন্ (টাকার থলি প্রদান) দীনের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন!

হসিতা—গঙ্গাবাবু, ভালবাসায় সুখ, না ভালবাসা পেয়ে সুখ?

গঙ্গা—One is Amazon, other is Mississipi! অনেক দিন একথা ভেবেছি,—আবার ভাব্‌ব! বুকের রক্ত দিয়ে তোমার চরণ পূজেছি! তার পরে তুমি কঠিন-সমস্যায় ফেলেছ! হসিতা—হসিতা--আমায় রক্ষা কর!

[পদতলে পতন।]

তৃতীয় দৃশ্য।

ডোসের বৈঠকখানা।

ডোস ও সদানন্দ।

ডোস—দেখ খুড়ো, মনে কর্চ্ছি একটা "At home" পার্টি দোব।
তা না হ'লে বাজারে খাতির হয় না।

সদা—আজ যে বেশ ফুটফুটে হ'য়ে আসরে নেমেছ। কোথাও শিকার জুটেছে না কি ?

ডোস্—আর খুড়ো শিকার! একটা শিকার জুটিয়ে দাও, দেখ্‌বে কমিশন কিরূপ। একদিকে 25 % আবার অন্যদিকে Cash against delivery, বুঝলে ?

সদা— তা এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে বল দিকি ?

ডোস্—কোথাও না। জুতা জামা পরেছি বলে? আর খুড়ো, তোমার কাছে লুকোবার কোন দরকার নেই। তুমি ত সবই জান। এই বুট জোড়াটা দেখছ,—ঐ আটপৌরে—পোষাকী —সব এইতে ঠেকেছে। দেখ খুড়ো, আগে ভাবতুম, বিলেত ফেরতা লোকের কোন কষ্ট নেই, কিন্তু তিনবার করে Shave কর্ত্তে আর পোষাক বদলাতে Suicideএর চূড়ান্ত হয়!

সদা—হুস্, বাবা, শুনেছি সুন্দরীর লোভে অনেকে সাগর পানে যান। ফিরে এসে দেশের রীতি নীতিকে ভেংচি কাটেন। সেখানে বস্‌রার গোলাপ দেখে, এখানকার রামী বামীকে আর মনে ধরে না।

ডোস্—যাক্ খুড়ো, এখন একটা "At home" কর্ব্ব, কিছু টাকা জোগাড় কর্ত্তেই হবে।—না হ'লে চলবে না।

সদা—হ্যাঁ বাবা, ঐ হোমও কর, আর শান্তিজলও নাও। সব গেরো কেটে যাক্। আর ঐ পোড়া ডোস্ ঘোষ্ হ'য়ো না। ও বড়লোকদেরই সাজে,—বুঝলে?

(উড়ের প্রবেশ)

উড়ে—সাব, চা—বিস্কুট—চিনি দুগ্ধ কুছু নহি। মতে কি মতি সে চা বনাইব।

[প্রস্থান]

ডোস্—খুড়ো, শুন্‌্লে? এর উপর দুটো নালিশ হয়েছে।

সদা—হ্যাঁ, তা এই রকমই হয়! ভদ্রঘরের ছেলে সভ্য হয়েছ, মাথায় মোট কর্ত্তে পার্ব্বে না। সপরিবারে অন্নাভাবে মর্ব্বে, সেও ভাল, তবু গতর খাটিয়ে পয়সা উপায় কর্ব্বে না।

ডোস্—ঐ ত খুড়ো, খালি Advice Gratis কর্ব্বে! মান ইজ্জত বজায় থাকে, এমন কাজ কর্ত্তে হবে ত।

সদা—নিশ্চয়, বাপ্ গলায় দড়ি দেবে, অন্নাভাবে সপরিবারে মর্ব্বে, তবু মান ইজ্জত বজায় ওলা কাজ চাই। তাই কর।

ডোস্—খুড়ো, কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সদা—তা বাবা, যদি না বোঝ, কি কর্ব্বো। দেখ, আঁব ফিরি করে বেড়ায়, একটা লোককে একদিন জিজ্ঞেস্ কল্লুম—রোজ কত উপায় হয়। সে বল্লে—মশায় এর কিছু ঠিক নেই, তবে মরসুমে ৫০০৲ টাকা দেশে নিয়ে যাই, সম্বৎসরের খরচা, জমীদারের খাজনা প্রভৃতি দি।

ডোস্—(হাসিয়া) তা হ'লে কাল থেকে আঁবই বেচব।

সদা—হ্যাঁ বাবা, এতে যে হাসবার কথা ঢের আছে। কাব্‌লেগুলো কতদুর থেকে আসে বল দিকি ?

ডোস্—খুড়ো, ও সব বাজে কথা ছাড় বাবা। এখন কিছু টাকা জোগাড় করে দাও। আমি hand-note লিখে দেবো।

সদা—দেখি বাবা।

ডোস্—খুড়ো, তোমায় আর কি বলব। তুমি সত্যি করেই আমার Kind-hearted old father। এখন টাকাটা জোগাড় করে দাও। আর বাবা খুড়ো, তুমি যে বলেছিলে, তোমার মামাতো ভায়ের কাছে নিয়ে যাবে। তা হ'লে কালই তাঁর কাছে চল।

সদা—তা সেখানে গিয়ে আর কি হবে। ভায়া আমার বলে যে, আফিষে সাঁতার জানা লোক কি ক'র্ব্বে। খেয়া ঘাটে যেতে বলে।

ডোল্—Shame Shame !

[বাউল বেশে কতিপয় লোকের প্রবেশ ও গীত]

দশটার সময় শ্যামের বাঁশী বাজে কলকাতায়।
সারী সারী ঐ যত কলার বাঁধা (কুলবধূ নয়) হাম্বা হাম্বা রবে ধায় ॥
কেউ দেখে রিষ্ট ওয়াচ, কেউ বা তাকায় গির্জ্জাপানে।
ঐ গো গেল বেজে ১০টা, সাহেব হাত যে দেবে কানে ॥
ঐ গো ঐ পোড়া বাঁশী কানে শুনে প্রাণ যে কেমন করে।
ও তোর বাঁশীর সুরে মন মজে যায়, কেমনে থাকি ঘরে ॥

লালদিঘীতে বইবে উজান, নাইক হেথা যমুনা।
ও যে গৌর প্রভুর পদাম্বুজে মিঠে প্রেমের নমুনা॥
গোপিনী সব থাকবে ঘরে, গোপেরা সব ছুটে যাবে।
মাস্কাবারে তিরিশ গোলা প্রিয়ার হাতে তুলে দেবে॥

[বাউলগণের প্রস্থান]

সদা—মন্দ নয়, এক ঝলক্ বিদ্যেসুন্দর শোনা গেল।

(জুতা, চশমা প্রভৃতি পরিয়া বিরাজের প্রবেশ)

বিরাজ—নমস্কার মশাই। কেমন আছেন?

সদা—হ্যাঁ মা আছি ভাল। (বিরাজের দিকে তাকাইয়া ও কিয়ৎক্ষণ পরে) তা দেখ, এই গাছের পাতার ভেতর যে আঁবগুলো থাকে, সেগুলো প্রায়ই গাছপাকা হয়, আর তার মালিক যথা সময়ে তার স্বত্ব উপভোগ করে;—আর এ যে আঁবগুলো পাতার বাইরে ফলে, অর্থাৎ লোকের চোখে সব সময়ে পড়ে। সেগুলোকে হয় পাড়ার লোকে—নয় রাস্তার লোকে পাকতে দেয় না। অসময়ে চুরি কোরে পেড়ে নিয়ে যায়।

বিরাজ—সত্যি খুড়ো, লোকের কি অন্যায়। পরের জিনিষ একে ত চুরি কর্ত্তে নেই, তার ওপর অসময়ে পেড়ে নিয়ে যাওয়া খুব অন্যায়।

সদা—হ্যাঁ, তারপর শোন। পেড়ে নিয়ে তাই কি ছাই খেতে পারে, হয় চাউলের ভেতর গুঁজে রাখে, নয় কাঁচা খেয়ে দাঁত্ টকিয়ে ফেলে। এ জেনে শুনেও তবু চুরি কর্ত্তে হবে।

(সদা বলিতে বলিতে প্রস্থান)

ডোস্—বড় তোফা মানিয়েছে। চল একবার Eden Garden হোয়ে ভবানীপুরে যাই। তোমার Lady Friends কেউ সেখানে আজ আসবে ?

বিরাজ—চল, দেখা যাক্। হ্যাঁ, একটা কথা বলছিলুম। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'য়েছে। অতি সুন্দর লোক। আমাকে Waltair নিয়ে যাবেন বলছিলেন।

ডোস্—Don't leave me here alone. তা আমাকে যেন এখানে একলা ফেলে যেও না। আমিও যাব।

বিরাজ—মা গো! তোমার যে চেহারা! কি করে মিঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে পরিচয় দোব বল দিকি।

ডোস্—ওগো my dear চেহারায় কি করে। আমি পলকা ডান্স জানি, সাঁতার কাট্‌তে পারি।

বিরাজ—ওগো! আমিও সেদিন মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তাদের বাগানে নাকল দোলায় চড়েছিলুম। তুমি ব'স, বয়কে জিনিষ গুলো গুছিয়ে নিয়ে যেতে বলি।

(বিরাজের প্রস্থান।)

ডোস্—যা মতলব কোরেছি, সে কাজ কোর্ত্তেই হ'বে। মৃণালের বের টাকা যেমন ক'রে হ'ক্ চুরী কোর্ত্তেই হবে। তার পর তাকে নিয়ে সরে পড়া। মৃণাল—সে সুন্দরী আছে। বেশ নব্য মতে থাকব। অনেক শিকার হাতে আস্‌বে। দিন বেস্ সুখে কেটে যাবে। বিরাজকে অনেক কষ্টে বাইরের আলোকে এনেছি। এ সুবিধে ছাড়া হবে না। আর গুপ্ত প্রণয়—সে ত ঘরে ঘরে। দেখি বিবিসাহেবের কত দেরী।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

হসিতার পুষ্পোদ্যান।

হসিতা ও শচীন্দ্র।

শচীন্দ্র কালেজের ফেরতা পুস্তক হাতে করিয়া গিয়াছে।

হসিতা—তা যাই বলুন। আমার ভিক্ষা পূরণ কর্ত্তেই হবে। শচীন বাবু! আমায় নিরাশ কর্ব্বেন না!

শচীন—না—না, কিন্তু এখন আমায় ছেড়ে দিন। কালেজের ফেরতা এসেছি। আর এখনই কেষ্টধন বাবু, গঙ্গা বাবু সব এসে পড়বেন। গঙ্গাবাবুকে আমি বিশেষ মান্য করি, তিনিই আমাকে বক্তৃতা কালে, বড় লোকের কাছে Introduce করা, সবই করেছেন। আমি এখানে আসি দেখ্‌লে রাগ কর্ব্বেন। আজ চল্লুম।

হসিতা—কে আসবে! Damn গঙ্গাবাবু! লোকটাকে দেখ্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়! যখন এয়েছেন, আজ আর যাওয়া হবে না। এই নিন্—(মদ্যপ্রদান) একটু খান।

শচীন—আমি খাই না, জানেন। আমায় অনুরোধ কর্ব্বেন না।

হসিতা—সে কি! আপনি না কালেজে পড়েন! ছিঃ ছিঃ আপনি এত backward তা জানতুম না। নিন্, একটু Health পান করুন।

শচীন—আমায় মাফ্ কর্ব্বেন।

হসিতা—তা হয় না। ভালবাসা উপেক্ষা কর্ত্তে নেই, গ্রহণ ক'রে প্রতিদান করতে হয়!

(জোর করিয়া মুখে প্রদান)

শচীন—কি কল্লেন! আমার Friends রা মদের গন্ধ পাবে। কি বল্‌বে সব!

হসিতা—সেই জন্যই ত বল্‌ছি, আজ আর যাওয়া হবে না। (জড়িত-স্বরে) শচীন বাবু, আপনি জানেন না, আমার এই তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে একটি তারা জেগে উঠেছে! যা অতি উজ্জ্বল! অতি মধুর! অতি স্পৃহনীয়! আসুন,—আজ এই মৃদুপবনবিকম্পিত বসন্তলতার মাঝে দুজনে হারিয়ে যাই! অদূরে মাধবী যামিনী কম্র পদবিক্ষেপে তমোহরের আবেশময় কৈরব বুকে নিয়ে আমাদিগকে প্লাবিত কর্ত্তে আস্‌ছে! এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর্ব্বেন না!

শচীন—না—না—আমায় আজ ছেড়ে দিন।

(যাইতে উদ্যত)

হসিতা—শচীন্ বাবু—শচীন্ বাবু—চন্দ্রোদয়ে শৈবলিনী বুকে যে মাধুরী জেগে উঠেছে,—তাকে কালো মেঘে হরণ কর্ব্বেন না! যে স্নিগ্ধ, সুগন্ধি, পুলকময় বায়ুরাশি আমার উত্তপ্ত হৃদয় স্পর্শ করেছে,—তা বন্ধ কর্ব্বেন না!—আমার ভোগের উচ্চ স্পৃহা নষ্ট কর্ব্বেন না! আমরা দুজনে নির্ম্মমতা ও কোমলতার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েছি!—আজ আমার——থাক্!

(শচীনকে যাইতে দেখিয়া)

সত্যি সত্যি যাচ্ছেন? আচ্ছা, কথাটার জবাব দিয়ে যান।

শচীন—দেখুন সমাজে বেরুতে হবে। বিবাহ কি ক'রে করি।

হসিতা—কি বল্লেন শচীনবাবু? সমাজ! এ কথা আগেই বলেন নি কেন? কিসের সমাজ! ওঃ আপনি তা হ'লে জানেন না, সোনার চশমা আর মটর গাড়ী সমাজের ধার ধারে না। আর

সমাজ আশঙ্কা কর্চ্ছেন! দেখুন শচীন বাবু, আপনি শিক্ষিত, আমার এ সম্বন্ধে বলা কিছু উচিত নয়। দেখুন,—চেয়ে দেখুন —ঐ নীল আকাশ! ওখানে যখন চাঁদ ওঠে,—সে কি কেবল রাজ অট্টালিকায় শোভা পায়,—সে কি সুন্দর কুৎসিত বিচার করে!—না—না,—সে যে সমভাবে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে! শচীন্ বাবু! পৃথিবীতে যা মনোহর,—যা আবেগময়,—যা উন্মাদকর!—সে সমাজের বলুন, সম্প্রদায়ের বলুন কারুর জন্য অপেক্ষা করে না! সে বোঝে, সেই তার আনন্দ, সেই তার জীবন মরণ!! (হাত ধরিয়া) আসুন, আজ আমরা দুজনে সেই আনন্দের উদ্বেল-অর্ণব-প্রবাহে ভেসে যাই!

শচীন—দেখুন, কিছু—যদি—মনে—না—করেন। একটা কথা—

হসিতা—বল্‌বেন? বলুন— বলুন! এমন একটা কিছু বলুন,—যাতে আমার এ তৃষিত পরাণ শীতল হয়! বলুন—বলুন!!

শচীন—আমি আমার বাল্যবন্ধু বিমলের ভগ্নীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি।

হসিতা—(গদগদ ভাবে) শচীন্ বাবু—Love is my religion, I can die for that! ভালবাসার প্রথম ও প্রধান নেতা—চিত্ত ও চক্ষু! উপরোধে প্রণয় হয় না। ভালবাসা ত ক্রয় বিক্রয়ের জিনিষ নয়, বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল নয়, ভূমিজাত শস্য নয়! শচীন বাবু, ভালবাসা যে পূর্ণ শশাঙ্কের জ্যোৎস্নাপেক্ষা শীতল ও মনোহর, নববসন্তের সুগন্ধ মৃদুমধুরানিলাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী, বনপ্রিয়ের কাকলী অপেক্ষা শ্রুতি-মধুর! শচীন বাবু—আপনার সে কথা পূর্ব্বেই জানান উচিত ছিল না কি? আপনি কি আমাদের কেবল মাটীর ঢেলা মনে করেন?

প্রাণ, মান, অভিমান,—রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ নেই মনে করেন?

শচীন—না তা মনে করিনি—তবে একান্ত দায়ে—আচ্ছা পরে ঠিক করে বলব।—আজ না।

(শচীনের প্রস্থান)

হসিতা—পরে ঠিক ক'রে বলবেন! হুঁ, শচীনই বা কে? কিন্তু—একটা অবলম্বন ক'রে থাকতে হবে। আর এমন ক'রে কত দিন চালাব। আমার এই রূপ, এত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত থাক্‌তে কি কেবল পরের চিন্তায় কাটবে! একটা কালেজের ছোঁড়া অপমান করে চলে যাবে? শচীন্,—সাবধান! সাপের মাথায় মণি থাক্‌লেও সে বিষধর! আমাদের প্রাণ মেঘের মত! সুশীতল ধারা স্পর্শে পৃথিবী শ্যামলা কর্ত্তে পারি,—আবার ক্ষোভিত-হৃদয়-উদ্ভুত বজ্রে ধরণী চূর্ণ বিচূর্ণ ক'র্ত্তেও পারি!—না—না শচীন্,—তোমার জন্যে এ সব ভাবলে প্রাণ শিউরে ওঠে! তুমি যে আমার এই আকুল পরাণে নিরভ্র গগনের অমিয়-শীতল পূর্ণ-নক্ষত্রেশের "প্রাণদ মধুর" জ্যোৎস্নার মত ফুটে আছ!

(অঘোর প্রবেশ)

অঘো—দিদিবাবু, গাড়ী তৈরী, বেড়াতে বেরুবে না?

হসিতা—না—হারমনিয়ামটা এইখানে দিয়ে যা।

(উদ্যানের মধ্যে পাথরের বেদীর উপরে উপবেশন)

অঘো—দিদিবাবু, এ কি! তুমি কাঁদছ কেন? শচীন বাবু কি চলে গেছেন? দেখ দিদিবাবু, যাই বল, পাকা চুলের একটু কথা বার্ত্তা শুন। ঐসব কালেজে পড়া মাথায় মথুরার কেষ্টর মত তিন হাত এলবার্ট তোলা ছোঁড়াদের সঙ্গে মেশা বড় ভাল নয়।

তুমি বনেদী ঘর,—তোমার বনেদী ঘরের মত চলা উচিত।

(অধোর প্রস্থান ও হারমনিয়াম লইয়া প্রবেশ ও পুনরায় প্রস্থান)

(হারমনিয়াম বাজাইয়া গীত)

হস্মিতা—

তুমি এস, এস ওগো! মম হৃদাবাসে
হে চির সুন্দর!
তব বুক ভরা প্রেমে ডুবে যাই যেন
হে প্রীতি বাসর!
তব মোহন মুরতি বারেক হেরিলে
হে মম বাঞ্ছিত!
ওগো জেগে ওঠে প্রাণ "স্মিত-চন্দ্র-করে"
হে চির দয়িত!
তব চারু হাসি টুকু প্রাণ ছুঁয়ে যায়
আলোকে আঁধারে!
তব মধু বাণী যেন মধুপ গুঞ্জন
মরম দুয়ারে!
তব মৃদুল পরশে মুছে যায় মোর
বিষাদ বেদনা (গো!)
তব মধু আলিঙ্গন ব্যথিত পরাণ
বাঁধিয়া রাখুক (গো!)
মোর যত দুখ আজি ঝরা ফুল সম
খসিয়া পড়ুক (গো!)
সখা, তুমি-ময় আমি হ'য়ে থাকি যেন
জীবনে মরণে (গো!)

(প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য—

নগেনের বাটী।

মনোবীণার প্রবেশ।

মনো—শুনছি বিরাজ আর তার স্বামী এখানে থাকবে, কাজেই আমার এখানে থাকা আর উচিত নয়। কোথা বা যাই! উঃ আমার মরণই মঙ্গল! এই পৃথিবীর বুকে আমার একটু স্থান নেই,—যেখানে আমি নিজের দেহরক্ষা কর্ত্তে পারি! হা ভগবান্! কত পাপই না ক'রেছি!—তাই এত কষ্ট, এত যাতনা! আর যে ভাবতে পারি না! আজ কোথায় তাঁর পদ সেবায় জীবনকে সার্থক কর্ব্বো,—তার বদলে কি এক ভীষণ আগুন বুকের ভাঁজে ভাঁজে গুমরে উঠ্‌ছে! আমার সেই বহুজন্মের তপস্যা,—সেই আনন্দময় সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি মনে পড়্‌লে, বুক ফেটে যায়! কি পাপে তিনি আমায় ত্যাগ কর্লে'ন! তিনি যে আমায় সোহাগের সুন্দর ফুলের মত ভালবাস্‌তেন! প্রতিদিন যাঁর স্নিগ্ধ-ভালবাসায় আমার জীবনের সমস্ত বিষাদ,—সমস্ত বেদনা—ঝরা ফুলের ন্যায় খসে পড়ত! যাঁর প্রীতি স্নেহের অমৃতস্বাদে আমি উন্মাদিনী হ'য়েছিলুম!—তিনি আমায় আজ কি পাপে ত্যাগ কর্লে'ন! ভগবান্——

(বিরাজ ও ডোসের প্রবেশ)

বিরাজ—(হাতে ছড়ি ও রিষ্ট ওয়াচ, পায়ে জুতা, মাথায় তেল প্রভৃতি পরিয়া) এই যে মনুদিদি, কি কর্চ্ছ গো?

মনো—(তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া) এস ভাই, কেমন আছ ?

ডোস্—Oh, a ravishing beauty !

বিরাজ—আছি ভাই বেস্। তোমার কর্ত্তাটির খবর কি ?

মনো—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) না ভাই, এখনও কোন খবর পাই নি।

বিরাজ—তা এত ভাবনা কেন ? যেখানেই থাকুন না কেন, সেই তোমার পায়ে এসে আবার গড়াতেই হবে, বুঝলে দিদি ?

মনো—(জিভ কাটিয়া) ছি ও কি কথা ভাই ! তিনি স্বামী—আমার দেবতা ! মাথার মণি !

বিরাজ—(হাসিয়া) ওগো দিদি, সে সব কাল গেছে। পান থেকে চুন খস্‌লে যদি বাবুরা এক্‌বারে আমাদের নারীমেধ্ যজ্ঞ কর্ত্তে বসেন, আর তাঁরা যথেচ্ছাচারী হ'লে আমাদের পায়ে পড়বেন না ? তবে আর নারীর নারীত্ব কি ?

মনো—(চক্ষু মুছা ও বিরাজ পুনরায় মনোবীণার চক্ষু মুছাইয়া দেওয়া)

ডোস্—(স্বগতঃ) একে কোনরূপে হাত কর্ত্তে পারি,—তা হ'লে জীবন সার্থক হয় ! এ সেই বিলেতের মিস্ অগিল্‌ভির মতন অনেকটা দেখ্‌তে ! উঃ সে ছুঁড়ীকে দেখে আমি পাগল হ'য়েছিলুম ! তার বাড়ীর কাছে পায়চারী কোরে শিস্ দিচ্ছিলুম,—ছুঁড়ী মাথায় গরম জলের সঙ্গে ফিনাইল ঢেলে দিয়েছিল,—কিছুতেই বাগাতে পারিনি। যাক্ একে হাত কর্ত্তেই হবে ! আরে মাগী, তুই তোর প্রাণনাথের জন্যে যে হা পিত্যেশ করে বসে আছিস্,—সে কি আর ফিরবে ! সে ত Barred by limitation হ'য়ে গেছে ! এখন এস, দিন কতক কৃষ্ণকান্তি ভ্রমরকে মধু দান কর। দিশী বিলিতি,—যেরূপ

ভাবে বলবে, সেইরূপ ভালবাসায় ডুবিয়ে রাখব!—আমরা যে বাবা—বিলেত ফেরতা!

বিরাজ—কি গো! অত বীররসে কি আওড়াচ্ছ?

ডোস্—কি আর আওড়াব বল। তোমরা চাক্‌ভাঙ্গা মধুর রস! তোমাদের পেতে হ'লে অনেক উপাসনা, পায়ে ধরে মানভঞ্জন সব কর্ত্তে হ'বে।

(মনোর জিভ কাটিয়া প্রস্থান)

বিরাজ—তাইত! এস এখন ওপরে এস।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন—(চমকিত হইয়া) এ কে!

(চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিরাজের পানে চাওয়া)

বিরাজ—বাবা, তুমি আমায় চিনতে পার্চ্ছ না?

নগেন—না ঠাওর কর্ত্তে পার্চ্ছি না,—কে তুমি?

বিরাজ—(হাসিতে ২) সে কি বাবা? ওঃ আমি যে শুনেছি, তুমি আজ কাল একটু ভুল বকছ। আমি যে বিরাজ—মিসেস্ ডোস্।

নগেন—ভুল বক্‌ছি,—না? আরো ভুল ব'কব! বাবা, মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না! পূর্ব্ব জন্মে অনেক সুকৃতি করেছি,—এই তার ফল,—তার প্রায়শ্চিত্ত! এখানে কি মনে করে এসেছ!

ডোস্—(মুখে টুপি দিয়া)

Mr. Bose! Blessed are the poor in spirit, for they shall see God!

নগেন—বাবা, আমায় মাফ্ কর! তুমি সাহেব হ'য়েছ,—উনি বিবি হয়েছেন! বড় সুখের কথা! এখানে আর আমায় পুড়িয়ো

না! জান কি কত বড় অভিশাপ আমার মাথায় ঝুল্‌ছে! ঘরে আইবড়ো মেয়ে,—এর ওপর এমন ক'রে আর আমার মুখ পুড়িয়ো না! অন্য জায়গা দেখ!

বিরাজ—বাবা, (হাতের ঘড়ি দেখাইয়া) এই ত সবে ৫ মিনিট তিন সেকেণ্ড এসেছি। ধুলো পায়ে বিদেয় কর্ত্তে চাও। আচ্ছা, মার কাছে যাই,—তিনি কি বলেন দেখি।

(বিরাজের প্রস্থান)

নগেন—এ কি অত্যাচার! বাবাজী স্ত্রীকে এমনি ক'রে ভুলেছে যে, আমার আর মুখ দেখাবার যো নেই! ছিঃ ছিঃ!—আমার যথা সর্ব্বস্ব খেয়ে, বিলেত থেকে এই সব শিখে এসেছ! তা বাবা, এখানে জায়গা দিতে পার্ব্ব না!

ডোস্—দেখুন Mr. Bose, আমি পাকা চুলের সন্মান রাখি, but you have gone too far! একটা জঙ্গলী মেয়ের সঙ্গে বে হয়েছে—সে সব ভুলে গেলেন! তাকে তৈরী কর্ত্তে, Enlightened Society তে introduce কর্ত্তে I am undone! You must compensate!

নগেন—বাবা, হাতে হাতে ফল পাচ্ছি! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না! মেয়েটার বে যদি কোন রকমে দিতে পারি, তাতে আর হন্তারক হয়ো না। তোমাদের এই সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারে জড়িয়ে থাক্‌লে সমাজে আর টিক্‌তে পার্ব্ব না! তোমাদের এখানে থাকা হবে না!

(প্রস্থান)

ডোস্—Damn your advice! এই চেপে বসলুম!

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

নগেনের বাটী।

(বীণাপাণি।)

বীণা—ফেল্‌তে ত পারি না। পেটে যখন ধরেছি হাঁড়িতেও জায়গা দিতে হবে। কিন্তু কর্ত্তা একবারে অগ্নি শর্ম্মা। বলেন, মেয়ে জামাইকে তাড়াও। এখন কি কোরে বলি—চলে যাও। ওদের যে দাঁড়াবারও জায়গা নেই। জামাই ছেলে মানুষ, বিলেত গেছল। ইচ্ছেটা মেয়েটাকে মেম করে নিয়ে বেড়ায়। ওসব আবার বয়স হলেই সেরে যাবে। তাইত, এখনও এলেন না। এত বেলা হল। সেই সকালে বেরিয়েছেন, মুখে জল পর্য্যন্ত দেন নি। ভগবান্! রক্ষা কর! তুমি যে চিরকালই দীন দরিদ্রের কষ্ট দূর কর,—তাদের লজ্জা নিবারণ কর! সে প্রাণ ভরে তোমায় ডাক্‌লে—তুমি কখন স্থির থাক না,—তোমার সিংহাসন যে নড়ে ওঠে! তুমি ব্যাকুল হ'য়ে তাকে কোলে নাও!

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল—মা—মা—অনেক ক'রে তবে শচীনকে মত করিয়েছি। তবে ১৭ই বোধ হয় হবে না। বাঁকীপুরে তার বাবার কাছ থেকে খবর এলে দিন স্থির হবে।

বীণা—হ্যাঁ বাবা, সত্যি শচীন্ রাজী হ'য়েছে? তা বাবা বেশ্! আহা! ছেলে যেন সোণার চাঁদ!

বিমল—হ্যাঁ মা, বাবা কি এখনও ফেরেন নি? বেলা যে ২॥ টা বেজে গেল!

বীণা—না বাবা, এখনও তিনি ফেরেন নি। আজ হয়ত আবার কি কাণ্ড বাধাবেন! সে দিন ত মেয়েটাকে কেটে ফেলেছিলেন!

বিমল—সে কথা যাক্, ভগবান রক্ষে করেছেন! এখন বিয়েটা হোয়ে গেলে বাঁচি।

বীণা—বাবা বিমল, কিছু বুঝি না! এ সব কি হ'ল বলদিকি বাবা! ছেলের বাপ মা গুলো কি এম্‌নি কোরে কুপিয়ে কুপিয়ে আমাদের কাট্‌তে চায়! আমাদের সময় এত টাকা দাও—টাকা দাও—ছিল না! এ সব কি হ'ল! এই ত তোমারও বে দিয়েছেন! বৌমার বাবা কত চোখের জল ফেলেছেন? ছিঃ ছিঃ এমনি কোরে কাঁদ্‌তে হ'চ্ছে! এমন রূপের ডালি মেয়ে,—তা পোড়া লোক টাকার জন্যে নিতে চায় না! এম্‌নি কপাল ক'রেছিলুন!

(চক্ষু মুছা)

বিমল—মা, তুমি অমন করে কেঁদ না, আমার বড় কষ্ট হয়! হ্যাঁ মা, বিরাজ কি ফের বেরিয়ে গেছে?

(নগেন্দ্র ছাতা বগলে আপনার মনে বকিতেং প্রবেশ)

বাবা—বাবা—

(ছাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া নগেনের উপবেশন)

নগেন—উঃ কি ঝক্‌মারি! মেয়ের বের জন্যে দ্বারে দ্বারে বেড়ালুম! কোন কিনারা হ'ল না! হায়—হায়! কেন ভদ্রসমাজে জন্মেছিলুম! এত লাঞ্ছনা—এত যন্ত্রণা! যদি দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করতুম,—হয়ত এ টাকা আমার জোগাড় হ'ত! —কিন্তু—

বিমল—বাবা -বাবা কি বল্‌ছেন! আমি মৃণালের বের সব ঠিক কোরেছি। আপনি চলুন—ঠাণ্ডা হবেন। বেলা ২॥ টা হ'ল —এখনও মুখে জল দেন নি। উঠুন।

নগেন—কি বল্লি বাপ বিমল! সব ঠিক করেছিস্! কিন্তু টাকা কোথা বিমল?—এ ত বে নয়,—এ যে কালসাপের খেলা! এ ত বে নয়, এ যে নরকের অট্টহাস! নারায়ণ আগুন সাক্ষী কোরে বে নয়,—এ যে সব সয়তান সাক্ষী কোরে ভূতের লীলা! এ ত প্রীতিবন্ধন নয়,—এ যে উদ্বন্ধন! বাবা বিমল—কত টাকা জোগাড় হয়েছে?

বিমল—না বাবা টাকা নয়। শচীনের সঙ্গে মৃণালের বে সব ঠিক কোরেছি।

বীণা—সে কথা পরে হবে। তুমি এখন নাইবে খাবে চল।

নগেন—বিমল, শচীনের সঙ্গে বে ঠিক করেছ! তবু টাকার কথা শুনি! টাকা যে নারায়ণ,—টাকা যে অগ্নি,—টাকাই যে নব-দম্পতির প্রণয়! টাকাই অশন, বসন্, ভূষন্ !!!

বিমল—না বাবা, টাকা দিতে হবে না। অনেক কষ্টে তাকে রাজী ক'রেছি।

নগেন—সত্য—বিমল—সত্য!

বিমল—হ্যাঁ বাবা, প্রথমে সে কিছুতেই রাজী হয়নি। পরে অনেক কষ্টে তাকে রাজী ক'রেছি।

সদানন্দ ও দীপ্তি নেপথ্যে "বিমল বাবু বাড়ী আছেন" বলিয়া প্রবেশ ও বীণাপাণির প্রস্থান।

বিমল—(দ্বার খুলিয়া) আসুন—আসুন। বাবা—বাবা, ইনিই শচীনকে অনেক বুঝিয়ে তবে মত করিয়েছেন। আর বামুন দিদিমণির সম্পর্কে ভাই হন।

নগেন—আসুন—আসুন—আপনার নিকট—

দীপ্তি—না—না—কিছু না! আমার ভগ্নিকে আপনিই আশ্রয় দিয়েছেন। বরং আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তা দেখুন, এই ৫০০, টাকা নিন্। আপনি বোধ হয় আমায় চিন্‌তে পার্চ্ছেন না। দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় আপনি একদিন গেছলেন।

নগেন—হ্যাঁ--হ্যাঁ—কই আপনাকে ত দেখিনি!

দীপ্তি—আচ্ছা, এই টাকাটা নিন্। আপনি কোনরূপ সঙ্কোচ কর্ব্বেন না। অভাবে সাহায্য করাই ধর্ম্ম, আর গ্রহণও ধর্ম্ম। নিন্—কিছু মনে কর্ব্বেন না।

সদা—নাও বাবা, মেয়ের বের একটা কিনারা কর্ত্তে হবে ত।

(বিমলের টাকা গ্রহণ)

নগেন—খুড়ো, ইনি কে? আমাদের সভ্য সমাজে এতখানি উচ্চ প্রাণ বড়ই বিরল! ওঃ ভগবান্! সত্যই কি তবে কঠোর নির্ম্মম পাষাণতলে নির্ঝরিণীর আবাস! পথহারা পথিকের ধ্রুবতারা দর্শন! ভীষণ দারিদ্র্যের উপর দাতার মুক্ত হস্ত! মানসিক ব্যথার উপর স্নেহের প্রলেপ! তাইত—তাইত!

নেপথ্যে "বাড়ীতে কে আছেন"।

বিমল—কে ডাকে।

(আদালতের পেয়াদার প্রবেশ)

পেয়াদা—শমন আছে। সি, কে, ডোস্ নামে কে আছে।

বিমল—কৈ দেখি। (শমন গ্রহণ ও পাঠ) তিনি এখানে নেই।

নগেন—বিমল, ভদ্রসন্তান মিথ্যে বলে না! দাও—দাও তাকে ধরিয়ে দাও! হ্যাঁ বাবা, এটা কি Body Warrant! উঃ কি জ্বালা!

সদা—নগেন বাবু, তুমি ঠাণ্ডা হও গে।

দীপ্তি—বিমল বাবু, আপনি এঁকে ভেতরে নিয়ে যান।

পেয়াদা—বাবু, এটা সই করে নিন্।

(বিমলের শমন গ্রহণ ও পেয়াদার প্রস্থান)

নগেন—বিমল—বিমল—সে Rascal কে এখনি ধরিয়ে দে! এ সব আমার আর সহ্য হয় না! (যাইতে যাইতে) সংসার! চঞ্চল চপলার হাসি দিয়ে তুই মানুষকে ভোলাস্! এই ত সংসার! এই ত সুখ! এই ত আমাদের সমাজ! হা—হা—হা—

(নগেনের প্রস্থান)

সদা—একে সুজলা সুফলা বাঙ্গলা! তার ওপর শীতল মলয়! আর কি রক্ষে আছে! দেশের মানুষগুলো মনোরম না হ'ক,—অদ্ভুত জীব বটে! বাবা, কলের জলে পদ্ম ফোটে না। পদ্ম সেই পচাপুকুরের পাঁকেই জন্মায়। তোমাদের সহরের উচ্চ শিক্ষার পায়ে নমস্কার।

(সদার প্রস্থান)

বিমল—দীপ্তি বাবু, একটু অনুগ্রহ করে বসুন। আমি একবার ভিতরে যাই। বাবাকে ঠাণ্ডা করে আসি।

দীপ্তি—তা অমনি এই চিঠিখানা আমার ভগ্নীকে দেবেন। বলবেন যে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই তবে এই চিঠিখানা পেয়েছি, কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, সে খবর পাই নি।

বিমল—(পত্র গ্রহণ ও প্রস্থান)।

দীপ্তি—সন্ধান মিলেছে! শিকড় হাতে পেয়েছি! কল্পনার ভেতর থেকে থেকে পাগল হ'য়ে গেছি! এখন বাস্তব জগতের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে! গঙ্গা! তোমাকে জেলে পোরবার সব ব্যবস্থা করেছি! এখন মনোবীণাকে পেলে হয়! সে যে আমার শৈশবের সঙ্গিনী! এক সঙ্গে কত খেলা করেছি! সেই মধুর শৈশবে খেলার জিনিষ নিয়ে কলহ কর্ত্তে কর্ত্তে ভালবাসার উর্দ্ধস্তরে পৌঁছেছি! কুঁড়ির মত বাতাসে দুজনে দুলছিলুম,—ফোটবার মুখে হঠাৎ একটা ছিঁড়ে নিলে! দেখি, এখন কি কর্ত্তে পারি! নগেন বোস্‌কে টাকা দিয়ে বশ করেছি! তার Idiot জামাইকে মদ খাইয়েছি! তার মেয়েকে গীত বাদ্য শিখিয়েছি! এদিকে হসিতা শচীনের ছায়ার সঙ্গে ঘুরছে। গঙ্গা! ঘৃণার সহিত তোমার সঙ্গে বেড়াই। আমি তোমার মত ভণ্ড দেশহিতৈষী নই,—আমি প্রেমিক কবি! গঙ্গা! তোমার দেশহিতৈষিতা লোক সমাজে বার কর্ব্ব! তোমায় জেলে পুরবো! তার পর—(হাসিতে হাসিতে)।

মথিত করিছে হৃদি নিঠুর পীড়নে
ব্যথাভরা যৌবনের যত দুখ রাশি,—
একে একে হবে দূর! মৃগাঙ্ক উদয়ে
নিবিড় তিমির যথা যামিনীর বুকে!
এস ওগো প্রাণময়ি! মন্দার মঞ্জরী,—
শরতের যূথীবাস হৃদি উপবনে!
নিবাইব প্রেমবহ্নি তাপিত হিয়ার—
অবগাহি প্রণয়ের বসন্ত সলিলে!
কবির সফল স্বপ্ন, তুমি লো প্রেয়সী,
ঈপ্সিত মানসী মম, জীবন তোষিণী,
প্রকৃতির রম্য চিত্র—অঙ্কিত হৃদয়ে
অভিনব কল্পনার বিচিত্র বরণে!
তৃষিত নয়ন আর উন্মুখ বাসনা—
মিলন মদিরা তরে উদ্দাম আবেগে,
কল্পনার রাজ্য ছাড়ি', আছাড়িয়া পড়ে
সুবাসিত মধুময় শুভ্র পারিজাতে!

(বিমলের পুনরায় প্রবেশ)

বিমল—দীপ্তি বাবু একটু দেরী হয়েছে, কিছু মনে কর্বেন না।

দীপ্তি—কিছু না। আমি এখন চল্লুম। একবার বামা সোসাইটীতে যেতে হবে। পত্রখানা দিয়েছেন?

বিমল—নিশ্চয়ই! আর দিদি বল্লেন আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান!

দীপ্তি—বল্‌বেন এখন নয়, সন্ধ্যার সময় আসব। আমি চল্লুম।

(দীপ্তির প্রস্থান।

বিমল—সত্যি—লোকটা দেবতা! কত উচ্চ প্রাণ! বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! অত উচ্চ প্রাণ না হ'লে কি এতটা উন্নতি হয়! হ্যাঁ, দীপ্তিবাবু যে বল্লেন, বামা সোসাইটীতে যাবেন। আচ্ছা, বিরাজ পোড়ারমুখীও কি তবে সেইখানে যায়। কি লজ্জা! দেখি, চন্দোর কে জিজ্ঞেস করি, সে কি বলে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বামা সোসাইটী।

গঙ্গা, দীপ্তি, কেষ্ট, বিরাজ ও অন্যান্য বামাগণ।

কেষ্ট—গঙ্গাবাবু, মিসেস্ ডোস ও এঁরা আজ আমাদিগকে ললিত কলাবিদ্যায় তৃপ্ত কর্ব্বেন। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। দেখুন গঙ্গাবাবু, আমাদের দেশে বামারা শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে এক একজন কি বলব—

দীপ্তি—(হাসিতে হাসিতে) দেশে বাণ ডাকিয়ে দিতেন।

গঙ্গা—দীপ্তি—ধন্য তুমি! তোমার সঙ্গীত শিক্ষায় বামা সোসাইটী কতটা উন্নত! মিসেস্ ডোস্ ও অন্যান্য বামাগণ, আমরা আপনাদের সৌজন্যতায় মুগ্ধ। কই, একটা কিছু গান।

(বিরাজ ও অন্যান্য বামারা সমস্বরে গীত)

ওগো হৃদি-মন্থন-ধন
নয়নের সুখ-স্বপন
এসেছি এসেছি মোরা পূজিতে তোমায়।
লাজ আবরণ ফেলি আবেশ হিয়ায় ॥
মর্ম্মের বন্ধন শত গিয়াছে টুটিয়া,
সারা জীবনের আশা উঠিছে ফুটিয়া
পরশে সোহাগ কিরণ।
হে সুন্দর মনোমোহন ॥
ওগো চির আদরের, চির হৃদয়ের
তৃষিতের ধারা তুমি, চির জনমের।

দলিত পীড়িত রুদ্ধ অধীর পরাণ
উঠিছে মূর্চ্ছিয়া আজি রাগিণী সমান
ওগো হৃদি-মন্থন-ধন॥
নয়নের সুখ স্বপন।

সকলে—আহা—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর—

"লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা।"

কেষ্ট—গঙ্গাবাবু, কি রকম বুঝ্‌ছেন! বামা সোসাইটী কতটা কাজ এগুচ্ছে,—তা বুঝতে পার্‌ছেন!

গঙ্গা—সত্যি কেষ্টধন, তোমার নাম চিরস্মরণীয় হবে!

দীপ্তি—(অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে হাসিতে হাসিতে) পাতায়—পাতায়—শিরে—শিরে!

বিরাজ—সভার কাজ ত হ'য়ে গেছে। আমরা তা হ'লে যেতে পারি।

কেষ্ট—হ্যাঁ, সভার কাজ শেষ হ'য়েছে। তবে এঁরা সব যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে অন্য দিনের সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পরামর্শ আছে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন।

বিরাজ—(অন্যান্য বামাদের সঙ্গে কর মর্দ্দন ও তাহাদের বিদায়) হ্যাঁ, সেক্রেটারী মহাশয়. ভাতাড়া থেকে একটি বালবিধবা শাশুড়ীর অত্যাচারে কল্‌কাতায় পালিয়ে এসেছে। সে বামা সোসাইটীর সাহার্য্যপ্রার্থিনী। যদি অনুমতি দেন, তাকে নিয়ে আসি।

কেষ্ট—নিশ্চয়—নিশ্চয়! কি বল্লেন—বালবিধবা! (চক্ষু মুদিয়া) আহা—মধুর—মধুর! (গঙ্গাবাবুর দিকে ফিরিয়া) গঙ্গা বাবু, শুনলেন! দেশের কি অবনতি! বালবিধবা! শ্বাশুড়ীর অত্যাচার! পিঞ্জরাবদ্ধ সুকেশিনী পলাতিকা! অবশেষে বামা সোসাইটী কর্ত্তৃক উদ্ধার! মিসেস্ ডোস্, আপনাকে বলা রইল,—এরূপ "ললিতলবঙ্গলতা" যত পারেন, বাড়ী থেকে হ'ক, রাস্তায় হ'ক, ষ্টেশনে হ'ক—আপনি আনবেন। অবশ্য আপনি ইহার জন্য পারিশ্রমিক ও উপযুক্ত হারে কমিশন পাবেন।

বিরাজ—তা হ'লে আমার বোনকে ও আমাদের বাড়ীতে যে বামুনের বৌ আছে, এদের দুজনকে নিয়ে আসব।

গঙ্গা—না—না—আপনার বোনের সঙ্গে না শচীনের বে হবে—

বিরাজ—হ্যাঁ, এক রকম কথাবার্ত্তা—

গঙ্গা—মিসেস্ ডোস্, আপনাকে বড় কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। দেখুন, শচীনকে আপনার ভগ্নীর সঙ্গে যেমন ক'রে হ'ক বে দিতেই হবে।

বিরাজ—সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ব্ব। আমি সে দিন শচীনকে অনেক বুঝিয়েছি। সে বলে বাঁধাবাঁধিতে যাব না। কেন একটা বালিকার ইহকাল পরকাল নষ্ট কর্ব্ব। এই সব ব'লে আমায় ভয় দেখায়।

গঙ্গা—কেষ্টধন, ভাই, সহোদর, ধর্ম্মভীরু, জাতি, কুটুম্ব, মহিলা বশকারী Veteran! এ অধীনকে রক্ষা কর! তুমি ত জান—আমার ঈপ্সিত মানস প্রতিমা কে? আমি যে হসিতা-হারা হ'য়ে পাগল হ'য়েছি! স্বপ্নে, জাগরণে সে যে আমার হৃদয়ের চঞ্চল

ক্রীড়নক! তুমি আমায় রক্ষা কর! এই টাকা নাও। (টাকার থলি প্রদান) যেমন ক'রে পার শচীনকে সরাও। হসিতাকে আমায় পাইয়ে দাও।

কেষ্ট—কিছু বলতে হবে না। আমি কি জানি না—আমি আপনার নিকট কত ঋণী। আর এই ত মিসেস্ ডোস্ বলছেন,—ওঁর ভগ্নীর সঙ্গে শচীনের বের সব ঠিক ঠাক্।

দীপ্তি—মনে আছে-এঁরই পিতা সে দিন আপনার কাছে এসে ছিলেন।

গঙ্গা—কবে—কবে? আমি যে তাঁর পায়ে ধরে বোঝাতুম! শচীনকে তিনি আয়ত্ব কর্ত্তে না পারূলে, আমার জীবনের চিরপোষিত আশালতা উন্মুলিত হ'য়ে যাব! কেষ্ট—দীপ্তি—তোমরা সব যাও ভাই! হসিতা-প্রণয়-দগ্ধ গঙ্গাকে রক্ষা কর! ব্যর্থ প্রেমের বিকট হাসি আমার হৃদয়কে নিদাঘতাপিত জ্বালাময় মরু-বায়ুর ন্যায় পুড়িয়ে দিচ্ছে! ওহো—হসিতা—হসিতা—তুমি যে আমার স্বপ্নরাজ্যের মধুকাননছায়ে একটা অনুপম সুষমা! আমাকে স্থবির বলে উপহাস করেছ,—তাতে দুঃখ নেই! কিন্তু হসিতা,—এই স্থবিরতার ভেতরই অনুরাগ-বিদ্ধ হৃদয় দেখ্‌তে পাবে! যাও—যাও দীপ্তি—তোমার কাব্য, কবিতা, কল্পনা সমস্ত আজ মন্থন ক'রে হসিতার চরণে ঢাল! তা না হ'লে দেশের পূজনীয় ও নমস্ত গঙ্গা মুখুর্য্যেকে আর দেখ্‌তে পাবে না!

(সকলের ক্রন্দন)

না-না—কেঁদ না! মর্ব্ব না—ভয় নেই! শরতের বারিবাহের

ভেতর থেকেই তোমাদের স্নিগ্ধ কিরণময় কলানিধিকে দেখ্‌তে পাবে!

দীপ্তি—(স্বগতঃ) তোমায় একবারে Highest Heavenএ পাঠাব। (প্রকাশ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে) না—না—গঙ্গাবাবু মর্ব্বেন না! শুধু আমরা নই—বাঙ্গালার সাত কোটী নর নারী orphan হবে! আমারও কাব্য—কবিতার উৎস বন্ধ হবে!

বিরাজ—গঙ্গাবাবু, অত উতলা হচ্ছেন কেন? আপনি দেশের গণ্যমান্য নেতা। আপনার ভাবনা কি? হসিতা যদি যায়,—যাক্—আমরা আপনার সেবা কর্ব্ব! গঙ্গাবাবু, বিচলিত হবেন না।

দীপ্তি—উত্তম কথা।

গঙ্গা—মিসেস্ ডোস্, ভগ্নীটি আমার, কি আর বল্‌ব! তুমি আমার রক্ষা কর! কিন্তু শেষ চেষ্টা একবার কর্ব্ব। হসিতাকে বুঝিয়ে বলব,—কতখানি ভালবাসা তার জন্যে হৃদয় মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি, কতখানি বিরহ যন্ত্রণা দিবানিশি প্রাণের ভেতর জেগে রয়েছে, কতখানি হতাশ প্রেমের ব্যথা-ভরা-প্রবাহ হৃদয়ের দুকুল ছাপিয়ে বয়ে যাচ্ছে.—আহা!—

কেষ্ট—কিছু ভাববেন না। শচীনকে টেনে বার কর্ব্বই!

গঙ্গা—অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লুম। দেখ' ভ্রাতা, দেখ' প্রেমময়ী ভগ্নী—নিরাশ ক'রো না। এস দীপ্তি, সেই নির্জ্জন গভীর আঁধারে বোসে হসিতার জন্য কবিতা লিখবে এস।

(গঙ্গা ও দীপ্তির প্রস্থান)

বিরাজ—ভ্রাতা কেষ্টধন, এখন একবার বাড়ী যাই। বোনটার বের কি খবর দেখি। তারপর তাকে বামা সোসাইটীতে এনে ফেল্‌ছি।

কেষ্ট—চল ভগ্নী, লুব্ধ ভ্রমর নলিনীর মুখমধু পানে আত্মহারা!—এস ভগ্নী, বিদায়ের পূর্ব্বে প্রেমিক প্রেমিকার রুদ্ধ-হৃদয়ের নিরাকার প্রেম চরম সার্থকতা লাভ করুক।

(উভয়ের মুখচুম্বন)

(বিরাজের গীত)

"নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥"

তৃতীয় দৃশ্য।

নগেনের বাটী।

মনোবীণার প্রবেশ।

মনো—(স্বগতঃ) পরের বাড়ী আছি! ভগবান্ এ আবার কি গেরো কপালে ঘটল! মায়ে পোয়ে কি বলছিল! আমি কাছে যেতেই চুপ কল্লে! তবে কি ওরা আমি টাকা চুরি করেছি—বলছিল! হা ভগবান! মৃত্যু কেন হ'ল না! এদিকে বিরাজের স্বামীর চাল চলন বড়ই খারাপ। আমার কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে! কোথায় যাই! দীপি দাদা আবার কবে আসবেন তা ত জানি না! এখন কোথায় যাই! বিরাজের স্বামীকেই আমার বড় ভয়! দেখি, বিমলকে দিয়ে খবর পাঠাই। আহা, অনেক দিন পরে তাঁর চরণ দেখ্তে পাব! ভগবান্, মুখ তুলে চাও!

(বীণা ও মৃণালের প্রবেশ)

বীণা—দেখলে মা, বামুনের ঘরের সতী সাবিত্রীর পায়ের ধুলোতে আমাদের কত মঙ্গল হয়! তুমি ছিলে বলেই না—তোমার দীপি দাদা—টাকা বল—শচীনকে মত করান বল—এ সবই ত হল। আহা লোকটা দেবতা! হ্যাঁ মা, তোমার স্বামীর খবর পাওয়া গেছে, তিনি নাকি তোমায় লিখেছেন?

মৃণাল—হ্যাঁ মা, দিদির ঐ দীপি দাদা চিঠি দিয়েছেন।

মনো—মা, তিনি কোথায় আছেন, সে খবর এখনও পাইনি।

বীণা—মা, তুমি বামুনের মেয়ে। তোমাকে আর কি বলব! ভগবান দেখবেন! মা, স্বামী সোহাগী হ'য়ে আবার ঘর সংসার কর।

(নেপথ্যে "মা—মা")

হ্যাঁ বাবা যাই। বিমলকে খাবার দিয়ে আসি মা।

[বীণার প্রস্থান।

(বীরাজের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

অহরহঃ কেন মনে জাগে তোমার মুরতিখানি
তুমি অতি সুচতুর
ওগো নহত মধুর।
মরীচিকা পানে তৃষাতুর ছোটে কেন নাহি জানি॥

মৃণাল—দিদি, তুমি এই রকম ক'রে বাড়ীতে গান গাও। বাবা বকেন।

বিরাজ—চুপ্ কর্—চুপ্ কর্। কেন গান কি খারাপ জিনিষ? তুই আমার সঙ্গে আজ চল্। অনেক জিনিষ দেখ্‌বি, শুন্‌বি, শিখ্‌বি। (মনোর দিকে ফিরিয়া) কি দিদি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলে যে? কি ভাবছ?

মনো—ভাবনার কি আর শেষ আছে? নিজের পোড়া কপালের কথাই ভাবছি!

বিরাজ—আচ্ছা দিদি, ভাবনায় কি কেউ কূল পেয়েছে? যে অত ভাবছ? চুপ করে বসে ভাব্‌লে কার্য্য উদ্ধার হয় না। হাত পা ছাড়িয়ে এগিয়ে পড়তে হয়। যদি বামা সোসাইটীর শিক্ষা

দীক্ষা দেখ্‌তে, তা হ'লে বুকে বল আসত। অত ভেবে মর্ত্তে হ'ত না।

মনো—আমাদের বামা সোসাইটীর কি দরকার। আমাদের সমাজ কি সেই রকম। সামাজিক ধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে, সেটাকে মেনে আমাদের চলতে হয়।

বিরাজ—সমাজের মুখে ছাই! না খেতে পেলে কি কেউ খেতে দেয়? বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদলেও কি কেউ চোখের জল মুছে দিতে আসে? যত বিধি বিধান সব পুরুষদের হাতে। আমাদের কথাটি বলবার যো নেই।

মনো—আমরা যে নারী। আমাদের পুরুষের অধীন হ'য়েই থাক্‌তে হয়। তাতেই আমাদের মঙ্গল।

বিরাজ—মঙ্গল যা, তা হাড়ে হাড়ে বুঝছ! আর ভেবে ভেবে মন কালি কর্চ্ছ। নারী জাত না থাকলে যখন সংসার ধর্ম্ম চলে না, তখন তাদের একটা দাবী আছে, একটা অধিকার আছে। তা থেকে বঞ্চিত হ'লে চলবে না। সেই দাবী কি, সেই অধিকার কি করে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হয়,—বামা সোসাইটীতে তাই শেখান হয়। চল না একবার সেখানে বেড়িয়ে আসি, দেখ্‌বে মনের অবস্থা কেমন ফিরে যায়!

মনো—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কোথা যাব বোন্!

বিরাজ—এই যে বল্লুম। বামা সোসাইটী। তোমাকে আর কত বোঝাব। রক্ত মাংসের শরীর যদি তোমার হ'ত, তা হ'লে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় স্বামী পরিত্যক্ত জীবনের প্রতীকার কর্ত্তে!

মনো—(কম্পিত কণ্ঠে) ছিঃ ভাই! ও কথা আমায় বলো না। আমি তোমার ও কথা শুনতে ইচ্ছা—

(সদানন্দকে ধরিয়া ডোসের টলিতে টলিতে প্রবেশ
এবং মৃণাল ও মনোবীণার প্রস্থান)

ডোস—(পলায়মানা মনোবীণার প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া) O the rose-lipped cherubin ! Where fliest thou !

(ডোসের ভূমিতে শয়ন)

বিরাজ— ইস্—দেখো ! কোন্ চুলো থেকে এলে ?

সদা—নালা থেকে তুলে আন্‌লুম। নাও, নাকটা স্বর্গ থেকে নামিয়ে একে একটু এখন বাতাস কর।

বিরাজ—দুঃখিত হলুম।

সদা—এর মানে ?

বিরাজ—অভিধান খুল্লেই দেখতে পাবেন।

সদা—অভিধানে বলে—পিশাচীর হাতে পড়লেই এইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

বিরাজ—সেটা উভয়তঃ। কিছু মনে কর্ব্বেন না। মদ খেয়ে উনি বেলেল্লা গিরি কর্ব্বেন, আর আমি সেবা কর্ব্ব, তা পার্ব্বনা।

(গমনোদ্যত)

সদা—আজ কি না বেরুলেই নয় ? কোথায় যাবেন ?

বিরাজ—বেরুতেই হবে। কাল কাগজে জান্‌তে পার্ব্বেন।

[প্রস্থান।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল—ইস্ একি ! চন্দ্র বাবু যে ! বিরাজ—বিরাজ—

ডোস্—Damn your বিরাজ ! She has gone out to become a Rani ! A tumbler of water please !

বিমল—সে কি ! বিরাজ—বিরাজ—

(জল আনিতে গমন)

সদা—যেমন দেবা—তেমনি দেবী। যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা।

(বিমল ও নগেনের প্রবেশ)

বিমল—(ডোসের মুখে জল দেওয়া)

নগেন—বিমল ! জল দিচ্ছিস্ কি ! গরম ফেন্ এনে মুখে ঢেলে দে ! দে—দে—মুদ্দকে টেনে রাস্তায় ফেলে দে ! পাজী—সয়তান !—মান—সম্ভ্রম আর কিছু রইল না !

সদা—নগেন বাবু, কি হচ্ছে ! এস, ভেতরে এস।

নগেন—না—না—আমি এ সব আর সহ্য কর্ব্ব না !

(নগেনকে লইয়া সদার প্রস্থান)

বিমল—আচ্ছা, চন্দোর বাবু, এ সবগুলো কি ভাল হচ্ছে ?

(ডোস্ বিমলের গায়ে বমি করিয়া দিতে উদ্যত ও বিমলের ছুটিয়া প্রস্থান)

ডোস্—শালা পালিয়ে গেল ! আজ সকলকার গায়ে বমি করে' দিতুম। বিরাজ গেল কোথা ? যাক্‌গে।

ডোস্—(ঈষৎ উঠিয়া) মণি এণ্ড মনোবীণা ! What a nice consistency ! শ্বশুর বেটা চামার। কেন বাবা, শ্বশুর হ'তে পেরেছ,—আর পয়সা দেবার সময় Shylock ! ১১০৲ টাকা মদের নালিশের দরুণ দিয়ে Full stop দিয়েছিলে। কেমন টাকাটা সরিয়েছি ! আমরা যে বাবা জামাই মানুষ। খালি তোয়াজ্ চাই ! নইলে Bolt কর্ব্ব ! মনোবীণা—My cherished darling ! তোমায় চাই !

[ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হসিতার কক্ষ।

হসিতা সোফাপরি বসিয়া হারমনিয়াম বাজাইয়া গীত।

তোমায় দেখেছি দেখেছি নাথ!
কোন্ স্বপনের তীরে!
সেই মধুর শান্ত নীলিমায়
ওগো! বাঁশরীর সুরে!
শ্যাম স্নিগ্ধ বিটপী ছায়ে
ছুটে যাই তোমায় ধরিতে!
হৃদয়-কুসুমে অর্ঘ্য সাজায়ে
তব চরণে রাখিতে!
ওগো শুভ্র সৌম্য করুণা ধারা
জনমের আশা কত!
তৃষিত পরাণে তোমারি লাগি
খুঁজিতেছি অবিরত!
ওগো নিঠুর নিদয় বারেক হে
এস হৃদি মন্দিরে!
আমি যাচিব, সাধিব, কাঁদিব
তোমার চরণ ধরে'!

তাইত শচীন বাবু এখনও এলেন না কেন? আজ এত বিলম্ব কর্চ্চেন কেন! শচীন্—শচীন্—এত দেরী কেন! তোমায় দেখবার জন্যে আমার তৃষিত অখক যে

বড় চঞ্চল হোয়েছে! আমার এই ভরা যৌবনের আমোদ-বিহ্বল-পুলকিত হৃদয়-কুঞ্জে একবার কম্পিত আগ্রহে এসে ব'স। ওগো আমার হৃদয়-কুসুমের রেণুবাস—তোমায় পাবার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছি!—কিন্তু তুমি আসার মত আস না,—ভালবাসার মত ভালবাস না! শচীন্—শচীন্—ভাল-বাসা কি জাতিভেদ মানে! সে যে হৃদয় হোতে সগৌরবে বেরিয়ে আসে!—সে ত বাধা মানে না!—সে যে নিজের গন্তব্য পথে স্ফীত বক্ষে চ'লে যায়! যেদিন তুমি আমার যৌবন-যমুনা প্রদর্শন করেছিলে,—যে দিন তুমি আমার হাত ধরে সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত বাপীতটে বসাইয়াছিলে,—সেই দিনই আমি তোমায় প্রেমমাল্য প্রদান ক'রেছি!—সেই দিনই আমার এ শুষ্ক হৃদয়ে বারি সিঞ্চন হ'য়েছে!

(শচীনের প্রবেশ)

এই যে—এই যে, এত বিলম্ব কেন শচীনবাবু? পুরুষ কঠোর প্রাণে অবলা নারীর হৃদয়ে কেবল লুকোচুরি খেলে,—কেবল তাদের কোমল হৃদয়ে উৎকট রোগ আনয়ন করে!

শচীন—না—না। আজ বড় দেরী হ'য়েছে। কিছু মনে ক'র না।

হসিতা—সত্যি মনে কর্ব্বো না! কিন্তু শচীনবাবু (জড়িত স্বরে) তোমার অদর্শন,—তোমার বিরহ—আমি সহ্য কর্ত্তে পারি না! এই নাও, সুখের চরম শিখরে ওঠ্‌বার প্রথম সোপানে অধিরোহন কর!

(মদ্য প্রদান)

শচীন—(মদ্যপান) সত্যি হসিতা। রাশি রাশি পুস্তকের ভেতর

যেতে যেতে শরীর যখন Callous হোয়ে যায়,—তখন হসিতা wine and woman ছাড়া কিছুতেই শরীরকে ঠিক করা যায় না! হসিতা—হসিতা—সত্যি তুমি—

হসিতা—(স্কন্ধে হাত দিয়া) শচীন্ বাবু, আজ যে আমরা উভয়ে এক অজানিত নদী সৈকতে উঠেছি,—যার প্রতি ধূলিকণা, প্রতি উর্ম্মীমালা, প্রতি বিহঙ্গকূজন,—হৃদয় মধ্যে বড় মাধুরী ভরা প্রেমছবি, বড় স্নিগ্ধ প্রীতিময় উচ্ছাস, বড় মধুমাখা সুরের আনন্দ রাগিণী জাগিয়ে দিয়েছে! এস প্রণয়নাথ! পৃথিবী ভুলে যাই!—কেবল প্রেম,—কেবল ভালবাসা!

শচীন—হসিতা, আজ একটু সকাল সকাল যেতে হবে।

হসিতা—কেন?

শচীন—আমার বন্ধু বিমল আসবে।

হসিতা—শচীন্—শচীন্—বিবাহ না কল্লে, আর ত Enlightened Societyতে মিশতে পার্চ্ছি না। সকলেই কেমন কেমন ভাবে চায়। বিবাহের চাপরাশটা বিশেষ দরকার।

শচীন—(জড়িত স্বরে) হ্যাঁ, কি বলছ। বিবাহ? নিশ্চয়ই! আর বিমলের বোন্‌কে যে ক'র্ব্ব ব'লেছি! ওঃ কিছু না—কিছু না! কিসের প্রতিজ্ঞা!

(গঙ্গা, দীপ্তি, কেষ্ট ও বিরাজের প্রবেশ)

দীপ্তি—প্রীতি বুকে কাল সাপ নরকের হাসি।
শমনে জড়িত কায়া বড় ভালবাসি॥

গঙ্গা—(স্বগতঃ) উঃ এত কোরেও—

হসিতা—আসুন কেষ্টধন বাবু, সোসাইটীর খবর কি? দেখুন, সেদিন যেতে পারিনি, Excuse me.

কেষ্ট—আমরা সকলেই আপনার আশায় বড়ই উদ্‌গ্রীব হোয়ে ছিলুম। (বিরাজকে দেখাইয়া) ইনিই "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ কোরেছিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে!

হসিতা—(উঠিয়া বিরাজের হস্ত ধারণ) আসুন—আসুন—বসুন। আহা! আপনিই আমাদের ভারতের বুল্‌বুল্‌! আগাছার মধ্যে আপনিই Sandel! দিদি—দিদি—ভগ্নীটি আমার! বেশ্ করেছ,—এই ত চাই! কত নিশির শিশির,—কত ঝটিকা,—কত পান্থ,—কত মিলন বিরহ! সে কত মধুর—বোন্!

বিরাজ—কিছু না বোন্! দেশকে উন্নত করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

হসিতা—এই নাও বোন্। (মদ্য প্রদান) দেশকে উন্নত কর্ব্বার প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

(দীপ্তি ব্যতীত একে একে সকলের মদ্যপান)

গঙ্গা—হসিতা বাবু, আমাদের বাঁকুড়ো যাবার দিন স্থির হোয়েছে। ২৭শে বোধ হয় আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

হসিতা—(জড়িত স্বরে) না—না—কিছু হবে না। ট্রেনে না পারি—বেলুনে যাব, বেলুনে না পারি—বাইপ্লেনে যাব, তাতেও যদি না পারি, ফটো পাঠিয়ে দোব। আমার এই পিঞ্জরামুক্ত আলোকবিহারিণী প্রেমালসবিধুরা ভগ্নীটিকেও নিয়ে যেতে হবে।

বিরাজ—(জড়িত স্বরে) দিদি—দিদি, আপনারাও সকলে আমার

বোনের বে তে যাবেন, আর এই রকম আনন্দ ক'র্ব্বেন। আহা!

হসিতা—নিশ্চয়ই যাব। কবে, কোথায়, কখন বোন্?

শচীন—না—না - কিছু নয়—কিছু নয়—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

গঙ্গা—প্রণয়-দুষমন! দূর হও!

কেষ্ট—হসিতা বাবু, শচীন বাবু অমন করে গেলেন কেন?

হসিতা—কেষ্ট বাবু, কিছু বলবেন না!

(মাথায় হাত দিয়া উপবেশন ও গঙ্গার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে)

The villain takes off the rose
From the forehead of an innocent love
And sets a blister there!

(অস্থির ভাবে)

O Love! O life!—not life!—
But love in death!

বিরাজ—(হসিতাকে ধরিয়া) দিদি—দিদি—কেন অমন কচ্ছ?

হসিতা—বন্ধন ছিঁড়েছে,—হৃদয় ভেঙ্গেছে! ওহো! (গঙ্গার দিকে ফিরিয়া) আপনাকে অনেকবার বলেছি,—আবার বলি,—হে স্থবির দেশ হিতৈষী, অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা কর্ব্বেন না! আপনি কি জানেন না,—হিমাগমে বসন্তদূত গায় না, সারা ধরণী যেন স্থবিরতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বসন্তাগমে প্রকৃতি নেচে ওঠে, কোকিল আবেগে গেয়ে ওঠে! আমার এই মদিরাময়

জীবন-বসন্তে হিমানীর কুজ্ঝটিকা আনবেন না! ওহো—শচীন্ শচীন্—তুমি যে আমার হৃদয়ের Stethoscope!

(বসিয়া পড়া)

দীপ্তি—(স্বগত) গঙ্গা! এইবার তোমায় কারারুদ্ধ কর্ব্ব! শৈশবের সঙ্গিনীকে উন্মুখ যৌবনে কেড়ে নিয়েছ! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুকিয়ে ছিলুম! (প্রকাশ্যে) গঙ্গাবাবু চলুন—

কেষ্ট—মিসেস্ ডোস্, একটা প্রণয় ঝটিকার মধ্যে এসে পড়েছি। এখন চলুন।

[কেষ্ট ও বিরাজের প্রস্থান।

গঙ্গা—(দীপ্তির হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) শচীন্, নিষ্ঠুর! এত বড় প্রবঞ্চনা! আমার হৃদয়ের আশা উপড়ে ফেলতে চাও!

[গঙ্গা ও দীপ্তির প্রস্থান।

হসিতা—(মাথায় হাত দিয়া স্বগত) কিছু বুঝ্লুম না! শচীন্ চলে গেল কেন? অঘো—অঘো—

(নেপথ্যে "দিদিবাবু")

(অঘোর প্রবেশ)

অঘো—কি বলছ গা দিদিবাবু, অমন কচ্ছ কেন? মাথায় কি হ'ল? কি দোষ বল? বোকে, হাস্না-হানা, পপি, অডিকলম—কি দোষ বল? দিদিবাবু—দিদিবাবু—অমন কচ্ছ কেন? আমার যে বড় ভয় কচ্ছে! দিদিবাবু, মরে যেয়ো না দিদিবাবু! এখনও যে তোমার ছেলেপুলে হয়নি,—মরে গেলে—তুমি যে পেত্নী হয়ে আমারই ঘাড়ে চড়বে!—দিদিবাবু—

(কান্না)

হসিতা—শচীন্! না পালিয়েছে! যা—মটর প্রস্তুত কর্ত্তে বল। ওহো!

[হসিতার প্রস্থান।

অধো—বড়র বড় বিরহ,—মটর, গড়ের মালা, চাঁদের হাসি, হা-হুতাশ, কান্না, মিলন! প্রাণটাকে যেন হাতুড়ী পেটা কচ্ছে। এই যে আমি—শ্রীমতী—না—না—শ্রীঅধোবদনী নয়ন-মণি হরবিলাসের প্রাণে—হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী চড়েছি, একবারে লাইনের শেষে নাম্‌ব। তবে যদি গাড়ীতে ধাক্কা লাগে বা ইঞ্জিন ভেঙ্গে যায়—সে আলাদা কথা। যাই, মটরের কথা বলিগে। দেখি কোথায় খুঁজতে বেরোন।

[প্রস্থান।
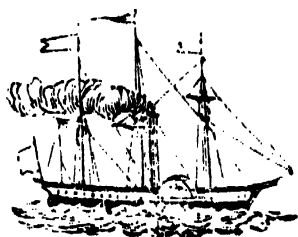
পঞ্চম দৃশ্য।

নগেনের বাটী।

নগেন একেলা বসিয়া ভাবিতেছেন।

নগেন—কি কর্ম্ম! যথাসাধ্য চেষ্টা কল্লু'ম, ছোঁড়াটাকে বোঝালুম। মেয়ে দেখ্‌লে, পছন্দ হ'ল। তারপর এখন সরে দাঁড়াবার মতলব! বলে—বাবার মত নেই। আচ্ছা, দীপ্তি বাবু যে আমায় বল্লে, শচীনের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়েছে। না—না—সে সব দেখা আমার আর উচিত নয়! লেখা পড়া শিখেছে, বরাবর জানি সে ভাল ছেলে। আমি দীন গরীব। আমার অত দেখ্‌তে গেলে চলবে না। সে দেখায় আমার ত অধিকার নেই। সমাজ ও লোকাচারটুকু রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেই—আমার মুক্তি। মেয়ে সোণার সিংহাসনে বসবে, কি রাস্তায় দোরে দোরে বেড়াবে—তা দেখবার আমার অবসর নেই! তাইত, বিমল অনেকক্ষণ গেছে, এখনও ফিরলো না! হাঃ ভগবান! একি বিধান!—ঐ না আসছে—

(বিমল ও শচীনের প্রবেশ)

এস বাবা—এস এস বস, কেমন আছ?

শচীন—(নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে, আছি ভাল। আপনার শরীর কেমন?

নগেন—বাবা, ও কথাটা আর জিজ্ঞেস্ ক'র না। মেয়েটার বের পরে ও কথার জবাব দোব। তোমার বাবার সব খবর ভাল ত?

শচীন—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

নগেন—হঁ্যা বাবা শচীন, আবার মত বদলালে কেন বাবা? এ বিপদ থেকে কি আমায় উদ্ধার কর্ব্বে না?

শচীন—দেখুন! আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি, আমায় মাফ্ করুন। আমি এখন বে করতে পার্ব্ব না।

নগেন—বাবা, এখন না কর, দুদিন বাদে বে ত কর্ত্তেই হবে। তা একজন গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার কল্লে কি তোমাদের ক্ষতি হবে!

শচীন—আজ্ঞে, আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমি প্রথমে না বুঝে বলেছিলুম। এখন আমি বে কর্ত্তে রাজী নই। আর দেখুন, এরূপ অনিচ্ছাস্থলে বে সুখের হবে না।

নগেন—বাবা, মানুষ যখন ডুবে যাচ্ছে, তখন যা সামনে পায়, তাই আঁকড়ে ধরে। যুক্তি বিচার মাথায় আসে না। মেয়ের বে না হলে আমার জাত যাবে,—তা কি বুঝেছ?

শচীন—আমায় মাফ্ কর্ব্বেন, কিন্তু জাত রক্ষার জন্যে মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়া কি বাপ মায়ের কর্ত্তব্য?

নগেন—বাবা, আমার প্রাণের ভেতরটা যদি দেখ্‌তে—আমার যাতনা বুঝ্‌তে পারতে! এখন তোমার অমত কেন? মেয়ে কি পছন্দ হয় নি?

শচীন—সে কারণ নয়। দেখুন, বে কল্লে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তার সুখ দুঃখের দায়িত্ব আমায় বহন কর্ত্তে হবে। আমার বিবেচনায় উপরোধে পড়ে, লজ্জার খাতিরে জীবন মরণের এত বড় জটীল সমস্যায় হাত দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। আপনি আমায় ছেলের মত ভালবাসেন। আমার এত কথা বলা উচিত নয়। দেখুন, বে হবার পর স্বামী স্ত্রী পরস্পর দাবী দাওয়া যদি না রাখে,—

সমাজ ও লোকাচার রক্ষার জন্যও কি এমন নিষ্ঠুর কাজ করা কর্ত্তব্য ?

নগেন —তুমি কি বলিতে চাও যে, যত লোকে বে করেছে, তারা স্বামী স্ত্রী পরস্পর দাবী দাওয়া, হিসেব নিকেশ, সুখ দুঃখ কিছুই মানে না ?

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা—কখন না ! এই দেখ না বাবা,—আজীবন ভাবের ঘরে কেমন লুকোচুরি খেলছি ! একলাই একশ। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। হিসেব নিকেশের কড়া ক্রান্তিও নেই। বাবা, তেলে জলে ঠাণ্ডা হয় বটে,—কিন্তু মিশ্ খায় কৈ। কি আর বলব বল ? পোড়ার মুখো কবিগুলোর মুখে ছাই। তাঁরা কবিতার কলিতে কলিতে অলির গুঞ্জন শুনে আত্মহারা হন। কিন্তু মনে থাকে না, একবার হুল ফোটালে মধুরস নাবে না, বিষের জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়। তোমরা বাবুরা সভ্য—শিক্ষিত—দেশহিতৈষী। নগেন্দ্র—নব্যমতে—

নগেন—খুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি। আর ও কথা এখানে কেন—

সদা – না বাবা, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। হিসেব নিকেশের ব্যাখ্যা শুনতে পেলুম। তাই একবার ঢুঁ মেরে গেলুম, কি কর্চ্ছ। আচ্ছা, আমি চলুম।

(সদার প্রস্থান)

শচীন—আমিও এখন চলুম।

নগেন—সে কি ! বাবা, যুক্তি তর্ক ছেড়ে এখন এ গরীব কায়স্থকে

কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর। সংসারে সকলেই আপন আপন সুখ দুঃখ নিয়ে থাকে, দাবী দাওয়া মেনে দিন কাটিয়ে দেয়।

শচীন—আজ্ঞে, সব লোকের কথা বল্‌ছি না। আমার নিজের কথা বলছি। আমায় মাফ্ করুন। আর এ সম্বন্ধে লজ্জা দেবেন না। আমার বিশেষ কাজ আছে, এখন চল্লুম। নমস্কার। বিমল—

নগেন—সে কি হয়! একটু জল খেয়ে যাও, বিমল—যা বাবা—শচীনের জন্যে—

শচীন—আজ্ঞে না। এখন আর—বিমল শোন ভাই।

[শচীন ও বিমলের প্রস্থান।

নগেন—(কিয়ৎক্ষণ মাথায় হাত দিয়া) ছেলে আমার বড় আশা করেছে,—গিন্নী আশা করেছেন,—শচীনের সঙ্গে বে হবে! কার দোষ দোব! নিজের পোড় কপাল! একটা মেয়ের বে তে যথাসর্ব্বস্ব গেছে! মেয়ে জামায়ের ব্যবহার,—ছিঃ ছিঃ মুখে আন্‌তে ঘেন্না হয়! গিন্নী আবার তাদের দোষ দেখ্‌তে পারেন না! মরণ হয়ত বাঁচি! চারি দিকেই জ্বালা! চঞ্চল মনের জন্য আফিসের কাজ ভুল, ঘরে অশান্তি, মেয়ে জামায়ের কুচরিত্র, আইবুড়ো মেয়েয় বের ভাবনা,—না আর এ সব ভাব্‌তে পারি না! এখন কর্ব্ব কি! ছেলেটা হাত-ছাড়া হ'ল! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) ওঃ ঠিক্ কথা! সমাজ আর মানব না। আর কিসের সমাজ! সমাজ ত কই আমার মেয়ের বের কিনারা কর্ত্তে পার্ল্লে না,—গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত গেরস্তর ঘরে ঘরে যে আগুণ জ্বলছে,—কই সমাজ তার কি প্রতীকার কর্চ্ছে! এ যে মানব আকারে সব সয়তান্!

দেশের নেতারা জাতীর গৌরব করেন,—সমাজ সমাজ ক'রে তাণ্ডব নৃত্য করেন! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী স্বার্থ নিয়ে, সুন্দর বেশ ভূষা ক'রে দেশ বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান! এঁরাই আবার লোকাচার রক্ষা না হলে একঘরে করেন! ভক্ত বিটেল্ সমাজ! তুই গরীবের কি উপকার করিস্! তুই ত খালি তাদের গলা টিপে বুকের রক্ত পান কর্ত্তে শিখেছিস্! দয়া প্রীতি দিয়ে কার বুকের ব্যথা দূর করেছিস্! কার চোখের জল মুছিয়েছিস্! তুই লম্পট্, তুই চোর, তুই ডাকাত! সদা খুড়ো, তুমি ঠিক বলেছিলে! মেয়ের নব্য মতেই বে দোব। যে বন্ধনে সুখ ও আনন্দ,—তাই কর্ব্ব! এতে আত্মীয় স্বজন মানব না, জাতের বিচার রাখব না, ধর্ম্মের ভাণ কর্ব্ব না!

(বীণাপাণির প্রবেশ)

বীণা—হ্যাঁগা, শচীন কি বল্লে?

নগেন—বল্লে—দুর্গন্ধময় সমাজের গণ্ডী কেটে বেরুতে হবে! বল্লে—অন্ধকারের জড়পিণ্ডকে সূর্য্যের আলোকে জীবন দিতে হবে! বল্লে—নির্ম্মম ও কঠোর বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে নিজ হাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হবে! তোমার বড় মেয়ের পথ অনুসরণ কর্ত্তে বল্লে!

[প্রস্থান।

বীণা—হা ভগবান! কত পাপই না করেছি! আবার টাকাটা সমস্ত চুরি গেল! এখনও ইনি শোনেন নি! কপালে আরো কত কি যে আছে!

[প্রস্থান।

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

গঙ্গার হিতৈষিণী সভার বাটী

গঙ্গা একাকী বসিয়া ভাবিতেছেন।

গঙ্গা—(স্বগতঃ) না—না—হাল ছাড়া হবে না! কিন্তু বড় অপমান করেছে! বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিলে না! হসিতা! এত অর্থ—এত তোষামোদ—প্রাণঢালা এত ভালবাসা—কিছুতেই তোমায় বাগাতে পাল্লুম না! টাকাগুলো পাঁচ জনে ঠকিয়ে নিলে! এদিকে তিন্‌টে মোকদ্দমা ঝুলছে! দীপ্তিও সুর বদ্‌লেছে! চারিদিকে শত্রু! হাতেও এক পয়সা নেই! চাঁদা বন্ধ! কি করি! বিষ খাব! আত্মহত্যা কর্ব্ব! না—না—প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি কর্ত্তে হবে! নিমকহারাম শচীন্—স্বার্থপর দীপ্তি—পিশাচী হসিতা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! তোদের সকলকার অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লুপ্ত কর্ব্ব! আমার আর কিসের ভয়! মায়া মমতার বাঁধন কেটে ফেলেছি! তোদের বিধিমত শাস্তি দোব! গঙ্গা মুখুর্য্যে একদিন মান সম্ভ্রমের উচ্চ শিখরে উঠেছিল—তোদের জন্যে—তোদের কুটীলতায়—তোদের হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হয়েছে! যে বিষ আমার প্রাণে ঢেলেছিস্—যে বিষ আমার বাসনা কামনাকে পদদলিত করেছে—যে বিষ সুখময় জীবনকে সয়তানে পরিণত করেছে,—মনে থাকে হসিতা,—মনে থাকে শচীন—সেই বিষদন্তে তোদের হৃদপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলব! আমার হৃদয়ের হাহাকার—প্রণয়ে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা—উঃ!—(দন্তে ২

ঘর্ষণ করিয়া) হসিতা—হসিতা—বহুদিন তোর চরণ ধরে সেধেছি—হৃদয়ের স্তরে স্তরে তোকে গেঁথে রেখেছিলুম;—কিন্তু তার প্রতিদানে,—এত অপমান—এত অবজ্ঞা—এত তাচ্ছল্য! যাব—যাব—তোদের সকলকে হত্যা কর্ব্ব! ওহো—

(দীপ্তির প্রবেশ)

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু—

গঙ্গা—কেন—কেন—এখানে কি মনে ক'রে! প্রণয়ে হলাহল উঠেছে—নির্ম্মল আকাশে মেঘ উঠেছে,—বাজ পড়বে—সরে যাও—সরে যাও!

দীপ্তি—কি হ'য়েছে! কি বলছেন আপনি! অমন কর্চ্ছেন কেন?

গঙ্গা—কি হ'য়েছে! জান না কি হ'য়েছে? শ্মশানের প্রেতভূমি! নরকের তামসময় ছবি! দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের প্রলয় তরঙ্গ! আরো শুনবে! শোন—শোন—গঙ্গা মুখুর্য্যের হৃদয়ের কম্পন অনুভূতি স্থির হ'য়ে গেছে! ভালবাসা—ভালবাসা—পৃথিবী থেকে চলে গেছে! তার উন্মাদগন্ধি স্পর্শসুখ—তার মোহকারিতা—তার চঞ্চল হিল্লোল—আর নেই! দীপ্তি—যাও—চলে যাও!—গঙ্গা মুখুর্য্যে হীন হ'লেও তোমাদের মতন সয়তানের সংস্পর্শে থাকে না!

দীপ্তি—(কাঁদিতে ২) গঙ্গাবাবু—

গঙ্গা—দীপ্তি—দীপ্তি—!!

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু, হ'তে পারে—আমি সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি! আমাকে অপমান করুন ক্ষতি নেই! কিন্তু আপনার সম্মান রাখ্তে আমি কুণ্ঠিত নই!—আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি-

চিরদিন সমান ভাবে থাকবে। আপনাকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এসেছি! এই দেখুন—(পত্র দেখাইয়া) কাগজে ছাপাবার জন্য প্রতিদিনই আপনার নামে Complaint (কৈফিয়ত) আসছে। সাধারণে জানতে চায়,—টাকাগুলো কি কাজে খরচ হ'য়েছে। এটা বড় গুরুতর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। আপনি সরে পড়ুন।

গঙ্গা—কি বল্লে? সরে পড়ব? কেন-কেন? সাধারণে টাকা দান করেছে,—কৈফিয়ৎ চাওয়ায় তাদের অধিকার নেই! দীপ্তি—তুমি বড় নিমকহারাম! তুমি সুর বদলালে কেন? তুমি কি মনে কর যে, গঙ্গা মুখুর্য্যে এত বড় Fool (আহাম্মক), এত বড় Idiot (মূর্খ), এত বড় বোকা,—তোমার রঙ বদলানর অর্থ বুঝতে পারে না?

দীপ্তি—দেখুন, আপনি মিছামিছি রাগ কর্চ্ছেন। আপনি খাঁটি দেশ-হিতৈষী সেজেছিলেন, সেটা আমি জোর ক'রে—ভালবাসার খাতিরে না হয় বুঝলুম, কিন্তু সাধারণ লোকে তা বুঝবে কেন? আপনি আমায় জানেন যে, আমি স্বদেশী ব্যাপারে আপনাদের মত দুহাত তুলে নাচিনি। কেন না, আমার ধারণা অন্যরূপ। দেশকে উন্নত কর্ত্তে গেলে, জাতীয়তা সূত্রে সকলকে বাঁধতে গেলে, কেবল টাকা টাকা কল্লে হয় না, চাঁদায় জাতি বাঁচে না। কাজ দেখান চাই। যাতে সাড়া পড়ে, সেইরূপ নাড়া দেওয়া চাই—তবে। যাক্—সে কথা। (পকেট হইতে চেক্ বাহির করিয়া) এই চেকখানা যে দিয়েছিলেন, ব্যাঙ্ক Dishonour (অগ্রাহ্য) করেছে। এখন আপনি টাকাটা দিলে ভাল হয়। টাকা পয়সা থাকলে আর Dishonour করে না।

গঙ্গা—তোমরা কুকুর দেখ্‌ছি! আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাও! এত টাকা খেয়েও তোমাদের পেট ভরেনি! কি কুক্ষণেই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল! ওহো!

(সদানন্দ ও ডোসের প্রবেশ)

সদা—(দীপ্তির দিকে ফিরিয়া) বাবা, এই নাও—তোমার সাধের পিতৃপুরুষকে নাও। আমি কি ওই দস্যিকে ধরে রাখতে পারি। তুমি বাইরে বস্‌তে বল্লে কিন্তু মরাল গমন দেখে হাতে হাতকড়ি পড়েছিল আর কি।

দীপ্তি—Mr. Dose, please take your seat.

গঙ্গা—Who is he?

দীপ্তি—ইনি নগেন বাবুর জামাই।

গঙ্গা—কে নগেন বাবু?

দীপ্তি—আপনি তাঁকে দেখেছেন। তাঁরই কন্যার সঙ্গে শচীনের বের সম্বন্ধ হ'য়েছিল।

গঙ্গা—খুড়ো, খবর কি?

সদা—আর বাবা খবর। দেশের হাওয়া দেখ্‌ছি। হ্যাঁ বাবা তোমারও কি হৈতৈষিণী সভায় তালা পড়ল? কই আর তেমন উৎসাহ দেখ্‌তে পাই না? তেমন নাচ গানের ফোয়ারা নাই, ব্যাপার কি? সব নিঝুম!

গঙ্গা—খুড়ো, যে দেশ! নিঝুম হবে না! আফিম ধরে যেন সব বেটাই ঝিমুচ্ছে, কশাঘাতে দু'একবার জাগে মাত্র। স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর! যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, যারা পরের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে খায়, যারা দেশের কাজে উৎসাহ দেওয়া দূরে

থাক,—কেবল নিন্দা ক'রে শুধু সহৃদেশ্য পণ্ড করে, তাদের জন্য কি কর্ত্তে বল!

ডোস্—দীপ্তিবাবু, Have I come to the church to listen to sermon?

গঙ্গা—What do you say Mr?

ডোস্—A bath in the sunshine! A glass red with wine—my faithful companion—my loving chamelion; these I want to hear and have! Eat, drink and be merry! Precious are these three!

গঙ্গা—দীপ্তি—Oh! I regret I can't allow a seat here, he has white disease.

ডোস্—না—না—White disease ফিজিস্ নয়,—রং কালো ছিল—বাবা—ফরসা হচ্ছে। খুড়ো চল বাবা,—এখানে কেন মর্ত্তে নিয়ে এলে বাবা? আমি ত বাবা খুড়ো লতা নই, কবিতাও নই, বনিতাও নই যে, I—I without a prop I cannot stand. (টলিতে টলিতে) চল খুড়ো।—দীপ্তিবাবু—pay me something.

দীপ্তি—খুড়ো, আপনি এঁকে নিয়ে যান। আমি যাচ্ছি।

সদা—কেন বাবা, আর বুড়োকে কষ্ট দাও, আমি চল্লুম।

দীপ্তি—না—না—(হস্তে অর্থ দিয়া) খুড়ো, একখানা গাড়ী ক'রে ডোস্ সাহেবকে বাড়ী নিয়ে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সদা—এস বাবা—খুল্লতাতবৎসল—পরস্মৈপদবিহারী—কলির ননী-চোরা—এস।

ভোস্—Damn the patriot's house!

(টলিতে টলিতে সদার সহিত প্রস্থান)

গঙ্গা—এ চীজ্‌টি কোথা থেকে রিক্রুট কল্লে?

দীপ্তি—আজ্ঞে রিক্রুট আর কি! ও লোকটা আমার কবিতার বইগুলো যুবকযুবতী মহলে অনেক বেচে দিয়েছে, আর খবরের কাগজেরও অনেকগুলি গ্রাহক করে দিয়েছে। আপনি ওকে জানেন না—ও যে বিরাজের স্বামী।

গঙ্গা—এঁ্যা—বিরাজের husband! বিরাজকে ত দেখলুম, বেশ!—A lady, accomplished and up-to-date—এটা অমন হতভাগা কেন?

দীপ্তি - আজ্ঞে, ও বিলেত ফেরত। অনেকদিন বিলেতে ছিল।

গঙ্গা—আরে ছ্যা—লোকটা বড়ই খারাপ। আবার গায়ে সব সাদা সাদা কি বেরিয়েছে। তা যাক্, ও সব কথা। এখন শোন। রিজার্ভ ফণ্ডও গেছে, চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা নেই। কি করা যায় তার উপায় একটা কর্ত্তে হবে। তুমি ফের কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ কর।

দীপ্তি—আজ্ঞে—তা কি করে করি বলুন।

গঙ্গা—তা আমি জানি। চিরকাল অর্থ দিয়ে প্রতিপালন করেছি, এই তার প্রতিদান! দীপ্তি—দীপ্তি—এত শত্রুতা কেন সাধছ! তুমি জান—আমার অবস্থা আজ কি হ'য়েছে?

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু, প্রকৃতই বড় দুঃখিত হলুম। আচ্ছা, আমি দেখি,—কতদুর কি কর্ত্তে পারি। আজ তবে চল্লুম।

গঙ্গা—দেখো ভাই দীপ্তি, রক্ষা ক'র।

দীপ্তি—কিছু বলতে হবে না।

(দীপ্তির প্রস্থান)

গঙ্গা—বড় অন্যায় কাজ করেছি! দীপ্তির ওপর সন্দেহ করা আমার উচিত নয়! সে ত গুরুর মত ভক্তি করে! এখন কি করি! শচীন ও হসিতার উপর প্রতিশোধ নোব! বুকে বড় ব্যথা দিয়েছে! দেখি, দীপ্তি কি করে! কাগজে যদি ফের কিছু লিখ্‌তে সুরু করে,—তবেই এ যাত্রা রক্ষা! নচেৎ আমায় মর্ত্তে হবে!

(প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য—

নগেনের বাটীর ছাদ।

সময়—রাত্রি।

মৃণাল।

মৃণাল—(কান্না জড়িতস্বরে) বাবা বল্লেন্—মেয়ে মরে যাওয়াই ভাল! কন্যাদায় পুত্তুর শোকের চাইতেও বেশী! যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল,—শুন্‌লুম তিনি আমায় বে কর্ব্বেন না। এদিকে আবার শুন্‌ছি,—বাবা কি টাকা জোগাড় করে-ছিলেন, তাও নাকি চুরি গেছে! সকলই অদৃষ্ট! আমার জন্যে বাবার এত কষ্ট! না—না—বাবাকে আর জ্বালাব না! বে না হ'লে আমাদের একঘরে করে দেবে! আচ্ছা, মেয়ের বে, টাকা না হ'লে হয় না কেন! এই ত ইন্দুর বে হ'ল, বর কেমন আট ঘোড়ার গাড়ী করে এল। তাদের বে ত বেস্ হ'য়ে গেল। ওঃ—ওরা বড়লোক আমরা যে গরীব! সেই জন্যে! বাবা—বাবা! আর তোমায় কষ্ট দোব না! এই বে-র জন্যেই না সরমা পুড়ে মরেছে! আহা! তার বাপ্‌ও এই পোড়া বে-র জন্যে টাকা জোগাড় কর্ত্তে পারেন নি গো! আহা সে যে বেঁচেছে! তার বাপ মাকে জ্বালার হাত থেকে বাঁচিয়েছে! আমিও যদি পুড়ে মর্ত্তে পারি তবে বেঁচে যাই! বাবাও বাঁচেন! আমার জন্যেই ত তাঁর যত জ্বালা! আবার দিদির ব্যবহারে বাবা আরো জ্বল্‌ছেন্!—না—না—আর এ

সব জ্বালার মধ্যে থাকব না! হয়ত আমি মলে বাবার সংসারে শান্তি আস্‌বে! দিদিও ভাল হ'তে পারেন! আর বৌদিদি! সে যে আমায় বড় ভালবাসত! মর্ব্বার সময় একবার তাকে বলে যেতে পাল্লু্ম না! সে যে এখানে আসবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে! বাবা—বাবা—মা-মা—তোমাদের আদর যত্ন আজ সব ছেড়ে যাব! কিন্তু আর যে কারুকে দেখতে পাব না! উঃ কি করে পুড়ে মর্ব্ব! আমার যে বড় ভয়—

(মনোবীণার প্রবেশ)

মনো—হ্যাঁ লা মৃণাল, এখানে কি করছিস্। মা যে তোকে ডেকে ডেকে সারা হলেন।

মৃণাল—কেন দিদি?

মনো—মা তোকে খেতে ডাক্‌ছেন। আয় খাবি আয়।

মৃণাল—না দিদি, আমার আজ খিদে নেই।

মনো- ওলো, বে হয়নি বলে বুঝি ভাবছিস্? হবে লো হবে। ফুল ফুট্‌লে কেউ রাখ্‌তে পার্ব্বে না।

মৃণাল—আচ্ছা দিদি, আমি মরে গেলে বোধ হয় বাবাকে আমার বের জন্যে অত ভাবতে হবে না!

মনো—হ্যাঁ লা, এ সব তোর কি কথা? চল্ উঠে চল্।

মৃণাল—না দিদি, আমি আজ আর খাব না।

মনো—কদিন না খেয়ে থাক্‌বি? হ্যাঁ লা, কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে,—কেরোসিনের—না?—এ কি!

(কেরোসিন সিক্ত কাপড় দর্শনে)

মৃণাল—দিদি আর খেতে হবে না! মাকে বাবাকে (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর পোড়াব না! বাপ মা বের টাকা জোগাড় কর্ত্তে পারেনি বলে, ওদের সরমা পুড়ে মরেছে! আমিও তাই মর্ব্ব বলে এসেছি, বাপ্‌ মার আর কণ্টক হব না! আর তাঁদের জ্বালাব না!

মনো—(চমকিত হইয়া) হ্যাঁ লা, এ সব কি কথা! ছিঃ ছিঃ তোর কিসের জ্বালা যে পুড়ে মরবি? বালাই, অমন কথা মুখে আনিস্‌ নি! ওদের মেয়েটা পুড়েছে তাই দেখাচ্ছিস্‌। শোন্‌—ওদের মেয়েটা যখন পুড়ে মরে,—দেশের হুজুকে লোকগুলো তাকে দেবী বলে পূজো কর্ত্তে বল্লে, চারিদিকে সভা কর্ত্তে লাগল, পাথরের মূর্ত্তি গড়বে বলে চাঁদা তুল্‌তে লাগল। তার আগে—তাকে পূজো কর্ত্তে পারেনি। পোড়া লোকগুলো যেন যমের অগ্রদূত! আইবুড়ো মেয়েগুলোকে মরণের মুখে এগিয়ে দিতে লাগল! ছিঃ ছিঃ!

মৃণাল—না দিদি, তুমি যাও,—আমার বাধা দিও না! আমি মর্ব্ব,—একদিন ত মর্ত্তেই হবে! তবে আর বাপ মাকে এত জ্বালা দি কেন! বাবা যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন! না দিদি, তুমি যাও। আমায়—

মনো—(হাত ধরিয়া) ছিঃ—ছিঃ! দেখ্‌—ঐ কেরোসিন মেখে পুড়ে মরা ও এক ঢেউ উঠেছে! আত্মহত্যা কত পাপ—

ওদের মেয়েটা তা যদি বুঝত,—কখনও এমন কাজ কোর্ত্ত না! ছিঃ ছিঃ—

"আর্য্যনারীর কার্য্য নয়, এ আত্মহত্যা করা,
ইহকালের পরকালের নিন্দানরক ভরা!
এ ত নয় সে জহর ব্রত, এ যে বিষম পাপ,
নির্ণিমিত্তে আত্মহত্যা বিধির অভিশাপ!
লোকের হিতে দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ,
সে ত নয় রে আত্মহত্যা, সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বর্গ নরক ভেদ,
বুঝ্‌লি না তুই বোকা মেয়ে, অই যে বড় খেদ!
হিন্দুর মেয়ে কেউ কি কখন এমন মরণ মরে?
চিরকুমারী ম্লেচ্ছনারী পরের সেবা তরে!
সফরীগেটী, মর্দ্দাবেটী বরং ভাল তারা।
এমনতর মর্দ্দানিতে নয় সে আত্মহারা॥
তাদের চেয়েও অধম তুইরে, তাদের চেয়েও হীন,
হতভাগি এমনি কোরে মাখ্‌লি কেরোসিন!"

তাই বল্‌ছিলুম,—হিন্দুর ঘরের মেয়ে আত্মহত্যা কর্ব্বি!—ছিঃ ছিঃ!

মৃণাল—দিদি, তবু সে বেঁচেছে—তার বাপ মাও বেঁচেছে!

মনো—হ্যাঁ, বেঁচেছে! দেখ্‌—এতে যে নরকেও স্থান হয় না,—আত্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই,—গতি হয় না! তুই ছেলে মানুষ, এ সব বুঝতে পার্ব্বিনি! দেখ্‌ আমার প্রাণের ভেতর দাউ্‌ দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে! কিন্তু তবুও—আত্মহত্যা কর্ত্তে সাহস হয় না! শুনেছি, এ জ্বালার চাইতেও সে জ্বালা

হাজার গুণে বড়! ছিঃ অমন কথা মুখে আনিস্ নি! আয়, উঠে আয়।

মৃণাল—দিদি, বাবা আমার বের টাকা যোগাড় কর্ত্তে পারেন নি ব'লে, আমায় যে সে দিন কাট্‌তে গেছলেন! আমি ম'লে, বাবা মাকে আর ভুগতে হবে না।

(বীণাপাণি ও নগেনের প্রবেশ)

নগেন—কই—মা মৃণাল! আয় দিকি। কেন, তোর কি হয়েছে? সকাল থেকে খাস্‌নি কেন? আমার ওপর বুঝি তোর রাগ হয়েছে? আয়, খাবি আয়।

মৃণাল—(কান্না)

বীণা—কেন মা কাঁদছিস্! আয় উঠে আয়! দেখ্ নানা জ্বালায় ভেবে ভেবে ওঁর সে দিন মাথা খারাপ হ'য়েছিল, তাই তোকে বকেছিলেন। তাতে এতবড় মেয়ে রাগ করে কি? ছিঃ, মা আমার, কাঁদতে আছে কি?

মনো—দেখ মা, কাছে থাক্‌লেই একটা কথা বল্‌তে হয়। আমি এখানে কবে আছি, কবে নেই। কিন্তু মা, যার বরাতে যেটা ঘটে, সেইটে ধরে তাকে খোঁটা দিলে—হৃদয়ে বজ্রের মত লাগে! নানান্ জ্বালায় বাবার ভাবনা হ'তে পারে,—তা বলে ওঁর কাজটা কি সেদিন ভাল হ'য়েছিল!—(কাপড় প্রদর্শন) এই দেখ,—বাপের ইচ্ছাই পূর্ণ কর্ত্তে যাচ্ছিল! কি সর্ব্বনাশ ঘটাচ্ছিল বল ত!

নগেন ও বীণা—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!

মনো—সর্ব্বনাশ আর কি! সর্ব্বনাশ ত তোমরাই ঘটাচ্ছিলে মা! ও না হয় তোমাদের বাঁচিয়ে নিজের উচ্ছেদ নিজেই কর্চ্ছিল,—পাছে বাপের হাতে দড়ী পড়ে! আচ্ছা, বলি মেয়ের বে টা কি দিতেই হবে! তাতে ভিটেই বিক্রী হ'ক, আর হাতে দড়ীই পড়ুক্! যেমন কোরেই হ'ক হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতেই হবে! এই কি ধর্ম্ম! এই কি সংসার বন্ধন! আমাদের প্রত্যেককেই যে বিয়োতে হবে, রাম—শ্যামের মা হ'তেই হবে, জিজ্ঞাসা করি—এমন কিছু কি লেখাপড়া আছে?

নগেন—এঁ্যা—কি বলছ মা! লেখাপড়া,—কৈ তা ত কিছু দেখছি না! মেয়েটার বে দিতে হবে বলে কেমন একটা ভূত ঘাড়ে চেপেছিল! ওহো—বুঝেছি—বুঝেছি! কি ভুলই কচ্ছিলুম,—বুঝেছি!!

(নগেনের প্রস্থান)

বীণা—আয় মা! আমাকে আর পোড়াস্ নি! আয় খাবি আয়! কি জ্বালা! ভগবান কত পাপই করেছিলুম!

(বীণা মৃণালের চক্ষু মুছাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা)

মনো—(স্বগতঃ) সত্যি—বড় জ্বালা! মেয়েটার বে দিতে পাচ্ছে না বলে বড়ই জ্বালা! ভিটে মাটী বিকিয়ে, যা-তা ধরে বে দিলেও বে শতেক জ্বালা! আমি বলি, তার চেয়েও মেয়ে যদি চিরকুমারী থাকে—তাতে দোষ কি? যদি মেয়েটা বে হ'লেই স্বামী সুখে বঞ্চিতা হয়,—বাপ মা কি কর্ত্তে পারে? আর যদি আমার মত স্বামী পরিত্যক্তা হ'য়ে দিবানিশি চোখের জলেই ভাসতে হয়,—তারই বা প্রতীকার কি? ইসারায় বলেছি—কর্ত্তা বোধ

হয় বুঝেছেন। এখন বাকী মৃণালের মা। এঁকেও বোঝাতে হবে। (প্রকাশ্যে) মা, কি ভাবছ?

বীণা—পোড়া কপালের কথা ভাবছি মা! এমন বরাত করেছিলুম!

মনো—দেখ মা, সব দিক্ মজিও না। অত ব্যাকুল হ'লে চলবে না। চোক্ চেয়ে চলতে হবে। দেখ মা, চেয়ে দেখ। একটা কথা বলি শোন। মৃণাল,—থাক্ সে চিরকুমারী! খালি দারিদ্র বৃদ্ধি কর্ব্বার জন্যে বের কিছু দরকার নেই। সে যে জ্বালার ওপর পালার বাড়ী! এই ত এক মেয়ের বে দিয়েছেন! সুখের সংসার পেতেছেন! কেমন না?

বীণা—কি বলছ মা! তুমি ছেলে মানুষ। সমাজের ব্যাপার কিছু জান না। মেয়ের বে না দিলে চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়,—লোকে গায়ে থুথু দেয়।

মনো—ঠিক কথা মা, আমি তোমার কাছে ছেলে মানুষ। কিন্তু দেখ মা, বয়সে ছেলে মানুষ হ'লেও—জ্বালা তোমার চেয়ে আমার চতুর্গুণ! আর সমাজের কথা বলছ মা? সমাজ গরীব বাপ মার ফুলের মত এই মেয়ে গুলোকে খালি পিষে ফেল্‌তে জানে! মা, ভুক্তভোগী বলেই বল্‌চি! চোখের জল মুছিয়ে যদি কেউ কোলে তুলে নেয়,—সে ত স্বর্গ সুখ! হৃদয় বিনিময়ে যদি বে হয়,—তার চাইতে আর কি সুখের কথা আছে মা? হৃদয় বিনিময়ে যদি বে হয়—সে ত সুখের কথা! কিন্তু ভিটেমাটী বিকিয়ে, যাকে তাকে ধরে মেয়ের বে দিও না! যখন দেশের লোকগুলো টাকাই চায়,—যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর কর্ত্তে হবে,—তাকে চিনে নিতে চায় না,—তার নাম বিবাহ!—যেখানে পাত্রীর রূপ গুণ, বংশমর্য্যাদা

টাকার কাছে অতি হেয়—তার নাম বিবাহ! যেখানে দুধের মেয়ে গুলোকে টাকার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে টানে, পুড়িয়ে মারে, বিষ খাওয়ায়,—তার নাম সমাজ! শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার পরিণাম—দারিদ্রবৃদ্ধি, অন্নকষ্ট, দিবানিশি হাহাকার! না—মা—এমন কাজ কখন ক'রো না! দেশের লোকগুলো জানুক,—সহধর্ম্মিণী টাকা দিয়ে বিক্রী হয় না!

বীণা—মা, ও সব অত বুঝি না। যা চিরকাল চলে আসছে,—তা কি ছাড়া যায়?

মনো—বুঝেছি—মা বুঝেছি। যা—চিরকাল ধরে চলে আসছে তাই করবে।—চিরকাল ত আর এমন ধরণ ধারণ চাল চলন ছিল না যে, তাই কর্ত্তে যাব। বরং চিরকালই এই প্রবাদ আছে—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এর উপর কাহারও হাত নেই। মেয়ের বে'র ফুল ফুটলে, বর আপনি এসে জুটবে। তার জন্যে—এত তাড়া কিসের?—মেয়েকে একটু কাছেকাছে সাবধানে রাখলেই চলবে। আর অদৃষ্টে ওর যদি বে না থাকে, না হয় কুমারী হয়ে থাকবে। কুমারী হয়ে থাকা কি ঘেন্নার কথা মা?—ক'জনের ভাগ্যে তা ঘটে?—বিমল যদি একমুটা ভাত পায়, ওকি আর পাবে না?

বীণা—কুমারী হ'য়ে থাকা ও সব কথার কথা মা। মেয়ে ছেলে কিছুদিন আইবুড়ো থাকলেই খারাপ হ'য়ে যায়।

মনো—কি বল্লে মা? খারাপ হ'য়ে যায়? খারাপ হবে কেন? আমাদের দোষেই তারা নষ্ট হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই বলি—টুকটুকে বৌ আনব, নবকার্ত্তিক বর করে দোব। এই

রকম কত আদর কোরে—ছেলেবেলা থেকে, ছেলেমেয়েদের মাথায়, কেমন একটা বের সংস্কার জন্মে দি। কিন্তু পরে আর সামলাতে পারি না। অর্থাভাবে তাদের কপালে যাই ঘটুক,—আমরা ভাবের ঘরে চুরি করি। একটা যা-তা ক'রে বে দিয়ে, দায় থেকে মুক্ত হই। কিন্তু মা—এ ত মুক্তি নয়—এ আমাদের সমাজের কলঙ্ক,—অভিসম্পাত! সেটা বুঝি না।

বীণা—কি জানি মা পোড়া বরাতে কি আছে! ছেলে মেয়ের বয়স হোলে তারা পাপের ঢেউয়ে ভেসে যায়, সেই জন্যে নঙ্গর করে বেঁধে রাখা দরকার।

মনো—এই যে আমায় নঙ্গর করে বেঁধে রেখেছেন! আর তোমার বড় মেয়েকে কেমন বেঁধেছ—তা হাড়ে হাড়ে বুঝছ! যে ভাসবে সে বাঁধন মানবে না। আর এক কথা—মেয়ে ছেলে শ্বশুর বাড়ী কষ্ট পেয়ে কত বেরিয়ে যাচ্ছে—কত বা বিষ খাচ্ছে—তাতে বড় ধর্ম্ম হচ্ছে! কেমন না!

বীণা—এখন এস মা—নীচে এস।

(সকলের প্রস্থান)
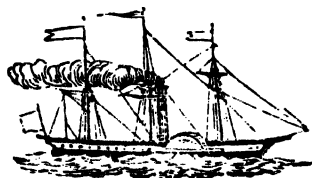
৫ম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

হসিতার বাটী।

কেষ্ট, বিরাজ, শচীন্দ্র, হসিতা ও গঙ্গা।

কেষ্ট—দেখুন গঙ্গাবাবু, এ কাজটা কি করা আপনার ভাল হয়েছে? নিজের দোষে আপনি মলেন! কতবার বলেছি—পাবলিক্ মনি অত নষ্ট কর্ব্বেন না। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে। যাক্ মশাই, এই নাক কান মলা, আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই।

গঙ্গা—দেখ কেষ্টধন, যদি যাই, একলা যাব না। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে! প্রাণের ভেতর অনেকগুলো জ্বালা পেয়েছি! তার জন্য যে যে দায়ী—সকলকে জড়াব!

হসিতা—আহা! রসের কথা দেখ না। সরে পড় এখান থেকে। প্রাণের জ্বালা, তোমার গুরুমশায়ের কানমলা,—তা আমরা কি কর্ব্ব?

গঙ্গা—পিশাচী, যদি জেলে যেতেই হয়, তোকে মেরে যাব! তুইই আমার এ যাতনার মূল! (শচীনের প্রতি) নেমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক, প্রণয়-দুষমন! তোকেও বাদ দোব না!

হসিতা—শঠ, প্রবঞ্চক্—সাবধান! এখনি পুলীশ ডেকে তোমায় ধরিয়ে দোব! ভণ্ড দেশহিতৈষী সেজে সাধারণের বুকের রক্ত পান

করে বলবান হয়েছ! জনসাধারণের পয়সায় তাণ্ডব নৃত্য করেছ! কে তোমার কাজে সহানুভূতি করেছে,—যার জন্যে তুমি এত চোক রাঙ্গাও!—যাও, আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাও!

শচীন—গঙ্গাবাবু, আপনাকে মান্য কর্ত্তুম, কিন্তু আজ আপনার ব্যবহারে আমার মনে ঘৃণা হয়েছে। দেশের টাকাগুলো দুর্ভিক্ষের নাম করে উড়িয়ে দিলেন। আবার আমাদের জড়াবেন বলে শাসাচ্ছেন! ধিক্ আপনাকে! আপনি এতদূর নীচ্ হ'য়ে পড়েছেন!

গঙ্গা—উঃ—এত অপমান! দেখে নেব, দেখে নেব!

(গঙ্গার বেগে প্রস্থান)

কেষ্ট—বাবা বাঁচা গেল! ওঁর নামে body warrant বেরিয়েছে!

হসিতা—সত্যি! যাক্ জেলে পচে মরুক।

বিরাজ—দিদি, লোকটা বুড়ো বয়সে ক্ষেপে গেছে! আচ্ছা তোমরা ওকে এখানে স্থান দিয়েছিলে কেন? যেখানে নবীন নবীনার প্রণয়, যৌবনের মদিরা, বসন্তের উল্লাস,—যেখানে প্রেমের চির বিকশিত শতদল, জ্যোছনা মাখান ভালবাসা, প্রাণোন্মাদকর আলিঙ্গন,—দিদি—দিদি সেখানে নিশিথিনীর ঘন তমিস্রার ন্যায় নীরস কঠোর শশ্মানদগ্ধ অশীতিপর বৃদ্ধকে প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন! ছিঃ—ছিঃ!

হসিতা—ভাই বিরাজ, আর লজ্জা দিস্ নি। হৃদবিলাসী বিধুকে ঢাক্‌বার জন্যে দু' একখানা উড়ো মেঘ ভেসে এসেছিল,—নিজেদেরই নিষ্ফল গর্জ্জনে অদৃশ্য হ'ল! সে কাজ করেছিস্

বিরাজ—হ্যাঁ ভাই, খাইয়ে দিয়েছি। বড় ভয় হচ্ছে, বাবা মা হয়ত টের পেয়েছেন।

কেষ্ট—কি—কি—মিসেস্ ডোস ?

বিরাজ—না ভাই, তুমি আমাকে আর মিসেস্ ডোস্ ব'ল না। আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

হসিতা—কেন লো, একেবারে সরিয়েছিস্ নাকি ?

বিরাজ—না—দিদি—একবারে সরে নি। সেটা অসুবিধা ছাড়া সুবিধা নয়।

শচীন—কি ব্যাপার ?

হসিতা—ও একটা গভীর গবেষণা,—বুঝতে পার্বে না।

কেষ্ট—হসিতা বাবু, দেখ্‌বেন—গবেষণার ভেতর থেকে যেন সরকারী পরওয়ানা বেরোয় না। গঙ্গাবাবু গেছে, দেখো মিসেস্ ডোস্ প্রেম বন্ধন যেন লৌহ বন্ধনে পরিণত না হয়, অধরসুধা যেন পুলিশের গুঁতায় তৃপ্ত না হয়।

(পাগলবেশে ডোসের প্রবেশ)

ডোস—Romantic movement! How it causes a dislocation of head and heart! How it breaks off social fetters and old conventions! How it crushes things into a chaos for re-organising out of it a better cosmos wherein reigns ordered harmony and loving sweetness. বিরাজ, বিরাজ চিনতে পার? Romantic movement এর আসল ব্যাপার বুঝেছ! But oh! how to quench the thirst? বড় তৃষ্ণা—একটু মদ দিতে পার? (কেষ্টধনের প্রতি) Who you?

You the venerable Secretary of the Bama Society! Ah—I see! বিরাজ—বিরাজ—তোমার Guardian, Executor, তোমার Receiver দের একটু মদ দিতে বল না! প্রাণ যে যায়—তুমি ত জান—আমি মদ বড় ভালবাসি! তোমার মা যে থালায় ভাত খেতে দিয়েছিল,—সেখানা বাঁধা দিয়ে একগ্লাস মদ খেয়েছি,—আর ও একটু দাও।

হসিতা—(মুখ বিকৃত করিয়া) Life of impulse or discipline,—that is the question.

কেষ্ট—Mr. Dose, বসুন—বসুন। মদ আনাচ্ছি।

হসিতা—সত্যি বিরাজ, কি ক'রে গলায় মালা দিলি? মাগো—কি কালো—

ডোস—What! কালো! বিবি, তুমি জাননা—Blacks are but pearls in beauteous ladies' eyes. কই—দাও—দাও—মদ—

কেষ্ট—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই আনাচ্ছি।

(কেষ্টর প্রস্থান)

ডোস—হ্যাঁ বাবা, মদ দাও। Like a good boy.

শচীন—আমাকে চিনতে পারেন?

ডোস—খুব পারি। তোমার সঙ্গেই ত বাবা Isle of wightএ আমার honey-moon হ'য়েছিল। তোমার মনে থাকতে না পারে।

সকলে—(উচ্চ হাস্য)

হসিতা—(বিরাজকে ডাকিয়া) দেখ্ছিস্ না, অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ শর। এক পুরিয়ায় কেমন মজা!

(কেষ্টধনের মদ লইয়া প্রবেশ)

ডোস—(মদ খাইয়া) বাবা, একটু পলকা ডান্স কর্ব্ব। Romantic movement এর কেমন culture হ'য়েছে—দেখব! conventions সব চুরমার কর্ব্ব! একটা গান বিবিজান—একটা গান ধর—গান না হ'লে কি নাচ্ জম্‌বে? গাও—গাও—

শচীন—A botheration!

ডোস—কেন বাবা What botheration? পার্ব্বে না—পার্ব্বে না! তোমাদের কিছু উন্নতি হবে না! (বিরাজকে দেখাইয়া) কেমন আটক খুলে দিয়েছি,—দেখ্‌ছ? নাও—নাও—ধর—দেরী ক'র না!

হসিতা—বিরাজ—ধর না ভাই—একটা—

বিরাজ—দিদি, গান আবার কি গাইব। অমনি বিদেয় করে দাও।

হসিতা—গা না ভাই, তোর গান অনেকদিন শুনিনি। আচ্ছা আমিও তোর সঙ্গে ধর্ব্ব। সেই গানটা ধর।

(বিরাজ ও হসিতার গীত)

(ডোসের নৃত্য)

আমার হৃদিমাঝে মিষ্টি হাসি টকে উঠেছে।
সেলাই করা পিরীত তোমার দাগা দিয়েছে ॥
থাকব না গো ঘরে বাঁধা যেন কাঁটা ফুটেছে।
মক্স কর্ব্ব নূতন প্রেম, কূলের বাঁধ টুটেছে ॥
সিঁথে সিঁদুর অঙ্গলেপনা দূর হ'য়ে গেছে ॥
ঘুচিয়ে দিয়ে হাতের নোয়া চশমা হ'য়েছে।
তোমায় ছেড়ে হাড়ে (আমার) মধুর বাতাস বইছে ॥
(আবার) মরণ হ'লে মালসা পোড়া বিধান দিয়েছে ॥

ছি ছি ছি, সভ্য বামা যত সব লাজে মরেছে।
ঐ হলদে ঘুঘু কোমল প্রাণে সিঁদ কেটেছে॥

(ডোসের পতন এবং কেষ্ট ও বিরাজ তাহাকে
ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া)

হসিতা—আঃ বাঁচা গেল। মা গো যেন আসামের কালা জ্বরটা ছেড়ে গেল! যেমন রূপ, তেমনি ভঙ্গিমা, আর সকলের বড় সেই গর্দ্দভের বুদ্ধি।

শচীন—দেখ, এ সব হুড়োহুড়ী কর্ব্বার জন্যে ওদের ডেক না। শুনছ ত গঙ্গাবাবুর body warrant, সঙ্গে সঙ্গে বামা সোসাইটীর শ্রীকৃষ্ণ যে ননী খেয়ে রেহাই পাবেন, তা মনেও ভেব না।

হসিতা—হ্যাঁ গা অডিকলম এনেছ? আজ তিন দিন ধরে বলছি না?

শচীন—কি কর্ব্ব বল খরচ করে ফেলেছি।

হসিতা—হ্যাঁ গা, কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কদিন থাকবে। আমি ফের দাম পাব কোথা।

শচীন—(স্বগতঃ) জল ফুরুলেই যবনিকা ফেলব। (প্রকাশ্যে) দেখ, একটা কথা বলে যাই,—

হসিতা—কোথা যাবে?

শচীন—বাসায় যেতে হবে। কদিন বাসায় যাইনি, তা মনে আছে?

হসিতা—তা হঠাৎ বাসায় যাবার খেয়াল মাথায় উঠল কেন? সেখানে গিয়ে কি হবে? না—যেতে হবে না।

শচীন—তাইত! দেখ হসিতা, অমৃত বেশী খেলেও বিষের কাজ করে! জীবনটাকে শুধু স্বপ্নময় কল্লে তার মধুরতা নষ্ট হ'য়ে যায়! জান না কি বসন্তের আবেগময় উচ্ছ্বাসের পরই

নিদাঘের তাপিত জ্বালায় পৃথিবী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়! বলি একই রাগিণী কতক্ষণ মিষ্ট লাগে?

হসিতা—তা জানি! চঞ্চল ভ্রমরের মুখে এ কথা শোভা পায় বটে! কিন্তু যৌন পুষ্প কখনও মধুদানে বিমুখ হয় না! সে জানে মধুরতাই তার স্বভাব, তার সৌন্দর্য্য, তার প্রাণ! তুমি জান না শচীনবাবু—প্রাণের কোমল তারে কত আঘাত পেয়েছি! এখন কি তবে একটা বিরাট হাহাকারের ভিতর দিয়া প্রেমব্রত উদযাপন কর্ব্ব! ওহো—পুরুষ জাতি এত নিষ্ঠুর, এত কঠিন, এত ভীষণ!

শচীন—এখন প্রেমের স্বপ্ন দেখতে থাক। তাতেও অনেক সুখের উৎস ফুটে উঠবে। আমি চল্লুম।

হসিতা—হুঁ—যেতে যাও! আচ্ছা যাও—কিন্তু—না—থাক্! হ্যাঁ, একটা কথা শুনে যাবে কি?—না সে অবসরও নেই?

শচীন—কি বলবে—বল। আমার সময় এত সস্তা নয় যে, নারীর প্রলাপ শুনতে থাকব।

হসিতা—বটে এতদূর! আচ্ছা—বেশ যাও! কিন্তু—

শচীন—কিন্তু কি? আর দেরী কর্ত্তে পারি না। কি বলবে শিগ্গীর বল।

হসিতা—না কিছু বলবার নেই। চলে যাও। না—একটু দাঁড়াও! বলছিলুম—আমাকে না হয় শিয়াল কুকুরের মত ত্যাগ কর্ব্বে।—আমিও না হয় মর্ব্বো! দু'দিন পরে তোমার যে সন্তান হবে, তার মুখের দিকে কি একবার তাকাতে নেই? সে কি পাপ করেছে!

শচীন—পাপ পুণ্য অত শত বুঝি না। আমার এখন ঢের কাজ আছে। চল্লুম।

(শচীনের প্রস্থান)

হসিতা—(মাথায় হাত দিয়া) চলে গেল! টিট্‌কিরী দিয়ে বল্লে—প্রেমের স্বপ্ন দেখ! একটা, একটা ক'রে প্রাণের নিভৃত কক্ষে কত ছবি আঁকলুম! সব কটাই মুছে গেল! হৃদয় পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল! নারী পুরুষের চরণ ধরে কাঁদে কেন! নারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা পুরুষের চরণ তলে লুটায় কেন! নারীর যাতনা পুরুষ বোঝে না কেন! ধিক্ আমাকে,—ধিক্ নারী জাতির প্রণয়ে! কেন সাধি, কেন যাচি, কেন কাঁদি? ভাল-বাসার চারু চিত্র কি দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনায় লুণ্ঠিত! তবে—তবে কি এতদিন তপ্ত বালীর ওপর বেড়ালুম! আর ভাব্‌তে পারি না! শচীন—শচীন সত্যই তোমায় বড় ভালবাসি! তোমার মোহন মুরতি যে আমায় মুগ্ধ করেছে! প্রাণের আবেগের ভেতর দিয়ে যখন তোমায় দেখলুম,—আহা!—সে মুরতি কত স্পৃহনীয়, কত মধুর, কত স্পষ্ট! সে সুন্দরতা,—সে মধুরতার মধ্যে এত ঝঞ্ঝাবাত,—এত বিদ্যুৎরেখা,—হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণকারী এত ভৈরব হুঙ্কার! শচীন্—শচীন্—কেন আজ আমাকে নৈরাশ্যের তরঙ্গে ডুবিয়ে দিচ্ছ! কেন আজ প্রাণের আবেগকে শতধা নিষ্পেষিত কচ্ছ! শচীন,—না—না—কেন তোমার আর নাম করি! তুমি অতি কপট,—অতি নিষ্ঠুর! ভেবেছিলুম খেলার অবসানে সন্ধ্যার তীরে তোমায় নিয়ে তরি বাঁধব, কিন্তু এখন দেখছি—দিগন্ত বিস্তৃত ঘন অন্ধকারের তরঙ্গময় বুকে

আমার আবাস! শচীন্ সত্যই আর কি আমায় ভালবাস না? যতদিন আমার ঐশ্বর্য্যের দীপ্তজ্যোতিঃ ছড়িয়ে পড়েছিল, —ততদিন ভালবাসা! তারপর এ অবস্থায় আমায় পরিত্যাগ! ধিক্ শচীন! আমরা অধম নারীজাতি বটে! কিন্তু এত কপটতা বুকে পুষে রাখ্‌তে জানি না! তোমায় পেয়েছিলুম,—ঐশ্বর্য্য দিয়ে—বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলুম! মনে পড়ে কি সেই পলকে পুলকে কত মাখামাখি! অনিমেষ নয়নে অযাচিত প্রেমের তুফান লহরী! হায়! সে সব আজ অলীক স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে! শূন্যগর্ভা নদীর মত শুধু একটা নিরবচ্ছিন্ন বিরাট শূন্যতা বুকে করে আর কতদিন থাকব!

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।

নগেনের বাটীর দেউটি।

কথক ঠাকুরের শ্রীশ্রীভগবানের রাসলীলা ব্যাখ্যা।

বীণা, মনো, মৃণাল, প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণের কথকথা শ্রবণ

—ব্যাখ্যা সমাপ্তে—

বীণা—বাবা! আসুন, অনেক দেরী হয়ে গেছে।

কথকঠাকুর—হ্যাঁ, আমার হয়েচে, চল মা।

বীণা—মা, তোমরা জিনিষগুলো সব গুছিয়ে নিয়ে এস।

(বীণা, কথকঠাকুর ও প্রতিবাসীগণ একে একে প্রস্থান)

১ম প্রতি—ওহে নিত্যরঞ্জন ভায়া, কেমন শুনলে বল দেখি?

২য় প্রতি—দেখ হরিবাবু, তা—শোনবার মতনই জিনিষ বটে। আগে আগে আমাদের সংসারে কথকথা, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, পুরাণ কথা কেমন ছিল বল দেখি, আবালবৃদ্ধবণিতা কেমন এক জায়গায় বসে আনন্দ কর্ত্ত, বল দেখি?

৩য় প্রতি—ঠিক্ বলেছেন হরিবাবু, আজ কাল কেমন একটা নূতন ফ্যাসান ঢুকে, ছেলেগুলো সব বিগড়ে গেল; ছোট বড় চুল ছাঁটলে, আর সমাজটাকে লণ্ড ভণ্ড কর্‌লে। আগে ভাই-বোনে, মায়ে-ঝিয়ে, বাপ-ব্যাটায় একজায়গায় বসে কেমন একটা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ কর্‌ত, সুমধুর রসালাপ কর্‌ত, এখন আর সেটা দ্যাখা যায় না।

১ম প্রতি—রসালাপের কথা আর বলবেন না, মশাই, যে রসালাপ দেখেছি তা আর কি বলব! বিষ্ণু মল্লিকের

বাড়ীতে কথকতা দিলে, পাড়ার বুড়োবুড়ী, ছোঁড়াছুঁড়ী, খানকী নটী, কেউই বাদ গেল না; সকলেই হাজির, কমসে কম দুশো আড়াইশো লোক, প্রত্যহ বেলা তিনটে থেকে রাত্র বারটা। বাপরে সে কি কথা! লোটন শিল্পী নটবরবেশী অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে কথক মহারাজ দিব্যি সুদীর্ঘ এক তেলক সেবা করে, গলায় মালা পরে বেদীতে বসেছেন। বিষয় গোপ-কন্যাদের বস্ত্রহরণ; ঠাকুর নানা রসের অবতারণা করেছেন, হাস্য, শৃঙ্গার, বীভৎস কেউই বাদ পড়ল না! হাব ভাবে, সবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপে, ঠাকুর রসবোধের মাত্রাটা বেশ ক্রমশঃ ফুটিয়ে তুলছেন; আর বলব কি মশাই, মধ্যে মধ্যে যে নস্যির টিপ্ নেবার ধুম—সেই অছিলা করে কথকঠাকুর প্রেমে ঢুলু ঢুলু তাঁর সেই মটর চেরা আঁখিদুটি দিয়ে, বাঁদিক হতে ডান দিকের শেষ মওড়া অবধি চক্রাবর্ত্তে মুণ্ডটা ঘুরিয়ে নিয়ে, একেবারে বেল, যুঁই, যাথি, যুঁথি, মল্লিকা, সূর্য্যমুখী, গোলাপ কে কোথায় আছে, কার রসবোধের পুলকই বা কিরূপ হচ্ছে, কোথায় কেমন সুবিধা হবারইবা আশা আছে, মুচকে হেসে এক একবার তাই পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। কেমন না হরিবাবু?

২য়—মশাই কি করছেন, মেয়েরা রয়েছে, কি বলছেন!

৩য়—কেন উনি ত ঠিকই বলছেন—ঐ ব্যাটাদের জন্যেই ত ভদ্রসংসার থেকে এমন জিনিষটা উঠে গেল হে। তবে এরূপ কথকতা শুনিনি বটে! হ্যাঁ হে, নগেনবাবু কোথায়, তাঁর সঙ্গে একবার দ্যাখা করে যাওয়া উচিত নয়?

জনৈকবৃদ্ধ—তোমরা বাড়ী যাও—আমি দেখা করে গেলেই হবে এখন।

[প্রতিবেশীগণের প্রস্থান।

মৃণাল—আচ্ছা দিদি, কথকঠাকুর যে বল্লেন—মানুষের সুখ ও ধর্ম্ম নিজের মনের মধ্যে। আর যিনি সংসারে থেকে পরোপকার ব্রতে জীবন কাটাতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাধু। তাঁর বনবাস প্রয়োজন নেই, নির্জ্জন তপস্যার দরকার নেই। আমি এ কথা ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

মনো—কেন বোন, আমরা ত চিরকাল শুনে আসছি, গৃহস্থ বাণপ্রস্থের কথা। গৃহস্থাশ্রম সব চেয়ে যে বড় আশ্রম, সকল মহাপুরুষেই একথা উপদেশ দেন। উপদেশ কেন—আমরা প্রত্যক্ষ সেটা ত দেখতে পাচ্ছি।

মৃণাল—গৃহস্থ কি বনবিহারী ঋষি তপস্বীর চেয়েও বড়? লোকালয়ে দ্বেষ, হিংসা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা—অরণ্যে কাকস্য পরিবেদনা। হিংসা নাই—দ্বেষ নাই—ঘৃণা নাই।

মনো—বেশ কথা। বুঝেছি। যেখানে মানুষ নেই—হিংসা কর্ব্বে কাকে? যেখানে সৌন্দর্য্য নেই—লোভ কর্ব্বে কাকে? একটা কথা মনে বুঝে দেখ। ত্যাগ জিনিষটা বড়—কোন হিসাবে? রাজার ত্যাগটা ত্যাগ—না ভিখারীর ত্যাগটা—ত্যাগ? যার প্রবৃত্তি আছে—সে যদি সেটা দমন কর্ত্তে পারে,—সে বড়?—না—নিস্প্রবৃত্ত, জড়ত্বপ্রাপ্ত—গৃহপ্রাচীরাদি বড়? প্রলোভনের সম্মুখে লোভ সংবরণই যোগ।

মৃণাল—আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা তুমি কি বলছ।

মনো—কেন তুমিত গীতায় পড়েছ—"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলং" অর্থাৎ কর্ম্মের সুকৌশলই যোগ। কর্ম্ম কি? একথা যদি জিজ্ঞেস কর—তা হলে বলব যে, একটিকে ত্যাগ ও তন্মুহূর্ত্তেই অপরটিকে গ্রহণ—এইটিই না কর্ম্মের স্বরূপ। দেখ না

কেন—একটা পা না ফেল্লে—আর একটাকে তোলা যায় না। সদ্বৃত্তিতে চিত্তকে ফেরাতে না পাল্লে—সে অসৎ পথেই ছুটবে। কেন না, মন ত চুপ করে বসে থাকবার জিনিষ নয়। আপনার কাজ সে কর্ব্বেই। তাতে ইষ্ট হ'ক, আর অনিষ্টই হ'ক। কৌশল করে, সমদম করে, সেই মনটাকে সৎপথের দিকে মোড়টা ফিরিয়ে দিতে পাল্লেই, আমাদের কাজ হাসিল হ'য়ে যায়।

মৃণাল—দিদি ব্যাপারটা কি এত সহজ? অপরিতৃপ্ত বাসনা, আকুল পিয়াসা, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়, এসব কি মানুষ দমন করে গৃহস্থাশ্রমে থেকে, তুমি যে সাধুর আচরণ কথা বলছ—তাও কি সম্ভব?

মনো—তোমার পুড়ে মরাটা যদি সহজ ছিল, সম্ভব হচ্ছিল, এটা কি তার চেয়েও কঠিন? দেখ, স্ত্রীলোকের কত কাজ। কেবল হাঁসের মত বাচ্ছা বিয়োবে—আর পরের দোরে মালা হাতে করে ভিক্ষে কর্ব্বে, তার চেয়েও সংযত চিত্ত হয়ে ভগবান ভক্তে মতি রেখে যদি আমরা এতটুকুও পরোপকার কর্ত্তে পারি, সেটা কি ভাল নয়?

মৃণাল—আমি না হয় পুড়ে মর্ত্তে যাচ্ছিলুম, বাবার ওপর অভিমান করে, কিন্তু যারা পুড়ে মরে না—তারা কি তিলেতিলে দগ্ধ হচ্ছে না?

মনো—হাঁ, তুমি যা বলছ, বুঝতে পাচ্ছি। অমৃত সাগর বলে আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়ে ত মর্ত্তেই হবে। তা একবারেই হ'ক, আর পলে পলেই হ'ক। কিন্তু সে দোষ যারা পুড়ে মরে—তাদের আমি দি না। তাদের বাপ-মায়ের দোষ। তারা ছেলে মানুষ।

জীবন কতটুকু দেখছে, অভিজ্ঞতা কতটুকু পেয়েছে! মধুর শৈশবের নিষ্কলঙ্ক চিত্র বুকে ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই, আমাদের শিক্ষার গুণে, তারা একটা গলিত পঙ্কের আবাস হ'য়ে উঠে মাত্র! কপটতা, ছলনা, প্রবঞ্চনা হৃদয় অধিকার করে! আর তার পরিনাম কি?—সারা জীবন আঁখি জলে ভাসা! ছেলে বেলা থেকে যদি তাদের শেখান যায় যে, ইন্দ্রিয় সুখ—সুখ নয়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন—জীবন নয়, স্বার্থের ক্ষেত্র—কর্ম্মভূমি নয়, তা হ'লে আমাদের সমাজে আবার সোনা ফলতে পারে। 'আবাদ কল্লে ফল্‌ত সোণা'! বিধবা বে'র দরকারও হয় না, আর আকুমারী করে কোন কন্যাকে রাখ্‌তেও কষ্ট হয় না।

মৃণাল—তাতে ত অভাব নিবৃত্তি হয় না। সকলেই কি আপনার সুখস্বচ্ছন্দের জন্য, ইন্দ্রিয়ের জন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম জলাঞ্জলি দেয়?

মনো—ঠিক কথা--দেয় না। সকলেই যে নীচ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থের জন্য ধর্ম্ম নষ্ট করে—তা নয়। অভাব অন্ন কষ্টাদি ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু একটু চোক্ চেয়ে দেখলে, ওটা কারণ বলেই বোধ হয় না; বরং ওটা একটা অছিলা বলেই মনে হয়। মানুষ নিজেরাই নূতন নূতন অভাব তৈরী করে। জন্মেছি যখন, আহারের সংস্থান ত আছেই। ঐ দেখ না পাখীটা উড়ে গেল—ওর খাবারের সংস্থান ভগবান আগেই করে রেখেছেন। দুর্ব্বাশার অভিশাপে নর্ত্তকী উর্ব্বশী অশ্বিনী হ'য়ে দণ্ডীরাজার আশ্রয় পেলে বটে, কিন্তু কে তার ঘাস যুগিয়েছিল? অন্নাভাব অভাবই নয়। তাই বলছিলুম অভাবের সৃষ্টিই আমরা করি, আর ঘটি ঘটি কেঁদে মরি। মাকড়সার

মতন জাল বুনি; আর সেই জালেতেই নিজেরা জড়িয়ে মরি।

মৃণাল—দিদিমণি, সত্যি বলছি দিদিমণি, এ রকম করে আমায় কেউ বোঝায় নি। দ্রৌপদীর যখন বস্ত্র হরণ কচ্ছিল, তখন ভগবানই তার কাপড় যুগিয়ে ছিলেন। কথায় বলে, ভগবান দিলে ফুরোয় না, মানুষে দিলে কুলোয় না। রামায়ণ-মহাভারত পড়েছি বটে, কিন্তু এখন কেমন সব নূতন বলে বোধ হচ্ছে। মর্ম্ম যেন আপনি ফুটে বেরুচ্ছে। বাবা ধার্ম্মিক বটে, কিন্তু এমন করে একদিনও বোঝান নি।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন—সত্যি মা বোঝাই নি। কি ভুলই করিছি। আজ যে কথা শুনলুম। কান জুড়িয়ে গেল, হৃদয় শীতল হ'ল। সর্ব্ব দুঃখের অবসান হ'ল। (মনোর প্রতি) মা, তোর মনে এত ছিল, তুই দেবী—না মানবী, আমায় বলতে পারিস! কি মোহেই পড়ে ছিলুম! উঃ কি পাপই করে বসেছিলুম, তোকে সন্দেহ করে!

বৃদ্ধ—(স্বগত) এই যে নগেন বাবু। (অগ্রসর হইয়া) দেখ, নগেন বাবু, কি সুন্দর কথকথা! আর সত্যি, মায়েদের মুখে যে ধর্ম্মকথা শুনলুম, অনেকদিন এ রকম শুনিনি। নগেন বাবু, এই 'কথকথা' গুলো আজকালকার দিনে আমাদের সংসার ধর্ম্ম থেকে উঠে গিয়ে, সমাজে স্ত্রী শিক্ষার যে কি অন্তরায় হয়েছে,—তা বলা যায় না।

নগেন—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। আপনাদের পায়ের ধুলো পেলেই মঙ্গল। কথক-ঠাকুর একজন নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ।

নবীন বাবু, আমার যে কি জ্বালা, তা আপনাকে কি বলব! ঐ যে মেয়েটি দেখছেন,—উনিই আমার সংসারে শান্তিজল সিঞ্চন করেছেন।

মনো—বাবা, কি বলছেন। মানুষের কোন সাধ্য নেই, সুখ আনে—শান্তি আনে। সবই পরমেশ্বরের হাত।

বৃদ্ধ—আহা, দিব্য মেয়েটি! বাস্তবিক রূপে গুণে যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী! উনি কা'র মেয়ে, নগেনবাবু?

নগেন—উনি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ কন্যা, অন্য পরিচয়ে বাধা আছে।

বৃদ্ধ—নগেন বাবু, অন্য পরিচয় আবশ্যক নেই। ব্রাহ্মণ কন্যার যে গুণ থাকা কর্ত্তব্য তা আজ কানে শুনলুম—চোকে দেখলুম। কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। (যাইতে যাইতে) আহা—

(বৃদ্ধের প্রস্থান)

(বীণাপাণির প্রবেশ)

মৃণাল— মা, কথক ঠাকুর মশাই চলে গেছেন?

বীণা—হ্যাঁ—মা—ওঁকে এই—

নগেন—গিন্নী—গিন্নী! তোমার বিরাজকে দেখেছ—আর এই কুমারী তপস্বিনীকে দেখ!

বীণা— বিরাজের কথা তুলে, ওগো, আর আমায় জ্বালা দিও না। বিরাজ আমার নেই, মরে গেছে! আমি পাষাণী হয়েছি!

নগেন—কি বলছ? পাষাণী হয়েছ? আগে হতে পারনি? তুমিই ত বিরাজ-বিরাজ করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছ! স্বামীস্ত্রীতে টাকা চুরি করেছে,—তা তুমি চেপে রেখেছ! উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছে—তুমি তা লুকিয়ে রেখেছ! মৃণালের

সর্ব্বনাশ কর্ত্তে প্রস্তুত, তা জেনে শুনেও তুমি তাদের প্রশ্রয় দিয়েছ!

মনো—বাবা—বাবা—কি বল্‌ছেন! কে কাকে প্রশ্রয় দেয় বাবা? যাঁর কাজ তিনি করান। আমরা যন্ত্র মাত্র। যেমন কর্ম্ম ক'রে এসেছি, তেমনি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মাতে হবে। তবে এটা মনে রাখতে হবে—যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। অবস্থা মানুষকে কর্ম্ম করায়। গ্রহের ফেরে মানুষ ফেরে। বিরাজের কি দোষ বাবা? দশায় যাকে মারে, বুদ্ধিতে কি করে। সকলই আপনার অদৃষ্ট।

নগেন—ঠিক বলেছ মা,—অদৃষ্টই বটে! আগে পাছে আর কিছু ভাবব না! ভেবে ত কিছু কর্ত্তে পারিনি! হাত দিয়ে ত হাতি ঠেলা যায় না!

মনো—যখন হাত দিয়ে হাতী ঠেলতে পারি না, ভেবে যখন কিছু কর্ত্তে পারি না,—তখন ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে সরল পথেই চলা ফেরা করা ভাল।

বীণা—(নগেনের প্রতি) এখন এস—খাবে দাবে এস। (যাইতে যাইতে) মায়ায় পড়ে সব খোয়ালুম।

[বীণার প্রস্থান।

মনো—বাবা—আপনি খেতে যান।

নগেন—মা, আজ আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই! তুই যে মা ব্রহ্মচারিণী,—তোর শিক্ষার গুণে, তোর পবিত্রতায়, তোর পায়ের ধূলোয়—মৃণাল আমার সাক্ষাৎ ভগবতী হয়েছে! যখন মৃণালকে আমার—কুমারী হ'য়ে থাকবার কথা প্রথম বলেছিলি,—মনে

মনে ভাবলুম,—এ বেটীও বুঝি আবার এক নূতন অভিনয় কর্ব্বে! কিন্তু মা,—কি দেখালি! আমার নৈরাশ্য মথিত হৃদয়কে,—আমার অভিশপ্ত জীবনকে এক নূতন বর্ণে রঞ্জিত করে দিলি! তোরাই ত শক্তির অংশ! তোরাই ত গীতা—তোরাই ত গায়ত্রী—তোরাই ত জননী;—আয় মা আমার! তুই যে ভক্তি—প্রীতি—দয়া;—তুই গৌরী—তুই পদ্মা—তুই বিজয়া! রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপ বিমোচনের ন্যায় তোর পায়ের ধুলোয় আমার এ অশান্তিময় সংসারে শান্তি ফুটে উঠুক! সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ তোমাদেরই গুণে আবার ফিরে আসতে পারে! মা—ধন্য আমি!

[সকলের প্রস্থান।
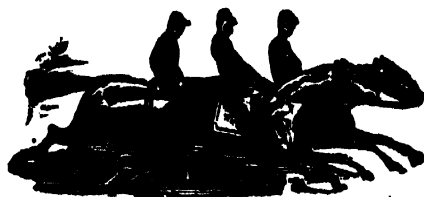
তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—মধ্যাহ্ন।

গঙ্গা।

গঙ্গা— "রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবি রাতি
জাগিবি রে কবে—"

আহা! কবি কত দুঃখে, কত মর্ম্মন্তুদ যাতনায় এ কথাগুলি লিখেছেন! যার জ্বালা সেই জানে, কি জানিবে পরে? বধিরে কি ধার ধারে সুমধুর স্বরে?—আমি যদি ব্যথা না পেতুম, আমার প্রণয়ে যদি আঘাত না পড়ত, আমার যদি চারিদিক নৈরাশ্যময় না হ'য়ে উঠত, তা হ'লে আমিও কবির এ বেদনা বুঝতুম, কি না সন্দেহ! আহা হসিতা! তোমার জন্য আমার এই পরিণাম! মান, সম্ভ্রম সকলই খুইয়েছি! হসিতা! তোমার জন্যে সব জলাঞ্জলি দিয়েছি! স্বদেশ ছেড়ে আজ বিদেশে পড়ে আছি।—শিক্ষা বল, শক্তি বল, সামর্থ্য বল, ভালবাসা বল,—আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমার ঐ কোমল চরণ তলে ঢেলেছি! কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি আমায় কি দিয়েছ হসিতা? তোমার কি দোষ? তুমি আমার কাছে আসনি, আমিই তোমার কাছে গেছি! মধুমত্ত ভ্রমরের মত আমিই তোমার পাপড়ীর চারিধারে গুণ গুণ করে বেড়িয়েছি! তোমার কি দোষ হসিতা! আমার কর্ম্মফল আমিই আজ ভোগ কচ্ছি! আমার এমন কিছু নেই, যা দিয়ে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! তাইত! তাইত——

কি করি! দীপ্তি টাকা টাকা করে আমাকে একবারে পাগল করে তুলেছে! কেষ্টধনও আমায় আজ শাসিয়ে বেড়াচ্ছে! হসিতা! তুমিও আমার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করেছ! না—না কি বলছি! তুমিত আমায় কখন প্রশ্রয় দাও নি! ক্ষুদ্র বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় তুমি ত একদিকেই ছুটেছিলে,—আমিই তোমার পথের কণ্টকস্বরূপ হ'য়ে ছিলুম! তাই তোমার প্রত্যেক কথার মধ্যে একটা তীব্র শ্লেষ ছিল,—আমার প্রতি তোমার একটা জঘন্য ঘৃণার ব্যঞ্জনা ছিল,—আমি মোহান্ধ ছিলুম, তাই সেটা তখন বুঝিনি! মুগ্ধ আমি,—তাই আমার এই দশা! কিন্তু কোন উপায় দেখছি না! দীপ্তি আসবে। তাকে আজ টাকা না দিলে কাল নালিশ কর্ব্বে! দেশের ভিটেটা—

(কেষ্টধনের প্রবেশ)

এই যে কেষ্টধন! হঠাৎ কি মনে ক'রে! কোনই সম্বন্ধ রাখ্‌বে না যে বলেছিলে?

কেষ্ট—গঙ্গা বাবু—গঙ্গা বাবু! আমায় মার্জ্জনা করুন! আমি বড় বিপন্ন, আমায় রক্ষা করুন!

গঙ্গা—আমার আর কি রেখেছ যে, রক্ষা কর্ব্ব! কেন কি হয়েছে?

কেষ্ট—Body Warrant—Body Warrant! আমায় লুকোবার জায়গা দিন!

গঙ্গা—কি বল্লে! Body Warrant! কিসের?

কেষ্ট—Falsely charging me with kidnapping a married minor girl for immoral purposes.

গঙ্গা—Good Lord! কি সর্ব্বনাশ! আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই! আমি স্থান দিতে পার্ব্বনা,—তুমি এখন সরে পড়। কোন আত্মীয় স্বজন খাড়া করে জামিন দিয়ে কেস্ করে, খালাস হবার চেষ্টা কর।

কেষ্ট—সে করেছিলুম গঙ্গাবাবু। কিন্তু কেসের দিন সরে পড়েছিলুম।

গঙ্গা—ইস্! সরে পড়লে কেন? এ বুদ্ধি কে দিলে?

কেষ্ট—দেবে আর কে! আমাদের দীপ্তি বাবু—the poet politician!

গঙ্গা—তবে আর আমার কাছে কেন? তাঁর কাছে যাও। তিনি ধনী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

গঙ্গা—আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি দেশে যাব মনে কচ্ছি।

কেষ্টধন—তবে আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চলুন। আপনার পায়ে ধচ্ছি!

গঙ্গা—Just to entangle me in the snare! Isn't it? না—না, এখনি তুমি দীপ্তির কাছে যাও। সে তোমায় সৎপরামর্শ দেবে।

কেষ্টধন—আর বলবেন না গঙ্গা বাবু। Diplomat কবি! মাছরাঙ্গা পাখী! ধরি মাছ না ছুঁই পানি! লোকটা বড় Diabolical.

গঙ্গা—(গাত্রোত্থান করিয়া) না—কেষ্টধন আমায় আর জড়িও না—আমি চল্লুম।

(গমনোদ্যত)

কেষ্টধন—না—না আমিই যাচ্ছি। কিন্তু সাবধান! দীপ্তি আপনার গলায় রসুড়ী দিয়ে না টানে দেখ্‌বেন!

[বেগে প্রস্থান।

গঙ্গা—(পদচারণা করিতে করিতে) দীপ্তি—দীপ্তি! তুমি এত নীচ! কেষ্টধন ঠিকই বলেছে! তোমার চালচলন চরিত্র কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না! তুমি অত টাকা নিয়েছ—তবু তোমার শোষণবৃত্তি গেল না! তোমাকে সে দিন দেশের কথা,—ভিটের কথা, তোমার ভগ্নী—মনোর কথা জিজ্ঞেসা কল্লু্ম! তুমি কিছুই বল্লে না! তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'য়েছিল,—তুমি কথাটা চেপে গেলে!—কেষ্টধনের নামে Body Warrant! আমাকে জড়িয়ে ফেলবে না ত? না,—তার কোন সম্ভাবনা দেখছিনা! এ ত টাকা কড়ির charge নয়। আমরা যে Funds raise করেছিলুম,—দীপ্তির কাগজে তার ত্রৈমাসিক হিসেব বেরিয়েছে। আর পাবলিক মনি! কেইই বা তার নালিশ কর্চ্ছে? কত Funds উঠল, এই যে বাবু ভায়ারা সব গিলে ফেল্লে, এ ত সামান্য টাকা! এ আর হজম হবে না?

(দীপ্তির প্রবেশ)

দীপ্তি—না—হবে না! আমার টাকা, গঙ্গা বাবু, হজম বড় সহজে হবে না।

গঙ্গা—(স্তম্ভিত হইয়া স্বগতঃ) কেষ্টধন দেখছি—ঝাড়া মিথ্যে কথা বলেছে! সে সন্ধানের জন্যই এসেছিল! তা না হ'লে সে যেতে না যেতেই দীপ্তির প্রবেশ কিরূপে হ'ল? (প্রকাশ্যে) দীপ্তি কেষ্টধনকে দেখেছ?

দীপ্তি—দেখেছি বই কি। এই সে আপনার Den থেকে বেরিয়ে গেল। তার নামে Criminal Warrant ঝুলছে! ওঃ লোকটার কি সাহস! জানেন ত এই সে দিন ডোসের

সামনে বিরাজের ধর্ম্ম নষ্ট কল্লে´! ডোস বেটাও তেমনি। সামান্য টাকার লোভে তাকে সাহায্য কল্লে´। এই সে দিন একটি ভদ্রলোকের বিবাহিত কন্যাকে বার করে এনেছে। মরুক, বেটা মরুক! তা যাক্—গঙ্গাবাবু এখন আমার টাকা দিন। টাকা আমার বিশেষ দরকার।

গঙ্গা—দীপ্তি! ভাই! আমাকে আট দিন সময় দাও। আমি দেশের শেষ ভিটেটা বিক্রী করে তোমার দেনা পরিশোধ কর্ব্ব।

দীপ্তি—আরে ছ্যা! আমার সঙ্গে এখনও প্রবঞ্চনা! দেশের ভিটে! তা কি এখনও আছে? আপনি ত জানেন, সে ত অনেক দিন বিকিয়ে গেছে।

গঙ্গা—বিকিয়ে গেছে? তোমার ভগ্নী মনোবীনা কোথায় গেল?

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু সয়তানি ছাড়ুন। আপনি জানেন—মনো আমার ভগ্নী নয়। প্রতিবাসী কন্যা। বাবা পালন করেছিলেন মাত্র। তার পিসীরই অনুরোধে আমাদের ঘরে তারা পালিত হ'য়েছিল। বাবা ও তার পিসী দুজনে মিলে পরামর্শ করে যেমন বে দিয়েছিলেন, তেমনি সুফল ফলেছে। মনো বেরিয়ে গেছে। নিন্—এখন টাকা দিন। আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছে করে না।

গঙ্গা—(মাথায় হাত দিয়া শয়ন) কি ভিটে বিকিয়ে গেছে! মনো—মনো বেরিয়ে গেছে! ভাই দীপ্তি কই সে দিন ত একথা বল্লে না। ভাই একটু ভাবতে সময় দাও।

দীপ্তি—তবে ভাল করেই ভাবুন। (উচ্চৈঃস্বরে) জান্‌কীবাবু—জান্‌কীবাবু এ দিকে আসুন।

(জানকীবাবু ও পেয়াদার প্রবেশ)

গঙ্গা—শমন না কি ?

জানকী—আপনার নাম গঙ্গাবাবু ? আপনি দীপ্তি বাবুর টাকা ধারেন ?

গঙ্গা—আপনি কে ?

জানকী—আমি কে না জানলে উত্তর দেবেন না ? এ লালখাঁ—বাবুকো শমন দেখলাও। আপনার শ্রীঘরে নিমন্ত্রণ। চলুন।

গঙ্গা—কই দেখি। (শমন গ্রহণ) দীপ্তি, তুমি না বলেছিলে যে, নালিশ করনি ? আমার কাছে এত টাকা খেয়েও শমন চেপে সামান্য ২৫০৲ টাকার জন্যে Body Warrant বার কল্লে। আমায় একবার জানালেও না ? বেশ চল। সইবে না ! সইবে না ! আমার কর্ম্মফলে আমি ভুগছি ! তুমিও বাদ পড়বে না ! উঃ কি Diabolical Treachery ! !

(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য।

নগেনের বাটীর কক্ষ।

মৃণাল ও মনো।

মৃণা—হাঁ দিদি মেয়ে মানুষে যদি বিয়ে না করে তা হলে কি হয়?

মনো—কি আর হবে বোন্—তার যে ভালবাসাটা একজনের উপর পড়ত—সেটা দশজনের উপর গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

মৃণা—শুনেছি মেয়েমানুষের সন্তান না হলে তার মাতৃত্বের বিকাশ হয় না—সেটা কি সত্যি দিদি?

মনো—সে কথা খুব সত্যি বোন্, কিন্তু মানুষ যদি ইচ্ছা করে, তা হলে সে কি পরের ছেলেকে নিজের করে নিতে পারে না?—আর তার ভিতর দিয়ে সে কি মাতৃত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারে না?

মৃণা—সে বড় শক্ত কথা দিদি—

মনো—শক্ত বটে বোন্, কিন্তু অসম্ভব নয়।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন—মা মনোবীণা, দীপ্তিবাবু তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। তাঁকে কি এখানে নিয়ে আসব?

মনো—এখানে এনে কাজ নেই বাবা, আমি বরং বাহিরের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করছি—বাইরে ত এখন কেউ নেই?

নগেন—তা বেশ, তুমি এস।

(প্রস্থান)

মনো—হাঁ যাচ্ছি বাবা।

মৃণা—আচ্ছা পরে ও কথা হবে। এখন আমি যাই, দেখিগে মা কি করছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

নগেনের বাহিরের কক্ষ।

(একটা চেয়ারের উপর দীপ্তি উপবিষ্ট)

দীপ্তি—আজ ১৫ দিন হ'ল, কেষ্টধন ধরা পড়েছে। গঙ্গাকেও শ্রীঘরে পাঠিয়েছি! আপদ বালাই ঘুচেছে! একে একে সব সরিয়েছি! এইবার (হাসিতে হাসিতে) মনু—মনু—আমার শূন্য হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর্ব্বে এস! তুমি যে আমার বহুদিনের বাঞ্ছিত বন্দনা! মনু!—এস—এস—তোমার সেই রক্তিম হেমাভনিন্দিত কপোলে,—সেই ব্যাধৃত চরণক্ষেপে আমার আহত ব্যথিত হৃদয়ে এসে একবার দাঁড়াও!—আমি এ জীবন যৌবন সার্থক করি! তোমার সেই চম্পকগুচ্ছ বিনিন্দীত করপুটে একবার আমার পাণিগ্রহণ কর! সেই মৃণাল বাহুলতায় আমায় একবার নিবীড় আলিঙ্গন ক'রে তোমার অপ্সরবিনিন্দিত রূপরাশিতে আমাকে ডুবিয়ে দাও! আমি পিপাসিত—ক্ষুধিত!—মনু—মনু—

(মনোর প্রবেশ)

(চেয়ার ত্যাগ করিয়া) এই যে মনোবীণা এস! ভাল আছ ত?

মনো—হাঁ ভাল আছি—তুমি ভাল আছ দীপি দা?

দ্বীপ্তি—না ভাল একটা বড় নেই, মনের অবস্থা বড়ই খারাপ।

মনো—কেন? কি হয়েছে?

দ্বীপ্তি—কেন? তুমি নিতান্তই বালিকা দেখছি, যাক্ পরে সব বলছি—এখন একটা কবিতা শোন দেখি—আজ লিখেছি।

মনো—ও সব আমরা কি বুঝি দ্বীপি দা।

দ্বীপ্তি—শোন দেখি—বেশ বুঝতে পারবে। শোন:—

শীতের সুতীব্র ঝঞ্ঝা পত্র শূন্য করে তরু শির।
বসন্তের প্রতীক্ষায় তবু মরেনাক হইয়া অধীর।
তেমতি হে সখী মোর বিরহের শত জ্বালা সয়ে।
আছি বেঁচে শুধু তব মিলনের আশা পথ চেয়ে॥

কেমন লাগল?

মনো—হ্যাঁ, বেশ হয়েছে।

দ্বীপ্তি—(স্বগত) মন আশ্বস্ত হও—আশা আছে!

মনো—কি ভাবছ দ্বীপি দা—

দ্বীপ্তি—না ও কিছু না, যাক্ এখন বল দেখি মনু—যে যাকে ভালবাসে, তার বিরহ তার কাছে কি তীব্র!

মনো—তীব্র কি দ্বীপি দাদা, সে আগুন বিরহীকে পুড়িয়ে সোনা করে তোলে। হাঁ দ্বীপি দাদা—তাঁর কোন খবর পেলে?

দ্বীপ্তি—কার—গঙ্গা বাবুর?—না এখন কিছু করে উঠতে পারিনি। মনু, আর একটা কবিতা শুনবে?——

তোমার হৃদয় তীরে এসেছি ছুটিয়া,—
অয়ি মম তৃষিতের সুধীম বাহিনী!

প্রেম মেঘপুষ্পে তব—দগ্ধ জরা তনু
শ্যামলা ধরণী সম স্নিগ্ধ মধুময়!
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জাগ্রতে স্বপনে,
শিল্পীর বরেণ্য চিত্র শূন্য প্রাণে মম
উলটি পালটি ভাসে, রোধবতী বুকে
নাচে যথা ফুল্ল মনে উন্মুক্ত অম্বর!
মনে কি রেখেছ সেই, অয়ি সুকেশিনি!
শরতের পূর্ণ চাঁদ গগন ললাটে,
শুভ্র সৌম্য ধারা-স্নাত সমগ্র মেদিনী,
অনারত শৈবলিনী কুল কুল রবে
অদূরে কানন মাঝে, জাগে ফুলবীথি
স্বপন মাখান রাতে, পিউ পিউ রবে
সোহাগে পাপিয়া ডাকে—স্নিগ্ধ মনোহর!
স্মরণে আসে কি প্রিয়ে? হেন স্তব্ধ রাতে
বালক বালিকা সেই উদ্বেল পরাণে
হেরি প্রকৃতি-যৌবন, মুগ্ধ দোঁহে দোঁহা!

কেমন লাগল মনু—শুনছ? কেমন লাগল?

মনো—(অন্যমনস্কভাবে স্বগতঃ) কি শুনব! (প্রকাশ্যে) মন্দ নয়।

দীপ্তি—আরো ভাল লাগত মনোবীণা যদি মন দিয়ে শুনতে! এর অক্ষয়ে অক্ষরে কি সত্য নিহিত আছে তা শুন্‌লে বুঝ্‌তে পারতে! এততেও যদি না বোঝ তবে নাচার।

মনো—তুমি পাগল হয়েছ নাকি?

দীপ্তি— উন্মাদ হয়েছি সত্য চারু নিভাননি !
ওইরূপ জ্যোতিঃ তব হিয়ার মাঝারে
জাগিতেছে দিবানিশি, জাগে নিত্য যথা
অনন্ত জলধি তলে মণিমুক্তাচয় !

মনো—ছিঃ ছিঃ এ সব কি কথা দীপি দা, ছিঃ !

দীপ্তি—(স্বগত) ছিঃ ছিঃ ! না আর চেপে রাখা যায় না, এইবার মনকে উন্মুক্ত করে দিই ! ওগো আমার চিরন্তন মানস-প্রতিমা তুমি আজ মূর্ত্তিমান হয়ে ওঠ !

মনো—আর কিছু বলবার থাকে ত বল—দীপি দাদা—তা না হলে চল্লুম।

দীপ্তি—মনো—তুমি অতি নিষ্ঠুর ! তোমার অত সৌন্দর্য্য, অত লাবণ্য—ওর অন্তরালে যে এত কঠোরতা কীটের মত বাস করে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি ! মনু—আমার মনু—বড় তৃষিত আমি !

মনো—দীপি দাদা—সাবধান ! এখনও সাবধান !

দীপ্তি—(জানু পাতিয়া) ওগো আমার মানস প্রতিমা—তুমি অত কঠোর হয়ো না ! চেয়ে দেখ দেখি প্রিয়ে—সেই বৃদ্ধ, স্থবির, কুৎসিত, কদাকার গঙ্গাচরণ,—আর কোথায় আমি ! কিসে আর কিসে ! তারপর মনু, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে—যশ আছে—রূপ আছে যৌবন আছে—আমি তোমায় রাজরাণী করে রাখব ! সত্যি বলছি মনু—যখন তোমার দৈন্যের কথা মনে পড়ে তখন আমার কাছে সমস্ত জগৎটা যেন——

মনো—(স্বগতঃ) না—আর থাকা উচিত নয়—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ"—

(গমোনোদ্যত)—পথ ছাড়—আমি যাই—তা না হলে—

দীপি—তা না হলে বক্ষে পদাঘাত করবে? তাই কর মনু—তাতেও যে সুখ আছে—

মনো—দীপি দা—এখন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌চে, এখন দিন রাত হচ্চে,—আমি এখন বিশ্বাস করতে পারছি না দীপিদা, একথা তুমি বলছ! মনে কি নেই, একই পিতার স্নেহে দুজনে সহোদর ভাই বোনের মত বেড়ে উঠেছি? মনে কি নেই সেই শৈশবের মধুময় স্মৃতি,—যখন তোমাকে আমি দাদার মত ভাল-বাসতুম,—আর তুমি আমায় ছোট বোন্‌টির মত কত স্নেহ করতে? মনে কি নেই সেই এক মায়ের স্তনে দুটি ভাই বোনে মিলে দুগ্ধ পান? একই মায়ের দুই পাশে দুটি ভাই বোনের সেই সুখ নিদ্রা? মনে কি নেই, মুমূর্ষু পিতার শয্যার উপর পিতার চরণ ছুঁয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা—চিরকাল দুজনে মার পেটের ভাই বোনের মত থাকব,—সুখে দুঃখে দুজনে দুজনাকে ভুলব না? আজ তুমি—ওঃ! দীপি দা—আমার আর কিছু বলবার নেই!—তুমি—তুমি দীপি দা—না ওকথা ভাবলেও পাপ হয়!

দীপ্তি—হাঁ বাবার কাছে শপথ করেছিলুম বটে,—কিন্তু মনু! বাবা কি সেটা ভুল করেন নি? তাঁর কি এটা বোঝা উচিত ছিল না যে, শৈশবের প্রণয় শৈশবের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে বটে; কিন্তু ফাঁক পেলেই সে আবার মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে? তার পর

মন্থ—তোমার স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আমি তোমাকে এ প্রস্তাব একদিনও করিনি; কিন্তু আজ তুমি বিধবা! আর বিধবা বিবাহ ত শাস্ত্র সঙ্গত!

মনো—কি বল্লে দীপিদা!—তিনি নাই! আমি বিধবা—

দীপ্তি—হাঁ, তুমি বিধবা!

মনো—(কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া) অসম্ভব—বিশ্বাস হয় না—তা হলে আমার হৃদয় কেঁদে উঠতো! মন অন্তর্য্যামি নারায়ণ! মন সে কথা আগেই আমাকে জানিয়ে দিতো!

দীপ্তি—বিশ্বাস হয় না?

মনো—না কখনই নয়, বুঝেছি সয়তান, এ তোমার জঘন্য ছলনা মাত্র। দীপি দা, এই ক্ষণস্থায়ী রূপের জন্য এত প্রবঞ্চনা, এত ছলনা, এত নীচতা! তবে এই দেখ—(প্রদীপের নিকট গিয়া—দীপ শিখায় অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া)—এই দেখ রূপের পরিণাম!

দীপ্তি—(ছুটিয়া গিয়া মনোবীণার হস্ত ধারণ) কর কি! কর কি! পুড়ে যাবে! পুড়ে যাবে!

মনো—(বজ্রমুষ্টিতে দীপ্তির হাত ধরিয়া) পুড়ে যাবে! হাঁ—পুড়ে যাবে! এই পুঁযরক্তময় ক্ষণভঙ্গুর দেহ—যার মিথ্যা মাদকতায় তুমি আজ উন্মত্ত! যার অলীক লালসায় তুমি আজ বিভ্রান্ত চিত্ত! যাকে তুমি বিমুগ্ধ নয়নে উল্লাসময় সুখের নিলয় মনে ক'রে ছুটে এসেছ,—তাই আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে! এই নশ্বর দেহের জন্য দীপি-দা, এত নির্ম্মম কাতরতা! এত আকুলি-বিকুলি! বুঝেছ কি এর অন্তিম পরিণাম? যখন এ বদন আর বলবে না, এ হাত আর উঠবে না, এ চরণ আর

চলবে না, এ বুক আর হৃদয়ের তালে তালে নাচবে না ;—তখন এই দেহই লোকে অপবিত্র বলে টেনে ফেলে দেবে, এই স্নেহ ভালবাসা ভুলে তোমরাই আমার এই পোড়া মুখে নুড়ো জেলে দেবে! আজ এই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে (পুনরায় অগ্নিতে হস্ত প্রদান চেষ্টা) যা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে,—তা ভোগের জিনিষ নয় দীপি-দা,—ত্যাগের জিনিষ! ত্যাগ ভগবানের বিরাট বিভূতি,—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান! যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি! (স্বীয় বক্ষে দীপ্তির হস্ত চাপিয়া ধরিয়া) এই রক্ত অস্থিপঞ্জরময় হৃদয়মধ্যে দীপি-দা, যা সত্য—যা শিব—যা অতি সুন্দর,—যা জরা মরণবিহীন ভূমা, অমৃত, আনন্দময়,—হ্যাঁ দীপি-দা, তার সন্ধান কখন করেছ কি? তুমি আমার ভাই, আমি ছোট বোনটি তোমার! শোন আমার কথা! স্বর্গীয়া জননীর স্মরণে, মুমূর্ষু পিতার পাদস্পর্শে যে বিরাট সত্যে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হ'য়েছ! হীন প্রবৃত্তির তাড়নায় নিষ্কলঙ্ক জীবনে চিরকালিমা একেবারে ঢেলে দিও না! সে পুণ্যময় প্রতিশ্রুতি ভুল না, নিরয়গামী হ'য়ো না! ধর্ম্মের সংসার (পদমূলে পতিত হইয়া) তোমার পায়ে ধরি, দীপি-দা ধর্ম্মের সংসার ছারে খারে দিও না!

দীপ্তি—মনো! ক্ষমা কর বোন্, বড় ভুল করেছি—আজ থেকে সত্য সত্যই তুমি আমার ছোট ভগ্নী, আমি তোমার বড় দাদা।

মনো—এখন বল দীপি দা,—আমার স্বামী কোথায়?

দীপ্তি—তোমার স্বামী—ওঃ না - সে কথা এ পাপ মুখে বল্‌তে আর পারব না! (স্বগতঃ) আর ছলনা কর্‌ব না! (প্রকাশ্যে)

না—না—না—বলছি, আমারই চক্রান্তে সে আজ জেলের আসামী!

মনো—জেলের আসামী?—তোমারই চক্রান্তে? একি সম্ভব? এও বিশ্বাস করতে হবে দ্বীপি দা?

দ্বীপ্তি—হাঁ দিদি এও সম্ভব!—কিন্তু মনু আজ হ'তে তোমার স্বামীকে উদ্ধার করাই আমার জীবনের প্রধান ব্রত! ভগ্নী—যদি কখন কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে পারি, যদি কখন তোমার মুখে আবার হাসি আনতে পারি তবেই ফিরব,—তা না হলে, এই শেষ—

[বেগে প্রস্থান।

মনো—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তাইত চলে গেল! কোথায় কারাবাস হয়েছে তা ত জিজ্ঞেস করে নোয়া হোলোনা। এখন কি করি—কোথায় যাই? দ্বীপি-দা তোমার এই কাজ! স্বামী! হৃদয় দেবতা—কোথা তুমি! তোমার কারাবাস! উঃ দ্বীপি দা একাজ করবার সময় তোমার প্রাণ কি একটুও কেঁদে উঠল না! এতদিন একটা আশা বুকে করে নীরবে সব সহ্য করেছিলুম—আজ ত আর পারি না! আহা কারাগারে তাঁর কত যন্ত্রণাই হচ্ছে,—অত যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি কি বাঁচবেন! ভগবান রক্ষা কর! ওঃ কপালে এত যন্ত্রণাও লিখেছিলে দয়াময়! প্রাণ যে ফেটে যায়! এখন কি করি?—না আর এখানে থাকা হোলো না। কাল ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়তে হবে—যখন সন্ধান পেয়েছি—যে করে পারি তাঁকে উদ্ধার করব! ত্বয়াহৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা

নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। মাথার উপর ভগবান আছেন—আর হৃদয়ের মধ্যে আছেন স্বামী দেবতা –

(নেপথ্যে "মনোদিদি ও মনোদিদি")

যাই ভাই।

[প্রস্থান।
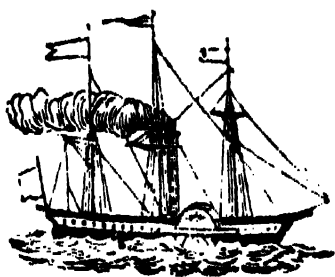
৩য় দৃশ্য—

হসিতার কুটীর।

শচীন্দ্র ও হসিতা।

শচীন্দ্র—কি বলবার আছে শীগ্‌গির করে বল। আমার এখন বসবার সময় নেই। ঢের কাজ হাতে রয়েছে।

হসিতা—আজ ছ মাস ত তোমার দেখা নেই। তারপর অনেক ডাকাডাকির পর যদিই বা এলে ত এমন ব্যবহার করছ যে, মানুষ—চোর চণ্ডালের সঙ্গেও এমন ধারা করে না। আমি তোমার কি করেছি?

শচীন্দ্র—দেখ, ও সব নাটকী নভেলী আর ভাল লাগে না, ষ্টেজের উপর গিয়ে ও সব কোরো যে, দুপয়সা রোজগার হবে। আমার ও সব জানবার সময়ও নেই প্রবৃত্তিও নেই।

হসিতা—ওগো তোমার কাছে যা নাটকী নভেলী, আমার কাছে তা প্রাণের কথা! একবারে বুকের ঠিক মাঝখান থেকে তা বেরুচ্ছে—ভগবান জানেন—না—থাক্‌!

শচীন্দ্র—তবে ভগবানই জানুক। আমার এখন অনেক কাজ আছে।—স্ত্রীলোকের বাজে প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই।—কাল বাঁকীপুর যাচ্ছি—এখন থেকে গোছ গাছ করতে হবে।

হসিতা—তা আমায় ও সঙ্গে নিচ্ছ ত?

শচীন্দ্র—বলি free love আর free lance-এর পালা ত হ'য়ে গেছে। বাপ-মার সামনে সে খেলা খেলে আর চুড়ান্ত করি কেন? আর ছাখ—আমাদের সংসার চিনেমাটির বাসনে সাজান নয় যে, তোমাকে খানসামার তোয়ালে দিয়ে মুছে ঠাকুর ঘরে তুলে রাখবো।

হসিতা—বটে—এ কথা কি আগে ভাবা উচিত ছিল না? এ ছলনা করে লাভ কি?—ছিঃ—তোমরা না পুরুষ!—তোমরা না—

শচীন্দ্র—হয়েছে আর য়্যাক্‌টিং-এ কাজ নেই।

হসিতা—য়্যাক্‌টিং!—হাঁ য়্যাক্‌টিংই বটে! এও যদি য়্যাকটিং হয়, তবে জগতে হৃদয়ের বেদনা বলে জিনিষ নেই, এও যদি য়্যাক্‌টিং হয় তবে পুত্র শোক সেও য়্যাকটিং, বৈধব্য সেও য়্যাকটিং,—তবে দরিদ্রের দারিদ্র্যযন্ত্রণা, মুমূর্ষুর বিদায় অশ্রু,—এ সবও য়্যাক্‌টিং! নিষ্ঠুর—না থাক্—আচ্ছা না নিয়ে যাও—যেতে চাই না,—কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে যাও—সেত কোন অপরাধ করেনি—দুধের বাছা সে!

শচীন্দ্র—হাঁ—তা হলেই প্রায়শ্চিত্তটা পুরা দস্তর হয়। তোমাদের মেয়ে সেত গঙ্গা মণ্ডলের তালুক বিশেষ। দুধ দিয়ে কে বাবা কাল সাপ পুষতে যাবে?

হসিতা—বটে—এতদূর! আচ্ছা—থাক্—না। আর একটা কথা শোন, বড় হয়ে সে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করবে, বাবা কোথা—তখন কি বলে তাকে বুঝাব?

শচীন্দ্র—তোমার চরিত্রই তাকে বুঝিয়ে কি দেবে না? ভাল করে বুঝবে, আমার জননী পর পদসেবিনী ছিলেন,—

হসিতা—না—আর না—আর সহ্য করব না! ছাখ, সাবধান হয়ে

কথা কও! ফের যদি অমন কথা মুখে আন—ত তোমার এক-দিন, কি আমার একদিন! কাপুরুষ—নিষ্ঠুর—অধম! মেয়ে-মানুষ সব সহিতে পারে, কিন্তু তার মাতৃত্বে ঘা দিলে সে দলিতা ফণিনীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! তুমি তার কি বুঝবে?

শচীন—মাতৃত্বের বড়াই কর্চ্ছ! জান না,—বিমলের বোনকে বে কর্ত্তে আমি সত্য বদ্ধ ছিলুম, তুমিই ত আমায় প্রলোভনে ফেলে, সে সত্য থেকে ভ্রষ্ট করেছ; তোমার জন্যে কন্যাদায় পিতাকে অপমান করেছি; তিনি পায়ে ধরে কেঁদেছিলেন, তোমারই প্ররোচনায় নির্ম্মম হ'য়ে তাঁকে বিদায় করেছি! গঙ্গাকে চিরকাল প্রবঞ্চনা করেছ,—তার টাকা খেয়েছ,—আবার তাকেই পদদলিত করেছ! এখন মাতৃত্বে ঘা লেগেছে বলে আস্ফালন করছ! বলি তোমাতে কি মাতৃত্বের উপকরণ আছে?—ধিক্!

হসিতা—দেখ, সে সব তোমার জন্যে! গঙ্গা বাবুকে আমি ডাকিনি! তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ছিলুম যে,—সে ত তোমারই জন্যে! তুমি গঙ্গা বাবুকে মান্য কর্ত্তে, তার সামনে আমার কাছে আসতে তোমার অসুবিধা হ'ত, তাই তার প্রতি আমার ব্যবহারটা একটু কঠোর ছিল। কিন্তু সে কঠোরতা তোমারই জন্যে শচীন বাবু! যাঁর জন্যে করি চুরি তিনিই বলেন চোর! এটা কি বিদ্রূপের কথা? ভালবাসা বলে কি কোন জিনিষ নেই? প্রেম কি প্রহেলিকা? কেন তুমি তোমার রূপ যৌবন নিয়ে আমার সম্মুখে এসেছিলে। এসেছিলে ত প্রশ্রয় দিয়ে ছিলে কেন? প্রশ্রয় দিয়েছিলে ত বিবাহ বন্ধনে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলে কেন? তুমি জান কথায় বলে—

প্রীত না মানে, জাতকুজাত।
ভুক না মানে বাসী ভাত॥

তুমি চলে গেলে, আমার দশা কি হবে বুঝতে পাচ্ছ? আমার অদৃষ্টে যাই হ'ক—তোমার ঔরসজাত আমার গর্ভের সন্তানের কি দশা হবে,—সে কথা কি একবার ভেবেছ?

শচীন—ভেবেছি—হসিতা—ভেবেছি! তোমার সন্তান জারজ হবে! সমাজে ত তাদের স্থান আছে।

হসিতা—দেখ শচীন বাবু! তুমি কাপুরুষ! আমি হীন বংশ জাত হ'তে পারি; কিন্তু তুমি কায়স্থ কুলকলঙ্ক! তোমার যথোচিত শাস্তি হওয়া উচিত! এই দণ্ডেই তার ব্যবস্থা কর্ত্তে পারি! তোমার পিতামাতার কথা বলছ? আজ যদি আদলতের আশ্রয় গ্রহণ করি, আর খোরাকীর দাবী করি,—তখন কি তাঁরা আমার Free Love আর তোমার Free Lanceএর কথা শুনতে পাবেন না? কিন্তু না—আমি তোমার মত নীচ নই! (পদপ্রান্তে পতিত হইয়া) ওগো তোমার পায়ে পড়ি,—আমাকে বিবাহ ক'রে, Marriage Register করে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও! আমি তোমার ধন চাই না,—অর্থ চাই না,—কোনরূপে তোমার গলগ্রহ হ'তেও চাই না! তুমি আমার যতই নিয়ে থাকনা, তবু আমার এখনও যা আছে তাতে আমার বেশ চলে যাবে; কিন্তু ঘৃণ্য জীবের মত পরিত্যক্ত হ'তে চাই না! মেয়েটির মুখ দেখে তোমার চরণে আমায় স্থান দাও!

শচীন্দ্র—তুমি ব্যভিচারিণী! তুমি গণিকা! তুমি ঘৃণ্য জঘন্য! তোমাদের পরিণাম যা হওয়া উচিত,—তাই হয়েছে!

(পদাঘাত ও প্রস্থান)

হসিতা—(কিয়ৎক্ষণ পরে) এঁ্যা—সত্যি সত্যি চলে গেল, একবার মুখের দিকে চাইলে না—মেয়েটাকে ফিরেও দেখলে না, ঠিকরে চলে গেল!—না কাঁদব না—কাঁদবার দিন চলে গেছে! আমি এখন হাসি কান্নার দেশ ছাড়িয়ে এসেছি! আজ আমি পাথরের চেয়েও কঠিন—বজ্রের চেয়েও অটুট! কিসের দুঃখ--কিসের শোক—কিসের নৈরাশ্য? না কিছু না—কিন্তু মেয়েটা—ওঃ! না, ওকথা ভাববো না। ওর কি দোষ? তবু ওগো প্রাণ যে কেঁদে ওঠে, তবু ওগো চোখ যে জলে ভরে আসে—বুক মমতায় কেঁপে ওঠে! না—না কিসের ভাবনা! কিসের চিন্তা! কিন্তু তবু যে ভোলা যায় না—ঐ মুখ; আর ঐ ছোট ছোট হাত দুটি! ওরে বাছা আমার—কেন এ অভাগীর পেটে জন্মেছিলি!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

(মনোবীণা)।

মনোবীণা—(স্বগতঃ) এই ত বেরিয়ে পড়েছি, এখন এ জনসমুদ্রে কোথায় কূল পাই। যতই করিবে চিন্তা, চিন্তা যাবে বেড়ে; 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন'—। যাক্, যখন এক কাপড় পরে স্বামীর ভিটে ছেড়ে এতদূর আসতে পেরেছি,—তখন এখানে আর ইতস্ততঃ করলে চলবে না! পান্থশালাকে শেষ নিকেতন ক'রে গন্তব্য পথ ভুললে হবে না! যতদিন না তাঁর সাক্ষাৎ পাই, যতদিন না তাঁর চরণে স্থান পাই,—ততদিন—। কিন্তু কোন্ দিকে যাই, রাস্তা ত জানি না। ঐ যে একটি ভদ্রলোক আসছেন না—ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখি।

(ছাতা বগলে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

হ্যাঁ—বাবা! একটা কথা—

পথিক—না বাবা, ভিক্ষে টিক্ষে কিছু হবে না। যে দিনকাল পড়েছে! খেটে খাওগে না।

[প্রস্থান।

মনো—তাই ত লোকটা মনে কল্লে পয়সা চাচ্ছি! হা ভগবান——

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

মনো - হ্যাঁ বাবা, জেলখানায় যাবার পথ কোন দিকে ? —

১ম পথিক—চুরি খুন জখম। বলি, জেলে যাবার এত সাধ কেন ধনী? তল্পী তল্পা কিছু আছে না কি?

২য় পথিক—(প্রথম পথিকের প্রতি) ওরে নেড়ে চেড়ে দেখ্ ত? বেটী বোধ হয় কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

১ম পথিক—না বাবা, চ'লে যাচ্ছ, চল না। হেজা ছেড়ে আবার বেজা কেন?

[পথিকদ্বয়ের প্রস্থান।

মনো—আমাকে চোর ঠাওরালে। হা অদৃষ্ট—

(পুনরায় একজন পথিকের প্রবেশ)

হ্যাঁ বাবা, জেলের পথ কোন দিকে?—

পথিক—জেলের রাস্তায় যাবে মা?—যাও—এই রাস্তা ধরে বরাবর যাও—তা হ'লেই পাবে। এখনো অনেকটা পথ।

[প্রস্থান।

(ডোসের প্রবেশ)

ডোস—By Jove! here you are my moon-faced damsel মনো! কি সুন্দরী—রাস্তা যে আলো ক'রে আসছ? বলি, কোন্ পেয়ারের বনমাঝে কি মনমাঝে তোমার বীণা বাজাতে যাচ্ছ, চাঁদবদনী?

মনো—(স্বগতঃ) কে এ! বিরাজের স্বামী না! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ বাবা, জেলের রাস্তা কোন্ দিকে বলে দিতে পার?

ডোস—আমি "বাবা" নই,—মিঃ ডোস্,—বুঝ্‌লে সুন্দরী? তোমার ছেলের বাবা। পেছচ্ছ কেন চাঁ—দ? এগিয়ে এস না। (অগ্রসর

হইয়া) এস প্রাণময়ি, এস একবার ঐ মধুর অধরে একটা চুমো দাও দেখি! (ধরিতে উদ্যত)

মনো—(পশ্চাৎ পদে) ছিঃ বাবা, মেয়েকে কি ও কথা বল্‌তে আছে!

ডোস—(স্বগতঃ) দেখছি, সহজে ধরা দেবেনা! এখানেও সুবিধা হবে না। (প্রকাশ্যে) না—না –কিছু বলব না, তুমি পালিয়ো না। কোথা যাবে বল্লে? জেলের দিকে? ঐ ডাইনে গিয়ে বাঁ দিকে। কেমন বুঝলে?

[মনোর ত্বরিত পদে গমন।

(স্বগতঃ) একটু এগুক। তার পরে যাই মোড়ের কাছে বটগাছের নীচে,—ব্যস্।

(ডোসের অগ্রসর হওন ও মনোবীণার সহসা দণ্ডায়মান)

ছুঁড়ীটা থেমেছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে। অলক্ষ্যে আমাকে দেখ্‌ছে।

মনো—আপনি এ দিকে আসচেন কেন? আপনি যেই হন, এ দিকে আসবেন না।

ডোস—(লম্ফ প্রদান করিয়া হস্ত ধারণ) পেটে খিদে মুখে লাজ, এখন ত ভেঙ্গেছে বাঁধ। আজ আর ছাড়ছি না চাঁদ, আমার যে অনেক দিনের সাধ!

মনোবীণা –(হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা) ছেড়ে দিন বল্‌ছি!

ডোস—মোর কথা রাখ গো ধনী,—জোর করো না বিধুবদনী।

মনো—চন্দ্র বাবু, ছাড়ুন। আমি আপনার মেয়ে,—আপনার মা, ছেড়ে দিন—আপনার পায়ে ধরি,—ছেড়ে দিন! বে-ইজ্জত কর্বেন না। আমি নিরপরাধিনী, আমায় ছেড়ে দিন! আমাকে যা মনে কর্চ্ছেন, আমি তা নই,—আমায় ছেড়ে দিন!

এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, দিন রাত হচ্ছে,—আমায় ছেড়ে দিন! ওপরে ভগবান আছেন, আমায় ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন। (সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরীকা বাহির করিয়া) তবে রে নরাধম!

ডোস—(হস্ত মোচন করিয়া) আরে বাপ্‌রে—খুন কল্লে রে! শালী কালকেউটে! খুন—খুন! আজ পুলিশে দোব—পাহারওলা পাহারওলা।

(সহসা সদানন্দের প্রবেশ)

সদা—(সুর করিয়া) কেয়া মজাদার ঘুষ্‌নীদানা।
কেউ খায়, কেউ করে মানা॥

চাই চানাচুর। কি সাহেব—খাবে না কি? পেছিয়ে গেলে কেন বাবা? এমন চোকামাল ধরে রাখ্‌তে পাল্লে না?

ডোস—দেখ—দেখ—সদা খুড়ো! বেটী ডাইনী—সয়তানী! খুড়ো, আর একটু হ'লেই আমায় খুন করে ছিল! মাগীটাকে ধর ত খুড়ো, পুলিশে দেব।

সদা—আরে সে ত বেশ কথা! তুমিই ধর না। আমি সাক্ষী দোব, তুমি অত্যাচার কর্ত্তে গেছলে। (মনোর প্রতি) কি হ'য়েছে মা? আমি তোমার ছেলে, কিছু ভয় করোনা।

মনো—বাবা, আমি জিজ্ঞেস ক'রে ছিলুম, জেলের কোন্ দিকে পথ। আমায় এই পথ দেখিয়ে দিয়ে বে-ইজ্জত কর্ব্বার চেষ্টা করে ছিল। অনন্যোপায় হ'য়ে রক্ত দর্শনের ভয় দেখিয়ে ছিলুম!

সদা—ঠিকই করেছিলে মা! (ডোসের প্রতি) তবে রে বেটা!

শ্বশুরের মুখে কালী দিয়েছিস, নিজের মাগকে পরের হাতে তুলে দিয়েছিস, এখন পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিতে এসেছিস বেটা! বেটা পাজী!

(ডোসকে প্রহার)

ডোস—(সদানন্দের পদতলে পড়িয়া) না খুড়ো—তুমি আমার বাবা, মাফ কর! আর এমন কাজ কর্ব্বো না! কাউকে ব'ল না বাবা আমি চলে যাচ্ছি।

মনো—(সদার প্রতি) বাবা ছেড়ে দিন, বাবা ছেড়ে দিন। যখন নিজেরই স্ত্রীপুত্রের মান ইজ্জত জানে না, তখন ওর কি আর মনুষ্যত্ব আছে?

সদা—বল্ বেটা আগে এঁকে "মা" বল।

ডোস—না—না—আমায় মাফ্ কর।

(সদানন্দের ছাড়িয়া দেওন ও ডোস রুমাল দিয়া পোষাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রস্থান)

সদা—হ্যাঁ মা তুমি কোথা যাবে বলছিলে? সন্ধ্যা হ'য়ে এল। একলা এ পথে যাওয়া ত ভাল নয়। বিপদ ঘটতে পারে।

মনো—বাবা, জেলের রাস্তা কোন দিকে বলে দিন না।

সদা—মা, সে রাস্তা অনেক পথ। এখন এস—দেখি যদি কোথাও আশ্রয় পাই।

মনো—বাবা, আপনি পথ দেখিয়ে দিন। আমি একলাই যাব।

সদা—না মা, কোন ভয় করো না মা। আমি তোমার ছেলে। তুমি আমার মা। ও বেটা বিলেত ফেরত। নগেনের জামাই।

নগেন ওর মুখ দেখেনা। আমার নাম সদানন্দ। তুমি কোথা থেকে আসছ মা?

মনো—(স্বগতঃ) সদা—নন্দ! এ নামটা যেন অনেক বার শুনেছি! (প্রকাশ্যে) বাবা?

সদা—কি বল মা?

মনো—বাবা, আমি ঐ নগেন বাবুর বাড়ীতেই ছিলুম। আমারই পোড়া কপাল বাবা—কি আর বলব!

সদা—সে যাক্ এখন কোথা যাবে মা?

মনো—বাবা, আপনার কাছে আর লুকোবার কিছু নেই। আপনি যখন মা বলে ডেকেছেন, আমি আশ্বস্ত হয়েছি। শুনুন—শুনেছি আমার স্বামী জেলে গেছেন, তাই সন্ধানে বেরিয়েছি।

হসিতার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া।

সদা—তাইত মা, আহা! তুমি মা বড় দুঃখিনী, তা একটা উপায় হবে এখুন। এস মা, এইদিকে এস দেখি, ঐ একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, দেখি তোমার এ রাত্রিটার জন্য ওখানে কোন ব্যবস্থা কর্ত্তে পারি কি না। বেশী দূরে এখন যাওয়া ঠিক নয়। বাতাস উঠেছে। পথে ও বিপদ হ'তে পারে। সন্ধ্যা হয়ে এল মা।

মনো—বেশ বাবা আপনার যেমন ইচ্ছা।

(সদানন্দ কর্ত্তৃক দ্বারে করাঘাত)

সদা—বাড়ীতে কে আছ। বাড়ীতে কে গো—কে যেন কথা কইচ্চে না (কিয়ৎক্ষণ পরে) কে বাড়ীতে আছ?

(নেপথ্যে—"যাই—যাই—এসেছ")

হসিতা—(আলুথালু বেশে দ্বার খুলিয়া) এসেছ—এস—! (চমকিত হইয়া) এ কে! খুড়ো মশায় যে? আপনি হঠাৎ।

সদা—নেশার পয়সার জন্ম মা। তা এমন তর বেশ কেন মা? কাঁদছিলে নাকি? কেন, কি হয়েছে?

মনো—(স্বগতঃ) দেখছি, এঁর পরিচিত! বিচিত্র তাঁর লীলা! কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না! ভগবান রক্ষা ক'র!

সদা—(নীরব ও স্তম্ভিতা হসিতার প্রতি) কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলে যে মা? তোমার কি হ'য়েছে? আমা হ'তে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। কি হ'য়েছে বল। আমি যথা সাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা কর্ব্ব।

হসিতা—খুড়ো মশাই, ইনি কে?

সদা—কোন ভয় নেই মা, এটি আমার মেয়ে,—রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি মা। তুমি বিরাজকে জান,—তারই স্বামী আমার মায়ের গায়ে হাত দিতে গেছল। পাছে রাত্রে অন্ত বিপদে পড়ে, তাই এই কাছে পিটে হেথা নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি—এ তোমার বাড়ী। তুমি অমন বাড়ী ছেড়ে এখানে কবে এলে মা?

মনো—(স্বগতঃ) দেখছি, ইনি বিরাজকেও চেনেন, তবে কি ইনি বামা সোসাইটীর কেউ হবেন? আবার নূতন কোন বিপদে পড়লুম নাকি! ভগবান রক্ষা কর!

হসিতা—(সদাকে ইঙ্গিত করিয়া মনোবীণার প্রতি) দাঁড়িয়ে কেন বোন। খুড়ো মশাই যখন তোমায় এনেছেন, তখন এস—বস। কোন ভয় নেই। খুড়ো মশায় আমার পিতৃতুল্য।

উনি নিঃসহায়ের সহায়। তুমি কোন কিছু ভেবো না। তুমি কোন ভয় ক'র না। (হাত ধরিয়া) এস বোন—এস। বস (সকলের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ ও উপবেশন)

মনো—(স্বগতঃ) নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষঃ। (প্রকাশ্যে) নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই ভগবানই। ভয় কিসের বোন ?

সদা—(স্বগতঃ) কি বল্লে—নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষঃ! কি অপূর্ব্ব ভগবৎ নির্ভরতা! এ কি কুসুম নির্ম্মিতা মানবী,—না কোন ঋষি কন্যা! (প্রকাশ্যে) সত্যিই মা,—ভগবানই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! আমরা কে ?

মনো—না—বাবা। আমরা যে কিছু নই তা বলিনি। তিনি যন্ত্রী—আমরা যন্ত্র মাত্র। তিনি কারন,—আমরা নিমিত্ত মাত্র! এই দেখুন না কেন বাবা, আপনি না থাকলে আমার কি বিপদই না আজ হচ্ছিল!

সদা—না মা, আমি আর কি করেছি। তুমি ত একাই বেটাকে সায়েস্তা করেছিলে। তবে হাঁ মা, ঠিক বলেছ—সবই তাঁর ইচ্ছা।

মনো—(শয্যা শায়িতা শিশু কন্যাকে দেখিয়া হসিতার প্রতি অনন্য ভাবে) হাঁ—বোন—এটি তোমার মেয়ে না ? ক' মাসের হ'ল ?

(শিশুকে কোলে তুলিয়া লওন)

সদা—ওগো মা, আলাপ পরিচয় পরে হবে। এখন বস, একটু বিশ্রাম কর। অনেক পথ হেঁটে এসেছ।

হসিতা—তাত কষ্ট হবারই ত কথা। হাজার হ'ক মেয়েমানুষের প্রাণ ত।

(স্থানান্তরে গমন)

সদা—দেখ মা, হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করে নাও। তারপর কথাবার্ত্তা কয়ো। আমি বুঝেছি,—তুমি কে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা নিরাপদ জায়গায় এসেছি কোন ভয় নেই।

(হসিতার পুনঃ প্রবেশ)

হসিতা—এখানে কোন পুরুষ মানুষ নেই। আর তোমার কোন ভয়ের কারণও নেই। তুমি এখন এস বোন, হাত পা ধোবে এস।

মনো—না—না—আমার জন্যে অত ব্যস্ত হ'ও না বোন।

সদা—তা হ'ক; যাও মা—যাও। আমি এখানে একটু বিশ্রাম করে নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সদা—এ কি সেই—হসিতা? কালের কি কুটীল গতি! এ সব কাজের এই পরিণামই! যাক্ এ বেটীর সমস্ত খবরটা শুনতে হবে। এর গঙ্গাই বা কোথা—আর শচীনই বা কোথায়?

(হসিতার পুনঃ প্রবেশ)

হাঁ—মা—যে কথাটা জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম, তুমি এখানে কেন এলে?

হসিতা—হ্যাঁ—বাবা—আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু ভেবে দেখলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

সদা—ঠিক কথা। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বুঝে না পা ফেল্লে খানায় ত মা পা পড়বেই।

হসিতা—(স্বগতঃ) ঠাকুর টিট্‌কারী দিচ্ছ। টিট্‌কারীর জগত যে ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি! আজ আমার মান অপমান সকলই সমান। আমি পাথরের মত কঠিন হ'য়েছি,—টিট্‌কারী

ত আর বুকে বাজবে না ঠাকুর! (প্রকাশ্যে) বাবা তিরস্কার কচ্চেন, আমার কি দোষ?

সদা—না মা—তিরস্কার কচ্চি না। আমি আন্তরিক ভাবেই কথা বলেছি। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখেছিলুম,—আজ এ দৈন্য দেখে বুকে বড় ব্যথা পেয়েছি। তাই বলছি—একটু—

হসিতা—বুঝে আর কি করব ঠাকুর? এ শিক্ষা আমার নূতন নয়। ছেলে বেলা থেকে এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে এ শিক্ষাও দিয়েছিলেন যে, ভালবাসার জাত নেই; ভালবাসা যে পূর্ণচন্দ্রের মত নীরবে তার জোছনারাশী রাজপ্রাসাদ হ'তে আরম্ভ ক'রে দরিদ্রের পর্ণকুটীর অবধি ছড়িয়ে দেয়! ভালবাসা প্রাণের জিনিষ—তাই প্রাণই তার সব চেয়ে বড় বিচারক। প্রাণ যাকে ভালবাসতে চাইবে—তাকেই ভালবাসব! সেখানে সমাজও কেউ নয়—অভিভাবকও কেউ নয়—যুক্তিও কেউ নয়, এইটী আমার দৃঢ় বিশ্বাস! তাই বলচি আজ নূতন ক'রে কি বুঝব ঠাকুর?

সদা—ও হচ্ছে মা তাদের কথা, যারা সমাজের উর্দ্ধে বা নিম্নে থাকে। আর যারা সমাজের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে, তাদের কথা নয় মা।

হসিতা—ঠাকুর, ও কথা মানতে পারলুম না। অন্য সকল বিষয়ে আমরা সমাজকে মেনে চলতে রাজি আছি, কিন্তু ঠাকুর—ঐ জায়গায়—কেবল ঐ জায়গায় নয়! ওখানে প্রাণকে বড় করতে হবে—ওখানে প্রাণকে নীচু ক'রে সমাজকে বাড়াতে পারব না ঠাকুর! রজনীগন্ধা যেমন নিজের পাতাগুলোকে ছাড়িয়ে তাদের অনেক উর্দ্ধে ফুটে উঠে, তেমনি ক'রে এই সমাজের

সমস্ত গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের উর্দ্ধে ফুটে উঠতে হবে! সেখানে আমরা শুদ্ধ—সেখানে আমরা মুক্ত জীব—সমাজের কেউ নয় ঠাকুর!

সদা—মা, রজনীগন্ধা তার ফুলকে গাছ হ'তে অনেক উঁচু ক'রে ফুটিয়ে তোলে বটে, কিন্তু মা মাটির তলায় চেয়ে দেখলে দেখতে পাবে, সেই একই শিকড় হতে তার জন্ম,—সেখানে সে—গাছ হ'তে পৃথক নয়; তেমনি মা আমরা প্রাণকে সমাজের উর্দ্ধে তুলে ধর্ব্ব বটে; কিন্তু মূলের দিক থেকে প্রাণ আর সমাজ একই শিকড়ে গাঁথা নয় কি? দেখ মা, তুমি যে সব কথা বল্‌ছ ও সব প্রবৃত্তির কথা। কিন্তু মা—ওর মূলে আর একটা জিনিষ আছে, সেটাকে তুমি একবারও লক্ষ্য ক'রে দেখছ না,—সেটা হচ্ছে নিবৃত্তি—

হসিতা—ত্যাখ ঠাকুর ওসব আমি বুঝি না,—বুঝতেও চাই না।—আমি কেবল এইটুকু বুঝি যে, নাসিকা যখন ভগবান দিয়েছেন, তখন যেখানে মধুর গন্ধ পাব—আঘ্রাণ করব। চোখ যখন ভগবান দিয়েছেন, তখন যেখানে সৌন্দর্য্য পাব, প্রাণ ভোরে দেখতে থাক্‌ব—তবেই না তাদের সৃষ্টি সার্থক? রজনীর তারার মালা, প্রভাতের বিহগ কাকলী, সন্ধ্যার নীবিড় নীরবতা এ সবের সার্থকতা কোথায়?—যদি চক্ষু বলে আমি দেখব না! ফুলের সুবাস—বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে, তার সার্থকতা কোথায়?—নাসিকা যদি বলে তার গন্ধ গ্রহণ কর্ব্ব না!—না ঠাকুর, ও কথা মানতে পারলুম না।

(মনোবীণার প্রবেশ)

মনো—দেখ বোন, প্রবৃত্তিরেষাভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

সাধারণতঃ মানব প্রবৃত্তিমুখী হ'য়ে থাকে, কিন্তু বোন্ এই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারলেই মানুষ অপার আনন্দ লাভ করতে পারে।

হসিতা—নিবৃত্ত করব? কেন, কিসের জন্য বোন? বিশ্বদুনিয়ার এত সৌন্দর্য্য, এত রূপ, এত রস, এত শব্দ, এত গন্ধ—এ সব কি কেবল মরীচিকা? না বোন্, তা মানতে পারলুম না; এ সকলের সৃষ্টিই ভোগের জন্য। এদের আমরা উপভোগ করব! —মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলে পলে, যুগে—যুগে এরাই আমাদের সুন্দর হ'তে সুন্দরতর, বিরাট হ'তে বিরাট তরের আভাস কোথা দিয়ে কেমন ক'রে এনে দেবে তা কে জানে? না বোন্, আমরা সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সজাগ ক'রে রাখব,—যেন সুন্দরের আভাস তাদের ঘুমন্ত দেখে ফিরে না যায়! আমরা হৃদয়ের প্রত্যেক দুয়ার খুলে রাখব, যেন সেই চিরসুন্দর দুয়ার বন্ধ দেখে ফিরে না যায়!—আমরা যে উপভোগের জীব,—সংসারী যে ভোগী;—আমরা নিশ্চয়ই উপভোগ করব!—এইখানেই আমাদের জীবনের সমস্ত সার্থকতা!

মনো—কিন্তু বোন দেখতে হবে, বেশ করে বুঝতে হবে, আমার ইন্দ্রিয়তে কোন দোষ হয়েছে কিনা। আমারা যেটাকে সুন্দর বলে মনে কচ্ছি, সেটা সত্যি সুন্দর কিনা? রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আর মন, এরা ত আর জীব নয় এরা হচ্ছে সাধন। এতে দোষ থাক্‌লে, তাদের বিষয় গুলিকেও ঠিক ঠিক জানা যায় না। এই জন্য ইন্দ্রিয়দোষ আর সংস্কার দোষ এ দুটি সর্ব্বানিষ্ঠের মূল। এই দুটাকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তা না হলে যা প্রকৃত, সত্য ও সুন্দর, চিরদিনই তাই—তবে

এদের নিয়ে এত মতভেদ এত তর্কাতর্কি কেন? দৃষ্টি ও সংস্কার ভেদই তাহার কারণ।

হসিতা—(একটু অপদস্থ ভাবে) ইন্দ্রিয় দোষ,—ইন্দ্রিয় দোষ কিসে বোন?

মনো—(স্বগতঃ) যাক্ এ নিয়ে বৃথা তর্কে কোন ফল নেই; ঠিক বটে তর্কের নাশ হেতু তর্কের প্রয়োজন কিন্তু বৃথা কথা বেড়ে যাবে। যাক্ পথ আলাদা হ'লেও উদ্দেশ্য আমাদের একই। শাস্ত্রে বলে, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। যে যে ভাবের উপাসক সে সেই ভাবেই তাঁকে পাবে। (প্রকাশ্যে) ও একই কথা বোন্ - কেবল যা পথের তফাৎ। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব'লে দুটো মার্গই আছে।

সদা— এই সার কথা মা, তা যাক্ এখন অনেক রাত হ'য়েছে তোমরা শোওগে—আমি এখন আসি; কাল তোমার স্বামীর খবর মা যেমন করে পারি এনে দিব; আমি এখন আসি মা?

হসিতা—প্রণাম ঠাকুর।

[উভয়ের প্রণাম ও সদানন্দের প্রস্থান।

মনো—হ্যাঁ বোন! বাবা বেশ লোক না?

হসিতা—আমি খুড়োমশায়কে যতদিন জানি ততদিনই দেখছি উনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কাহার আহারের ব্যবস্থা করে দেন, কাহারও বা সৎকারের উপায় করে দেন। এইরূপ পরোপকারই ওঁর ব্রত।

মনো—আহা সাধু কিনা! সাধ্নোতি পরহিতম—

হসিতা—দেখ বোন, আজ হতে তোমার সাথে আমি সই পাতালুম ; কেমন ?

মনো—তা বেশ—

হসিতা—আচ্ছা সই—তুমি এত শাস্ত্র শিখলে কি করে ? তোমার বয়স কত বোন ?

মনো - দেখ সই, যখন আমি খুব ছোট্ট তখন আমার বাপ-মা দুজনেই স্বর্গে যান। বাবার এক বন্ধু আমাকে লালন পালন করেন ; আর শিক্ষা দেন। তিনি সংস্কৃত জানতেন ; আর বড় ভাল ও বাসতেন। যখন তখন আমায় বলতেন, 'সংস্কৃত ও সম্মান এক সঙ্গেই যান'। তাঁরই যত্নে যা কিছু শিখেছি। তারপর স্বামী কাজের জন্য বাইরে গেলেন, আর কাজেই আমাকে প্রায় একলা কাটাতে হত। কি নিয়ে পড়ে থাক্‌ব বোন, এই সব চর্চ্চা নিয়ে দিন কাটাতুম !

হসিতা—তাই খুড়োমশায় বুঝি তোমার স্বামীর খবর আনতে গেলেন ?

মনো—তোমার মেয়েটির মুখ ওর বাপের মতন হয়েছে না বোন ? পিতৃমুখী কন্যা সুখী। তা ওর বাপ কোথা ?

হসিতা—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তিনি আমায় ত্যাগ করে চলে গেছেন।

মনো—কেন সই, কেন তিনি ত্যাগ করেছেন ?

হসিতা—সে দিদি অনেক কথা—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এখন না বোন পরে বলব।

(পটপরিবর্ত্তন)

৭ম দৃশ্য।

স্থান—কারাগার।

(গঙ্গা ও কেষ্টধন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি)

গঙ্গা (স্বগতঃ) এই আমার পরিণাম! মান সম্ভ্রম কি করে রাখতে হয়—এখন বুঝতে পাচ্ছি! আজ এই কারাগারের নির্জ্জনতা মনের বেদনাকে গাঢ় করে মর্ম্মদেশ স্পর্শ কচ্ছে! জগদীশ্বর কখন ত তোমায় ডাকিনি! সমাজের অযুত কূটচক্রে পড়ে সর্ব্বস্ব হারালুম! আমার কিনা ছিল,—সুন্দরী স্ত্রী, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত আজ ভণ্ড দেশ হিতৈষী সেজে হারালুম। যাদেরকে আপনার ভেবে আলিঙ্গন করেছিলুম,—তারাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লে! দীপ্তি—দীপ্তি—তুমি না দেশের গৌরব! তোমার এই কাজ! সে বল্লে—মনোবীণা বেরিয়ে গেছে! এও সম্ভব! অসম্ভবই বা কি? আমিই ত তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছি! এ দোষ ত তার নয়,—এ ত আমারই দোষ! কিন্তু এখনও বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্চি না! মনোবীণা,—আহা—সে কত ভালবাসত! মনে পড়ে, একদিন ভান করে নিদ্রা গেলুম,—অলক্ষ্যে তার ভালবাসা দেখলুম!—সে ত ভোলাবার নয়,—তবে কেমন করে বলব, সে অপবিত্রা হ'য়েছে! ভগবান্—এ কথা যেন মিথ্যা হয়! নিদ্রিত মানবের স্বপ্নের মত এই পূতিগন্ধময় কথা যেন প্রাণ থেকে মুছে যায়! বিশ্বাস হ'ল না,—হয় অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে,—নয় সে আমারই জন্যে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে!

(সদানন্দ ও দীপ্তির প্রবেশ)

সদা—কই গো গঙ্গাবাবু? এই যে বাবা তোমায় দেখতে এলুম। কেষ্টা বেটা কৈ?

দীপ্তি—(মুখ নীচু করিয়া) গঙ্গাবাবু—

গঙ্গা—কে তুমি? এমন অসময়ে এ ভীষণ স্থানে আমার কে সুহৃদ এসেছ! আমার লাঞ্ছিত—অপমানিত জীবনকে সহানুভূতির স্নিগ্ধ ধারায় স্নাত করে দিতে এসেছ! আমার বন্ধু ত কেউ নেই! চারিদিকে অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! কে তুমি বন্ধু!

সদা—গঙ্গাবাবু চিনতে পার্ব্বে কি? আমি সমাজের বহির্ভূত তুচ্ছ নেশাখোর ব্রাহ্মণ—নাম সদানন্দ খুড়ো।

গঙ্গা—কে—খুড়ো? খুড়ো এসেছ? দেখ খুড়ো চেয়ে দেখ, সারা জীবন এই সুখের আশায় বসেছিলুম! খুড়ো, ভদ্রসন্তানের কারাগার শাস্তি ভয়ানক! এ অপেক্ষা মৃত্যু ভাল!

কেষ্ট—(অঙ্গুলি গুনিতে গুনিতে) চারুশীলা, আভাময়ী, পরিমল-বাহিনী, স্মৃতিসুন্দরী,—এ কটাকে ছাড়া হবে না,—এ কটারই স্বামী বিলেতে আছে। আর তিনটে মাস,—সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জেলে কেটে যাবে। তারপর—

সদা—(কেষ্টধনের দিকে ফিরিয়া) কি বাবা, অনেকগুলো গিলে ফেলেছ, এখন বুঝি জাবর কাটছ? বেস্—বেস্।

কেষ্ট—আরে যাও—যাও খুড়ো। জেল হয়েছে বলে টিট্‌কিরী দিচ্ছ? সরে পড় বাবা—সরে পড়। নেপোলিয়নের নাম শুনেছ? তাঁরই কারাগার হয়েছিল,—দেশের অনেক বড় লোকেরও জেল হ'য়েছে।

সদা—বেশ—বেশ—

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু—গঙ্গাবাবু—আমায় মার্জ্জনা করুন!

গঙ্গা—কে তুমি?

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু—আমি—আমি—দীপ্তি কান্ত!

গঙ্গা—কে—কে তুমি? দীপ্তিকান্ত!—না—না—ছলনা করনা! সত্য বল—কে তুমি?

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু সত্যই আমি দীপ্তি! আমায় চিনতে পার্চ্ছেন না?

গঙ্গা—না—না—চিন্‌তে পাচ্ছি না! আমি অন্ধ হয়েছি! কিন্তু যদি তুমি সত্য সত্যই দীপ্তিকান্ত হও,—ওহো! এখানেও এসেছ! তুমি যে সয়তানের একটা বিরাট প্রতিমূর্ত্তি! বন্য পশু অপেক্ষা নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর! অজাগর সর্পাপেক্ষা ক্রূর—অতি ক্রূর! তারা বোধ হয়—সয়তানের পূর্ণ অবতার নয়! বুঝি বা তাদের ভেতর শঠতা মাখান হিংসা নেই,—দ্বেষ নেই! বাঘ ত বুকের ভেতর সয়তানকে লুকিয়ে রেখে মেষ শাবকের ভাব দেখায় না! সে ত শঠ নয়,—সে ত প্রবঞ্চক নয়! তাই সে তার স্বাভাবিক গর্জ্জনেই গিরি কন্দর তোলপাড় করে মানুষকে খেতে আসে;—কাল কেউটে ক্রূর হ'লেও—সে ত কাপুরুষের হাসি মুখ দেখাতে জানে না,—সে যে গর্ব্ব-দম্ভ-অহঙ্কারপূর্ণ ফণা তুলে ছোবল মারে! কিন্তু ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ! দয়া, মায়া, প্রীতি, ভালবাসার ভেতর দিয়ে সয়তানকে আবাহন করে! না—না—যাও—যাও হাসিমুখে আর ছোবল মের না!

সদা—গঙ্গাবাবু, দীপ্তিবাবু একটা অন্যায় করে ফেলেছে, মাফ্ কর। দীপ্তিবাবু তোমার কারামুক্তির ব্যবস্থা করে এসেছে। এখন এস।

গঙ্গা—কোথা যাব খুড়ো? এই নির্জ্জন কারাগারে জীবনের অবসান কর্ব্ব! ওহো—

সদা—গঙ্গাবাবু, আক্ষেপ করে কি হ'বে? এখন এস, তোমার স্ত্রীকে ত দেখতে হ'বে, তার ভরণপোষণ কর্ত্তে হবে?

গঙ্গা—কি বল্লে খুড়ো? আমার স্ত্রী! সে ত নেই! সে ত বহুদিন এ পাপ ধরণী ছেড়ে চলে গেছে!

দীপ্তি—(গঙ্গার পদতলে পড়িয়া) গঙ্গাবাবু, মার্জ্জনা করুন! মনোবীণা —বেঁচে আছে! আমি আপনাকে মিথ্যা বলেছি,—সে বেরিয়ে গেছে! অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ, গঙ্গাজলের মত পবিত্র, জননীর স্তন দুগ্ধের ন্যায় স্নিগ্ধ,—এমন সতীসাধ্বীর নামে কলঙ্ক দিয়েছি! গঙ্গাবাবু—গঙ্গাবাবু—মার্জ্জনা করুন!

(সিপাহী কর্ত্তৃক দ্বার উদ্ঘাটিত)

সদা—(কারাগার হইতে গঙ্গাকে ধরিয়া বাহিরে আনয়ন)

দীপ্তি—গঙ্গাবাবু, একবার আসুন,—দেখবেন আসুন মনোবীণা কত বড় সতী লক্ষ্মী! তার মাথার ওপর দিয়ে আগ্নেয় গিরির স্রোত চলে গেছে,—তবুও সে অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়েছিল! সে যে একটা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা!

কেষ্ট—দীপ্তিবাবু, দু'জনকে Common Goal of Salvation এ পাঠিয়ে কোথা ছিলে ভাই? গঙ্গাবাবুর মুক্তি হ'ল! আমার কি হ'বে দীপ্তিবাবু?

সদা—তোমাকে তোমার সেই বঁধুয়া দিন ভাল দেখে সুতহিবুকযোগে বরণ ক'রে নিয়ে যাবে।

[দীপ্তি, গঙ্গা ও সদার প্রস্থান।

কেষ্ট—(চীৎকার করিয়া) দীপ্তিবাবু—ও শালা দীপ্তিবাবু, খবরের কাগজে একটু লিখ যে, মহিলা সমিতির অধ্যক্ষ মহিলাদের উন্নতি কল্পে হাসিমুখে জেলে গেছেন।

(কারাগারের পটপরিবর্ত্তন)

৮ম দৃশ্য।

কালীঘাট

মধ্যভাগে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার মূর্ত্তি।

সম্মুখে প্রাঙ্গন।

মূর্ত্তির দুইপার্শ্বে পুরোহিতগণ পূজায় নিমগ্ন।

দুইপার্শ্বে দোকানঘর বাড়ী প্রভৃতি—

(গঙ্গা, দীপ্তি, সদানন্দের প্রবেশ ও মূর্ত্তি দর্শন)

(অদূরে দোকানঘর হইতে বিরাজের গীত)

ভাতার আমার শিখেছে সাঁতার।
সে যে পায়না খেতে তাই গো করি ঝাঁটা প্রহার।
ছিলুম ঘরে লজ্জাবতী,
লোকে বলত এমন হয়না সতী,
জেলে সতীপনার মুখে নুড়ো দিয়েছি বাহার।
ভাতার আমার শিখেছে সাঁতার॥
আমি ফুলের মধু কুলের বধু,
ও যে গুপ্ত বাঁশী মজায় শুধু,
পাহাড় থেকে ঢল নাবেগো মিশতে পারাবার॥
ভাতার আমার শিখেছে সাঁতার॥

বিরাজ—মশাই, মশাইরা যাচ্ছেন কেন? আসুন—আসুন। এযে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সদা—কেও? নগেনের বেটী না?

দীপ্তি—হ্যাঁ খুড়ো মশাই।

বিরাজ—দীপ্তিবাবু বলে দোব এখানে এসেছেন। আপনি না আমাদের দেবদেবী মানেন না ?

সদা—না মেনে আর করেন কি ? তুমি যে জ্যান্ত কালী হয়ে এসেছ মা। হ্যাঁরে পোড়ারমুখী, এমন ক'রে কুলে কালী দিলি ? আবার ডেকে কথা কইছিস ?

(বিরাজের দোকানের অন্তরালে গমন।)

গঙ্গা—খুড়ো, চল, তীর্থস্থান জঘন্য করে তুলেছে।

সদা—হ্যাঁ বাবা, চল, মাকে প্রণাম করে চল। আর দেখ, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কি কমে বাবা ? **সমাজের কলঙ্ক**—নীচ প্রবৃত্ত মুখী যারা, তারাই দেব দেবী দর্শনের অছিলায় সাধারণের চক্ষে তীর্থকে জঘন্য করে ফেলে,—কিন্তু গঙ্গাজল—গঙ্গাজলই থাকে। তার বিকৃতি হয় না।

(পূজা সমাপ্তে কয়জন পুরোহিত কর্ত্তৃক গীত)

"নলিনী নবীনা মনোমোহিণী।

বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা

বিবসনা শবাসনা মদালসা।

ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা

ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,

মঞ্জুলা মধুর মুখী, মধুর লালসা॥

সোম-মৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,

ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্ম নাশা।

হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধ্যা

হরি পরিবার সেই, যে ভজে বিশ্বাসা॥"

গঙ্গা—আহা, খুড়ো, প্রাণ জুড়িয়ে গেল! কি মধুর সঙ্গীত!

সদা—হ্যাঁ বাবা, সত্যি সত্যি তীর্থস্থানে দেবদেবী দর্শনে প্রাণটা বড়ই শীতল হয়। এখন চল, তোমার স্ত্রী বেচারা তোমার সন্ধানে বড় কষ্ট পেয়েছে।

গঙ্গা—(যাইতে যাইতে) মা—মা—বড় কুকাজ করেছি, মার্জ্জনা কর্ মা।

(সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

হসিতার বাটী।

হসিতা—(সেলাই করিতে করিতে)—মনোবীণার স্বামীর খবর হ'য়েছে! আহা বেচারী স্বামীর জন্যে দিবানিশি নীরবে কত দীর্ঘশ্বাস ফেলে! আহা! সত্যি সই আমার বড় উচ্চ-প্রাণা! এখন যেন সব নূতন ঠেক্‌ছে! কি মন্ত্রে সে যাদু করে আমার জীবনকে ফিরিয়ে দিলে! সই আমার বড় ভাল! এই "সদানন্দ আশ্রম" খুলে দীন দুঃখীর সেবা কচ্ছে! এর চাইতে—

(গঙ্গা, দীপ্তি ও সদার প্রবেশ)

দীপ্তি—মনু—মনু—কোথা তুমি?

হসিতা—কে—কে—দীপ্তি বাবু? খুড়ো মশাই—আবার গঙ্গা বাবু যে?

গঙ্গা—দীপ্তি—এ কোথায় নিয়ে এলে ভাই? আমার মনোবীণা বেঁচে আছে কি?

হসিতা—(স্বগত) গঙ্গা বাবু কি মনোবীণার স্বামী? (প্রকাশ্যে) গঙ্গাবাবু চিন্‌তে পারেন?

গঙ্গা—কে আপনি? আমার চোক্ খারাপ হ'য়ে গেছে, ভাল চিনতে পাচ্ছি না।

সদা—আর চেনা চিনিতে কাজ নেই। হ্যাঁ গা মা, সে বেটী কোথা? গঙ্গা বাবু, এ সেই শ্রী হসিতা নন্দিনী দেবীর বাড়ী, বুঝেছ?

গঙ্গা—হসিতা—হসিতা? তা এখানে মনোবীণা কেন? দীপ্তি—তোমার ভগ্নী এখানে কেন?

হসিতা—গঙ্গাবাবু, চাঁদের জ্যোৎস্না ডোবার জলেও পড়ে,—তাতে চাঁদ অপবিত্র হয় না! আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সই পাতিয়েছি। (দীপ্তি ও সদানন্দের প্রতি) আপনারা এ ঘরে আসুন। এখানে মনু দিদিকে ডেকে দি'। গঙ্গাবাবু বসুন।

(হসিতা, সদা ও দীপ্তির কক্ষান্তরে গমন)

গঙ্গা—(স্বগতঃ) তাইত! মনোবীণা তুমি এত উচ্চ! এত মহীয়ান! তোমাকে কি কষ্টই না দিয়েছি! তুমি ত আমার পানে ধ্রুব তারকার মত চেয়েছিলে! আর আমি—আমি,—উঃ—এত বড় পাষাণ হৃদয় যে, ফিরেও তাকাই নি! ঐ যে আসছে—ঐ যে আসছে! কি বলব—কি করে কথা কইব!

(মনোবীণার ধীরে ধীরে প্রবেশ)

মনোবীণা—মনোবীণা—আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর!

মনো—(গঙ্গার পদধূলি গ্রহণ) স্বামিন্—ও কথা মুখে এনো না,—আমার যে পাপ হবে! তোমার চরণ দর্শন পেয়েছি—আমি বড় ভাগ্যবতী! আমার সকল সাধ মিটেছে!

গঙ্গা—মনোবীণা—এস তুমি—কাছে এস! বহুকালের অতৃপ্ত তৃষ্ণা,—আজ সমস্ত—সমস্ত মনোবীণা—তোমার ঐ মধুর ওষ্ঠ কম্পনে দূর হ'ল! মনোবীণা—আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না,—তুমি আমার সেই মনোবীণা—সেই প্রকৃতির রম্যহর্ম্ম জীবন্ত ছবি,—সেই সাজান বাগান,—সেই "স্বচ্ছ সরোবরে

অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া",—সেই চিরন্তন মানস প্রতিমা! সত্যি কি তুমি আমার এই অপবিত্র দেহের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ? আমি বুঝতে পার্চ্ছি না—এ স্বপ্ন—না কোন মায়ামন্ত্র?

মনো—স্বামিন্,—আমার হৃদয় দেবতা—আমার জন্ম জন্মান্তরের বিগ্রহ! এ কি কথা বলছ প্রভু! এ ত স্বপ্ন নয়—এ ত মরীচিকা নয় প্রভু! তুমি যে একদিন আসবে, একদিন যে তোমার চরণে স্থান দেবে, এ ত আমি প্রতিক্ষণে —প্রতিদণ্ডে আশা ক'রেছিলুম! প্রভু—এ ত স্বপ্ন নয়,—এ যে সম্পূর্ণ বাস্তব—এ যে—এ যে নাথ—

গঙ্গা—মনোবীণা,—ওঃ—ভগবান নরকেও কি আমার স্থান হবে প্রভু!—

মনো—ছিঃ ও কথা মুখে এনো না—তোমার কোন দোষ নেই!—সবই আমার কপালের দোষ!

গঙ্গা—ভগবান্,—এরা কি কেবল নীরবে সমস্ত সহ্য করতেই জন্মেছে? রাগ, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, এদের কি কিছু নেই,—শুধুই ক্ষমা, শুধুই আত্মদান!

মনো—"সংসারের খেলা ঘরে—ওগো কে না ভুল করে।" আজ তুমি এ ভুল করেছ বলেই হয়ত আমি এত আনন্দ পেয়েছি! স্বামিন্,—তুমি যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, আমার প্রতীক্ষ্য দয়িত,—আমার ইহকাল পরকাল! এই যে এতদিন আমার পানে একবারও ফিরে তাকাও নি, একবারও ভুলে ভালবাসনি,—আজ তাই মনে হচ্ছে যেন তোমার অদর্শন, তোমার বিরহ আমাকে খাঁটী সোনা করে দিয়েছে! স্বামিন্,

তোমার চরণ দর্শনের আশায় কত লাঞ্ছনা, কত অপমান নীরবে সহ্য ক'রে যে আনন্দ আজ পেয়েছি, তা বুঝি ধনীর ঐশ্বর্য্যরাশির ভেতর নেই, পিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণে নেই! সে আনন্দ, সে সুখ, সে তৃপ্তি আজ কি ক'রে জানাব! তার কথা খুঁজে পাই না! ভাষা সেখানে নির্ব্বাক, মূক, নিঃশব্দ! (পদতলে পড়িয়া গদ গদ ভাবে) স্বামিন্,—হৃদয় দেবতা—আমার জন্ম জন্মান্তরের সাধনার আকাঙ্ক্ষা,—আমার জন্ম জন্মান্তরের পাথেয়! আমি বড় ভাগ্যবতী!—তাই এত নিরাশার ভেতরও তোমার চরণ দেখতে পেয়েছি!

গঙ্গা—(মনোকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া) মনু এ সব বলে আমায় আর কষ্ট দিও না! চল—চল দুজনে সংসার হতে বহুদূরে যেখানে হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা প্রতিক্ষণে মানুষকে জর্জ্জরিত করে তোলে না, এমন নির্জ্জন স্থানে কোথাও গিয়ে থাকিগে। আর সংসারে ভেতর থাকব না!

মনো—নাথ, সংসারে কি কেবল স্বার্থপরতা, কুটিলতা, এই সবই আছে? সেখানে কি দয়া, ধর্ম্ম, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, সহ বেদনা এ সকল কি কিছু নেই? তা যদি হতো নাথ, তা হলে পরের জন্য পরে কাঁদে কেন? পরের বেদনায় পরের চোখে জল আসে কেন? তা হলে স্বামীর জন্য সতী পুড়ে] মরে কেন? দেশের জন্য মানুষ প্রাণ দেয় কেন? তা হলে গ্রামে গ্রামে এত অতিথশালা কেন? দেশে দেশে এত অনাথ আশ্রম কেন? না নাথ, সংসারের আর এক দিক আছে যেখানে সমস্তই সুন্দর, সমস্তই মধুর! এস নাথ, আমরা সংসারের মধ্যে যা কিছু সুন্দর—যা কিছু মহৎ

—যা কিছু মনোরম তাকে বুকে করে তুলে নিই গে! এস প্রভু দেখবে এস।

(পট পরিবর্ত্তন ও "সদানন্দ আশ্রমে" কুষ্ঠব্যাধি ও অন্যান্য সব রোগী প্রভৃতিকে হসিতা ও মৃণাল স্বীয়া হস্তে তাহাদের সেবায় নিরতা।)

গঙ্গা—(চমকিত হইয়া) একি—একি। সত্যি মনোবীণা, পরোপকারের চেয়ে আমার বোধ হয় মহাধর্ম্ম পৃথিবীতে নেই। কেন না, এর ভেতরই দয়া, প্রীতি, অহিংসা সবই বিরাজ কচ্ছে। আহা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল—প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

হসিতা—গঙ্গাবাবু আমি আপনার কাছে অশেষ প্রকারে অপরাধী।

গঙ্গা—অপরাধী তুমি? তুমি আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে কোন দিন প্রশ্রয় দাওনি এই তোমার অপরাধ?

হসিতা—প্রশ্রয় দিইনি বটে গঙ্গাবাবু, কিন্তু সংশোধন করবার দিক্ থেকে নয় স্বার্থের দিক্ থেকে। কোন দিন অবশ্য খুব বেশী আমল দিই নি কিন্তু স্পষ্টতঃ ঠিক বাধা ও দিই নি।—আমার কি উচিত ছিল না, আপনাকে স্পষ্ট ক'রে সব কথা বলে দেওয়া? তা হলে হয়ত আপনি নিজেকে কতক প্রকৃতিস্থ করে নিতে পারতেন,—কিন্তু আমি তা একদিনও করিনি, কেন না তার মধ্যে যে স্বার্থ ছিল।

গঙ্গা—হসিতা, তুমি যদি না অমন করে আমার বুকে দাগা দিতে, তা হলে আজ আমার এ পরিবর্ত্তন হ'ত না।—তুমি প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছ হসিতা।

হসিতা—সে কথা সত্য গঙ্গাবাবু, কিন্তু মানুষের কর্ম্ম দেখে সব সময় বিচার চলে না,—তার অভিসন্ধিও দেখ্তে হয়। আমি

আপনার প্রতি যে সব অন্যায় আচরণ করেছি, তা আপনার পক্ষে আজ শুভকর হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গঙ্গাবাবু এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই কি আমি ও কাজ করেছিলুম ?—না গঙ্গাবাবু তা নয়। সমুদ্রের ডাক শুনে নদী যখন ছুটে যায়, তখন পথিমধ্যে যে সব বাধাবিঘ্ন তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়, তাদের তীরের উপর আছড়ে ফেলে দিয়ে যায়! কেন যায় তা জানে না! সে যেমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাদের তফাতে সরিয়ে দেয়, তেমনি করে আমি আপনাকে তরঙ্গাঘাতে তীরের উপর নিক্ষেপ করে গেছি! কোন দিন ভাসিয়ে নিয়ে যাই নি—নদীর তরঙ্গাঘাতে কত নুড়ি যে গোলাকার ধারণ করে,—মানুষের দেবতার স্থান অধিকার করে, কিন্তু তার জন্য কি নদীকে মহৎ বলা যায়? না গঙ্গাবাবু তা নয়—সেটা নুড়িরই সুকৃতি।

(সদানন্দ ও নগেনের প্রবেশ)

সদানন্দ—ও নুড়ীও কেউ নয়, আর নদীও কেউ নয় মা, ও হচ্ছে ভগবানের লীলা।—দোষ গুণ বিচার সে তিনিই করবেন মা। আমরা কেবল চোখ বুজে কাজ করে যাব।

নগেন—কই মা মৃণাল। কদিন আসতে পারি নি কেমন আছিস্ ?

মৃণাল—বাবা, আমার কথা জিজ্ঞেস কর্বেন না,—আমার এই সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করুন। এরা যে নারায়ণ, এরা ভাল থাকলেই আমার ভাল। বাবা বাবা—মনুদির স্বামী এসেছেন।

মনো—(মুখ নীচু করিয়া) বাবা—

নগেন—কই মা? (গঙ্গার দিকে ফিরিয়া) ইনি ইনি। (প্রণাম

করিয়া) মশাই আজ আমার হরগৌরী দর্শন হ'ল। (পরে চমকিত হইয়া) আপনাকে যে পূর্ব্বে দেখিছি!

গঙ্গা—তা হতে পারে মশাই! আমার কথা কিছু বলবেন না! আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ছিলুম!

নগেন—চেয়ে দেখুন, এই তপস্বিনী কুমারীর বিবাহের জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে কর্ত্তে গেছলুম! কিন্তু—না—থাক্! (মনোর দিকে) মা—মা—তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ! আজ তুমি তোমার সতীত্বের তেজে, তোমার পবিত্রতায় সীতার অগ্নি পরীক্ষা উর্ত্তীর্ণ হয়েছ! সুখে স্বামী নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার কর।

গঙ্গা—নগেন বাবু সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠেছে! আর লজ্জা দেবেন না! আপনাতে আমাতে স্বর্গ নরক প্রভেদ! আমার নিরাশ্রয়া স্ত্রীকে আপনিই আশ্রয় দিয়ে জীবিত রেখেছেন! আপনারাই ধন্য—আমরা **সমাজের কলঙ্ক**।

সদা—কলঙ্ক না থাকলে কি বাবা এত সুন্দর হ'তে? চাঁদে **কলঙ্ক** শ্রীরাধার **কলঙ্ক**—এ সব না থাকলে কি এঁরা এত সুন্দর হ'তেন।

যবনিকা পতন।